আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১৫ || সোমবার || পৌষ ২৬ || ১৪২৮ || জমাদিউস সাঃ ৭ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 15 || 10 January || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

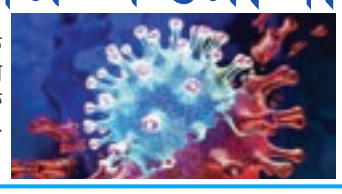
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

৬৭ বছর গোসল করেননি এই ব্যক্তি!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একটানা কত দিন স্নান না করে থাকতে পারবেন? এক-দু'দিন বা নিদেন পক্ষে তিন- (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

ফ্রান্সে নতুন ধরনের করোনা

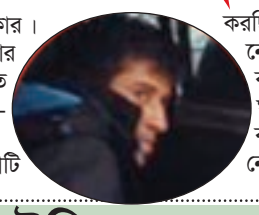


বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডেল্টা ও ওমিক্রনের দাপটে ইতিমধ্যে কুপোকাত বিশ্ব। এরই মধ্যে ফ্রান্সে শনাক্ত হয়েছে করোনাভাইরাসের আরেকটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট আইএইচইউ। নতুন শনাক্ত হওয়া এ ভ্যারিয়েন্টটির বৈজ্ঞানিক নাম বি.১,৬৪০.২। ফ্রান্সের জীবাণু গবেষণা সংস্থা আইএইচইউ মেডিটেরানির নামানুসারে এটির নামকরণ হয়েছে। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

যেসব কারণে বেশি ছড়াচ্ছে ওমিক্রন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অতি সংক্রামক ধরন অমিক্রনের কারণে বিশ্বজুড়ে আবার করোনার প্রকোপ শুরু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) শুক্রবার বলেছে, অনেকগুলো কারণে অমিক্রনের বিস্তার ঘটছে। গত এক সপ্তাহে বিশ্বে করোনা শনাক্তের রেকর্ড হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল শুক্রবার ডব্লিউএইচওর কারিগরি প্রধান মারিয়া ভ্যান কারকোভে বলেন, ভাইরাসটির সংস্পর্শে কম আসা ও এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে মানুষের ভাবা দরকার। অমিক্রন বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়াচ্ছে। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র। (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জ্যাকসন হাইটসে আপন ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছেন ২১ বছর বয়সী সিম সরকার। গত শুক্রবার বিকেলে মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে জন্মদাত্রী মায়ের সামনেই। খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে আপন বড়ভাই সালমান সরকারকে। বাংলাদেশী সহ সাউথ এশিয়ানদের রাজধানী খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীটে এই ঘটনা ঘটেছে। সুরতহালের জন্য সিম সরকারের লাশ কুইন্স হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তাদের দেশের বাড়ী পাবনার সিরাজগঞ্জে বলে জানিয়েছেন ঘনিষ্ঠরা। ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, গত শুক্রবার ২ টার দিকে সিম সরকার তার মায়ের সাথে কথাকাটাকাটি করছিলেন। এতে বড় ভাই সালমান সরকার ছোট ভাই-কে নিবৃত করার এক পর্যায়ে বিষয়টি ঝগড়ায় রূপ নেয়। এই অবস্থায় দুই ভাইয়ের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হলে বড় ভাই সালমান ছোট ভাই সিমকে ছুরিকাঘ করেন বলে জানা যায়। উদ্ভুত ঘটনায় কিছুক্ষণনর মধ্যে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন আহত সিম সরকার। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব বাকরুদ্ধ ছিলেন মা। এ সময় পুলিশকে খবর দেয়া হলে ঘটনাস্থল থেকেই বড়ভাই সালমানকে গ্রেফতার করা হয়। এই পর্যায়ে সিম সরকারকে পাশ্ববর্তী এলমহার্স্ট হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অতিরিক্ত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

২০০ কোটি টাকার লেনদেন : স্ত্রীসহ জাপার রুহুল আমিনকে দুদকের তলব





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির (জাপা) কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার ও তার স্ত্রী সংসদ সদস্য নাসরিন রত্নার সন্দেহজনক লেনদেনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সূত্র বলছে, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২০০ কোটি (বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)

সৌদিতে বাংলাদেশী উদ্যোক্তার সাফল্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর সম্প্রতি ওমরাহ পালন করতে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ফের শীর্ষ অবস্থানে বাংলাদেশের (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

আটলান্টায় মুসলিম যুবক হত্যায় ৩ শ্বেতাঙ্গের যাবজ্জীবন







বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আটলান্টায় কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম যুবক আহমদ আরবেরি (২৫) হত্যায় অভিযুক্ত তিন শ্বেতাঙ্গকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদ- দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আদালত। স্থানীয় সময় শুক্রবার (৭ জানুয়ারী) যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

স্মার্টফোনের ধারণাই বদলে দেবে 'পাই'



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্মার্টফোন বলতেই চোখের সামনে কী ভাসে? সব কাজের কাজি আর আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ-তাই তো? বলতে গেলে হেন কিছু নেই, যা করা যায় না। কিন্তু এরপরও কোথাও তো থামতে হচ্ছে, অর্থাৎ কিছু সীমাবদ্ধতা (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
MOST POPULAR COURSES:
Software Testing with Selenium & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 10 // 2022

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

শিবলী প্রেসিডেন্ট, মিজান সেক্রেটারি





নিউইয়র্ক : আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচনে মীর ই. ওয়াজিদ শিবলী (বাংলা টিভি) সভাপতি এবং মিজানুর রহমান (সাপ্তাহিক দেশ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় কার্যকরী পরিষদের ১১টি পদে সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ৮ জানুয়ারী আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। গত ২৯ ডিসেম্বর ছিল **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**



আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোভিড সর্তকতামূলক সেমিনার ও বর্ষবরণ

নিউইয়র্ক: আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের উদ্যোগে কোভিড বিষয়ক সর্তকতামূলক সেমিনার ও ২০২২ বর্ষবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ জানুয়ারী রোববার সন্ধ্যায়। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ক্লাবের সদস্য, লেখক, সাংবাদিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্টরা উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশ নেন। এসময় তারা কোভিডকালীন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বর্তমান ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট মোকাবেলায় তাদের পরামর্শ তুলে ধরেন।

সংগঠনের সদস্য ও ফটো সাংবাদিক স্বপন হাইসহ কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণ করে সভায় তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করা হয়। এখন যারা অসুস্থ্য আছেন তাদেরও দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন কিংস কাউন্টি হসপিটালের নিউরো আইসিও'র ফিজিসিয়ান এসোসিয়েট ও প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান মজুমদার।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বছর ২০২২-কে বরণ করতে সাবধানতা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সর্তকতামূলক সেমিনার ও বর্ষবরণে বক্তব্য রাখেন কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক এটর্নী এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, মূলধারার রাজনীতিবিদ ও জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী গিয়াস আহমেদ, লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আসেফ বারী টুটুল, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী তারেক হাসান খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, রূপসী বাংলা'র এডিটর ইন চিফ শাহ জে চৌধুরী, শো-টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, নিউইয়র্ক বালাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব, সাধারণ সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম, প্রেসক্লাব সদস্য বেলাল আহমেদ, তোফাজ্জল হোসেন লিটন, আবু বকর সিদ্দিক, তাপস সাহা, আব্দুল হামিদ, মল্লিকা খান মুনা, স্যামুয়েল পিনারু, এম এইচ পাহলভী, মেট্রোবাংলা সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সংগ্রাম।

সেমিনারে বক্তারা আরো বলেন, কোভিড এমন একটি রোগ যা একে অপরের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে সর্বশেষ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের আক্রমন থেকে নিজে এবং অপরকে রক্ষা করতে হলে চাই প্রয়োজনীয় সচেতনতা। সিডিসি এবং সিটির নির্দেশনা মেনেই রোগকে প্রতিরোধ করতে হবে। পাশাপাশি টিকা ও মাস্ক ব্যবহার, বুষ্টার ডোজ নেয়ার প্রতিও তাগিদ দেয়া হয়। হাত ধোয়া, বাথরুম ব্যবহারের পর ক্লিন করা জরুরী একটি বিষয় বলেও আলোচনায় উঠে আসে।

ইংরেজী বর্ষবরণ প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, আমাদের জীবনে ২০২১ সাল নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছে। আমরা অতীত থেকে ভালো অভিজ্ঞতাগুলো গ্রহণ করে আগামী দিনে এগিয়ে যাবো।

পরিশেষে ক্লাব সদস্য ও অতিথিদের মধ্যথেকে একাধিকজন গান, কৌতুক, কবিতা আবৃত্তি করে নতুন বছরকে বরণ করে নেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মিশিগানে হলিডেতে আনন্দ আয়োজন

তোফায়েল রেজা সোহেল, মিশিগান থেকে: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে নেচে-গেয়ে উদযাপন করা হয়েছে হ্যাপি হলিডে। এ উপলক্ষে গত ২৫ ডিসেম্বর শনিবার শিবমন্দির টেম্পল অব জয়ে শিশুদের মাঝে উপহার সামগ্রী প্রদান, কেক কাটা, প্রীতিভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। হলিডে ছুটির এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী প্রবাসীরা আনন্দ-উৎসবে মেতে ছিলেন। অনেকে ক্রিসমাসের রঙে নিজেকে সাজিয়েছেন। পরনে ছিল লাল-সবুজ পোশাক। সন্ধ্যার দিকে কেক কেটে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর নাচ, গান, ধামাইল পরিবেশিত হয়।



প্রবাসী শিল্পী পৃথা দেব মন জয় করে নেন হলভর্তি দর্শকদের।

এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন- প্রবাসী শিল্পী প্রতীক দাস, অমৃতা মৃধা, প্রজিতা বিশ্বাস, প্রমিতা বিশ্বাস, পুষ্পিতা বিশ্বাস, শ্রুতি হাওলাদার, অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, কাবেরি দেব, অতুল দস্তিদার, প্রতিভা কপালি, বাবুল পাল, স্বদেশ রঞ্জন সরকার। নৃত্য পরিবেশন করেন রিয়া ধর, প্রিয়া ধর, মনি ধর।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন- বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. দেবাশীষ মৃধা, লুজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ভব সরকার, লুপা সরকার, ইন্ডিয়ানাপোলিস সিটির প্যাথলজিস্ট ডা. স্যামুয়েল ফ্রঙ্কস, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জয়তী সরকার, রতন হাওলাদার, পুর্নেন্দু চক্রবর্তী অপু, অমূল্য চৌধুরী, অজিত দাশ, রাখি রঞ্জন রায়, দেবাশীষ দাশ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন চিনু মৃধা, সৌরভ চৌধুরী এবং রাজর্ষি গৌরব চৌধুরী।

শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ড. দেবাশীষ মৃধা ও তার স্ত্রী চিনু মৃধা, কো-অর্ডিনেটর রতন হাওলাদার ও স্ত্রী হেপি হাওলাদার এবং মন্দিরের প্রিস্ট পুর্নেন্দু ও তার স্ত্রী চন্দনা ব্যানার্জী শিশুদের মাঝে বিভিন্নরকম উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ সান্তাক্লজ শিশুদের মধ্যে

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

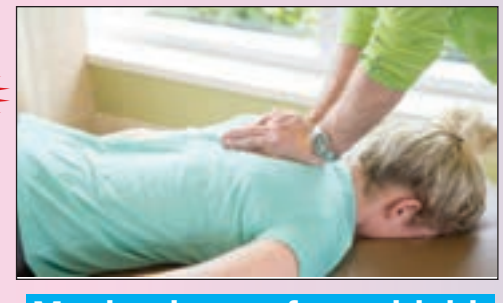
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F





কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি বর্ণাঢ্য অভিষেক ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন

(শেষের পাতার পর)

অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জোনারেল এস এম নাজমুল হাসান। কিন্তু তার অসুস্থতার জন্য তার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে যোগ দেন কনস্যুলেটের কর্মকর্তা আসিফ উদ্দিন আহমেদ। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন অভিষেকের আহ্বায়ক মাকসুদুল হক ছানু, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডেও সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, অভিষেক অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব মঈনুল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সংগঠনের প্রথম সহ-সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডেরসদস্য অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, উপদেষ্টা শাহ নেওয়াজ, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, হাজী আব্দুর রহমান, শাহ রকিব আলী, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডেও সদস্য হাজী মফিজুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী আব্দুর রব মিয়া, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, হাজী খবির উদ্দিন ভুইয়া, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বদরুন নাহার খান মিতা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সিরাজউদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউররহমান সেলিম।

তিনপর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিলো নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বর্তমান এবং নবনির্বাচিত সভাপতি শামসউদ্দিন। প্রথম পর্ব পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, দ্বিতীয়পর্ব পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তরিকুল হোসেন বাদল।



অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মওলানা কাজী কাইয়ুম। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এরপর বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের সম্মানে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মাসুম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মূলধারার রাজনীতিক জয় চৌধুরী, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, বাংলাদেশ ল' সোসাইটির সভাপতি অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, বিজয়নগর উপজেলা সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর আব্দুল বাছির, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, বৃহত্তর রাজশাহী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবউদ্দিন জেন্টু, খালেদুর রহমান সবুজ, জাহিদ খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রথম সহ-সভাপতি ও ম্যাগাজিনের সম্পাদক কাজী তোফায়েল ইসলাম। সভাপতি শাসম উদ্দিনকে শপথ বাক্য পাঠ করান বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি এবং সভাপতি পওে নবনির্বাচিত কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান। অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন- সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, প্রথম সহ-সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, সহ-সভাপতি মঈনুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শেখ ফারুকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ ওয়াহিদ কাজী এলিন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফকরুল ইসলাম মজনু, প্রচার সম্পাদক আবুল হোসেন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তরিকুল হোসাইন বাদল, ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ এনায়েত আলী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ময়নুজ্জামান চৌধুরী, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ইসমত জাহান পলি, কার্যকরি সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, মাকসুদুল হক ছানু, মোহাম্মদ মাসুক মিয়া, জে মোল্লা সানি, মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, আবুল ফজল লিটন ও মোহাম্মদ নওশাদ হায়দার।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি একটি ব্যতিক্রমী সংগঠন। এই সংগঠনে সকল মতাদর্শের মানুষ রয়েছেন। তারা বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংগঠন মানবকল্যাণে কাজ কওে আসছে। আগামীতেও যেন সেই ধারা অব্যাহত থাকে।

আহ্বায়ক মাসুদুল হক ছানু বলেন, অনুষ্ঠানের সকল সফলতা আপনাদের, আর ব্যর্থতা আমার। তিনি দুঃখ প্রকাশ কওে বলেন, আজকের অনুষ্ঠান ছিলো স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। এই জন্য আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করার জন্য ক্রেস্টও এনেছিলাম। কিন্তু অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে তারা চলে যান। সে জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করেন। ম্যাগাজিন টিউৎসর্গ করা হয় করোনায় মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ-কে।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেয়াজ, শাহ মাহবুব, মরিয়ম মারিয়া, অনিক রাজ এবং নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এমডি মাসুদ আলম।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির অনুষ্ঠানে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির অনন্য নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

মিথ্যা একটি জুলুম

(শেষের পাতার পর)

আলো থেকে সকলেই বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ এক ও একক। তিনি লা-শারীক, তার কোন শরীক নেই। "তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই"। এটি আল্লাহর ইজ্জত। এটি একটি সত্য ও স্বাভাবিক কথা এবং এটি প্রকৃতির দাবীও। এটি আল্লাহর হক। এ হক থেকে বঞ্চিত করা জুলুম। যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন শক্তিকে শরীক করে তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। আর যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে মুলতঃ এক মস্ত বড় জালেম। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নিশ্চয় শিরক একটা বড় জুলুম।"(সুরা লোকমান) এমনিভাবে কুফুরীও একটি মিথ্যা। কুফরী মানে সত্যকে মিথ্যা দ্ধারা আড়াল করা। যেমন: আরবীতে কৃষককে ভাবার্থে কাফের বলা হয়, কারণ কৃষক জমিতে বীজ বপনের পর মই-এর মাধ্যমে বীজকে মাটি দ্ধারা চাপা দেয় বা মাটিতে লোকায়। কাফের ব্যক্তিও আল্লাহকে অস্বীকারের মাধ্যমে একটি সত্যকে মিথ্যার মাধ্যমে আড়াল করে থাকে। তাই কুফুরীও একটি মিথ্যা। যারা কুফুরী ও শিরক করে তারা মিথ্যা ছাড়া কুফরী বা শিরক করতে পারে না।

মিথ্যা একটি শক্তিশালী আনবিক বা জীবাণু বোমার চেয়েও মারাত্মক। একটি আনবিক বোমা একটা নির্দিষ্ট সময় এবং একটা নির্দিষ্ট আওতাধীন সকলকিছুকে সমুলে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু মিথ্যা আরো অধিক কার্যকর ও আরো অধিক বিধ্বংসী। এটি এমন এক নীরব ঘাতক, যা দীর্ঘ সময় ধরে অধিকতর ব্যাপক স্থান জুড়ে সার্বিক ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এটি আরো অসংখ্য নিত্য নতুন উপসর্গের জন্ম দেয়। যার দরুন মিথ্যার একান্তই কোন ক্ষতি বা অপকারের কথা কেউ সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারবে না। এমনকি মিথ্যুক নিজেও জানে না এর পরিধি কতটুকু। মিথ্যুক একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে মিথ্যার বেসাতি ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু মিথ্যাটি মিথ্যুকের কার্য বাস্তবায়ন ছাড়াও অসংখ্য নতুন নতুন অঘটন ঘটিয়েছে, যে গুলোর আশা মিথ্যুক নিজেও কখনো করেনি। স্রেফ একটি মিথ্যাকে কেন্দ্র করেই কত সুখের ঘর ভেঙ্গে গেছে, কত মানুষ জুলুমের শিকার হয়েছে, কত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ মিথ্যার আগুনে ধ্বংস হয়েছে, কত অধিকার বিনষ্ট হয়েছে তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? কতশত লোক নিহত হয়েছে। কত মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছে, কত শিশু এয়াতিম হয়েছে, তার হিসাব কে দেবে? এখানেও মিথ্যা সঠিক পরিসংখ্যাণকে আড়াল করে রেখেছে।

মিথ্যা সত্য-সুন্দরকে বিকৃত করে। ন্যায়-ইনসাফকে উল্টে দেয়। নৈতিক মুল্যবোধ বিনষ্ট হয়। চারিত্রিক সৌন্দর্যকে করে কুলষিত। মানবতা ও মনুষত্ব বিপন্ন হয়। নিয়ম ও শৃংখলার ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শিত হয়। গণতন্ত্রের সদর দরজাকে বন্ধ করে দিয়ে মানুষের অধিকারকে হরণ করা হয়। সর্বত্র চালু হয় জুলুমতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র। সর্বক্ষেত্রে ভাঙ্গন আর ভাঙ্গনের রাজত্ব চালু হয়। সর্বোপুরি প্রত্যেকটির জিনিষের অন্তরনিহিত সৌন্দর্যকে বিগড়ে দেয়।

মিথ্যা বলা কবীরা গুণাহ এবং সুস্পষ্ট জুলুম। রাসুল সঃ বলেছেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলবো না? তাঁরা বলেন, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও মা-বাপের নাফরমানী করা। তারপর তিনি ঠেঁস দিয়ে বসে বলেন, ওহো! মিথ্যা কথা। তিনি বার বার তা বলতে লাগলেন আর আমরা ইচ্ছা করেছিলাম যদি তিনি চুপ হতেন।"(বুখারী-মুসলিম) অথচ এ মিথ্যাই আজ মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব মিথ্যা রোগে আক্রান্ত। মৌখিক মিথ্যায় মন ভরে না, তাছাড়া এটি কষ্টকর বিধায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে মিডিয়া স্থাপন করে মিথ্যাকে আরো ব্যাপাকাকারে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যুগ যুগ ধরে যে মিঠিয়া ছিল নীতি ও নৈতিকতার সূতিকাগার, সেখানে এখন অধিকতর মিথ্যুক ও হলুদ সাংবাদিকতায় যারা পটু তাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হয়। এ সব মিডিয়ার মাধ্যমে সকলেরই জানা একটি জ্যান্ত মিথ্যাকে বার বার প্রচারের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করে।

রাজনৈতিক ময়দান! সে তো এক তিক্ত জগৎ। এটিও উচ্চ পর্যায়ের নীতি ও নৈতিকতার জগৎ ছিল। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর আদর্শহীন ও চরিত্রহীন তথা মিথ্যুকেরা আজ সদলবলে এ স্থান দখল করে নিয়েছে। আল্লাহর ভয় বিন্দুমাত্র যাদের ভেতর নেই তারাই সমাজেন নেতৃত্ব দেয়। আর এরাই রাজনীতির পবিত্র স্থানকে কুলষিত করেছে। এদের কারণেই আজ রাজনীতির প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভদ্র, সুশীল, সভ্য, সত্যবাদী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এ মাঠ ছেড়ে দিয়েছে। তাদের স্থান এখন অশিক্ষিত, শঠ ও মিথ্যুকেরা দখল করে নিয়েছে।

এ অবস্থার কারণ হিসাবে কুরআনের শিক্ষা থেকে দুরে থাকাকেই উল্লেখ করা বাঞ্চনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "যারা আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনের উপর ঈমান আনে না তারাই মিথ্যা-প্রতারণা করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।" (সুরা নাহল ঃ ১০৫) মনে রাখা প্রয়োজন, যারা মিথ্যা চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো হেদায়াতের আলো দান করেন না। আজীবন মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই মৃত্যু বরণ করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "যে ব্যক্তি অপচয়কারী ও মিথ্যুক, আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন না।" (আল-মোমেনঃ ২৮) মৃত্যুর পর আবার কঠিণ আযাবের স্বাদ ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "কেয়ামতের দিন আপনি তাদের চেহেরা কালো দেখতে পাবেন, যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করেছে।" (সুরা যুমারঃ৬০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সঃ বলেছেনঃ "তোমরা সত্যেবাদিতা অবলম্বন করো। সত্যবাদিতা নেকীর দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং নেকী বেহেস্তের দিকে পথ দেখায়। ব্যক্তি সত্য বলতে বলতে এবং সত্যের ওপর ঠিকে থাকার চেষ্টা করতে করতে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লিখিত হয়। তোমরা মিথ্যা থেকে বাঁচ। মিথ্যা গুনাহের পথ দেখায় এবং গুনাহ দোযখে নিয়ে যায়। বান্দাহ মিথ্যা বলতে এবং মিথ্যার ওপর টিকে থাকার চেষ্টা করতে থাকলে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়।" (বুখারী-মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি) রাসুল সঃ দীর্ঘ এক হাদীসের একস্থানে বলেছেনঃ "এক রাতে স্বপ্নে আমি দুব্যক্তিকে দেখলাম' তারা আমার কাছে এসেছে। (তারা ফেরেস্তা) তারা আমাকে বলল, আপনি যে লোকটির গাল চিরে দেয়া হচ্ছে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। তারপর সে আবার মিথ্যা বলবে এবং সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়বে। তারপর আবার তার চোয়াল চিরে দেয়া হবে। এভাবে কেয়ামাত পর্যন্ত চলতে থাকবে।"(বুখারী)

মিথ্যাবাদী একজন পরিপূর্ণ মোনাফিকও বটে। কারণ মিথ্যুক তার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য কপটতারই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আবু হোরায়রা রাঃ হবে বর্ণিত। রাসুল সঃ বলেছেনঃ "মোনাফেকের লক্ষণ তিনটি। সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, সে যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে আমানত রাখলে, তা খেয়ানত করে।" (বুখারী) মুসলিম শরীফে আরও একটু বেশী বর্ণিত আছে যে, 'যদিও সে নামায, রোযা করে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে।' আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুল সঃ এর কাছে মিথ্যার চাইতে অন্য কোন দোষ বেশী ঘৃণিত ছিল না।" (মুসনাদে আহমাদ) আবু হোরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসুল সঃ বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। সে তিন ব্যক্তি হলোঃ বৃদ্ধ যেনাকারী, মিথ্যুক রাজা ও অহংকারী ফকির-মিসকিন।" (মুসলিম) হযরত আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "আল্লাহর নিকট মিথ্যা জিহবা সবচাইতে বড় গুনাহ এবং সর্বাধিক নিকৃষ্ট অপমান হচ্ছে কেয়ামতের দিনের অপমান।" রাসুলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঃ " মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমেন হতে পারবে না। এমন কি হাসি-ঠাট্টা ছলেও মিথ্যা বলা উচিৎ নয়।"(মুসনাদে আহমাদ)আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছি ঃ "মিথ্যা শপথের দ্ধারা পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধ্বংস হয়ে যায়।"(বুখারী)

কোন শাসক যদি মিথ্যা রোগে আক্রান্ত হয়, তবে তার শাসিত রাজ্যটি মিথ্যার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। চারদিকে চলে মিথ্যার বেসাতি। ফাসাদ বা বিপর্যয়ে দেশটি রসাতলে নিমজ্জিত হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানেই এ ধরণের মিথ্যাবাদী শাসককে আমরা দেখেছি সেখানে মানবতা, মানুষের মৌলিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত হতে দেখেছি। জুলুমতন্ত্র সমাজ ও সভ্যতাকে বিষিয়ে তুলে। মানুষ তখন আলাহর কাছে এ জালিম ও মিথ্যুক শাসক থেকে পরিত্রাণের ফরিয়াদ জানায়।

মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থা সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মুসলমান কখনো মিথ্যাকে আশ্রয় দিতে পারে না। কাফের ও মুশরিকের জীবন ব্যবস্থা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা অবৈধ নয়। কারণ তার বিশ্বাসই মিথ্যা। সুতরাং সে যত পারে মিথ্যা বলে বেড়াক। কিন্তু প্রতিটি মুসলমানকে সর্বক্ষেত্রে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং সত্যের মৌখিক ও বাস্তব সাক্ষ্যদাতা হিসাবে দুনিয়াবাসীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে।

সৌরভ গাঙ্গুলীর বাড়িতে ফল-মিষ্টি

(শেষের পাতার পর)

পাঠিয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌরভের সঙ্গে দেখা করতে না পারলেও ফোন করে কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারের খোঁজখবর নেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ফল-মিষ্টি, স্বাস্থ্যকর পানীয় পৌঁছে দেওয়া হয় সৌরভের বাড়িতে।

এদিন বেহালার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা-সহ ফল-মিষ্টি নিয়ে যান ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে। সেখানে সৌরভের স্ত্রী ডোনা গাঙ্গুলী সেই উপহার গ্রহণ করেন।

সৌরভ এখন সুস্থ হলেও বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। গাঙ্গুলীর মেয়ে সানাও কয়েক দিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সানা ছাড়াও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সৌরভের কাকা দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

জানা যায়, সৌরভ আক্রান্ত হওয়ার পরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগেই পরিবারের সদস্যদের করোনা পরীক্ষা করান। সেই টেস্টে সানা ও ডোনাসহ সবাই নেগেটিভ হয়েছিলেন। সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

নিউজিল্যান্ডে টেস্ট জয় ঐ নূতনের কেতন ওড়ে

টেস্ট ক্রিকেটের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে স্থানীয় সময় গত ৫ জানুয়ারী বুধবার সকালে যখন টাইগাররা আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক ম্যাচটি জিতেছে, বাংলাদেশের প্রকৃতিতে তখন পৌষের কুয়াশা ভেদ করে উষার আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা মনে করি, এই জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসেও প্রতীকী অর্থে অরুণোদয়। এটা ঠিক, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথম কোনো টেস্ট জিতল বাংলাদেশ। সমকালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে, সব মিলিয়ে টেস্টে ১৫ বার আমরা এই অন্যতম ক্রিকেট পরাশক্তির মুখোমুখি হয়ে ১২ বারই হেরেছি। কিন্তু এটুকু বললে সবটুকু বলা হয় না। মনে রাখা জরুরি, জয়টা এসেছে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে। যে মাটিতে গত দুই দশকে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি২০ মিলে টানা ৩২টি ম্যাচে কোনো জয় পায়নি। ৩৩তম ম্যাচটি তাই এখন পর্যন্ত অনন্য মাইলফলক। এও ভুলে যাওয়া চলবে না, ঘরের মাঠে পরাজয়ের স্বাদ যেন ভুলেই গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। টানা ১৭টি টেস্ট ম্যাচে তারা হারেনি। বাংলাদেশের এই জয়কে সমকালের শীর্ষ প্রতিবেদনে তাই যথার্থই অবিস্মরণীয় ও অভূতপূর্ব আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের মানে আছে, গত বছর আগস্টে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু টি২০ সিরিজ ২০২১ ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও বাংলাদেশ দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জয় করেছিল। ক্রিকেটের অন্যতম ওই পরাশক্তির বিপক্ষেও তার আগ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস কেবল হেরে যাওয়ারই ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। করোনা পরিস্থিতিতে ক্রিকেটসহ বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন যখন প্রায় বিপর্যস্ত, তখন সেই বিজয় বাংলাদেশকে নিঃসন্দেহে আরেকবার অদম্য প্রমাণ করেছিল। কিন্তু বিদায়ী বছরের পরবর্তী মাসগুলো ছিল হতাশা ও বেদনার। অক্টোবর ও নভেম্বরে অনুষ্ঠিত টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স ছিল লজ্জাজনক। বিশেষত দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে মুখ রক্ষা করার মতো একটি ম্যাচও জিততে পারিনি। তার পরই বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে একাত্তরের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের বিপক্ষেও ঘরের মাঠে আমাদের মেনে নিতে হয়েছিল শোচনীয় পরাজয়। সেদিক থেকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই বিজয় সর্বার্থেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি হয়ে এসেছে।

আমরা বাংলাদেশের টেস্ট দলকে সমকাল পরিবারের পক্ষে অভিনন্দন জানাই। টেস্ট দল অধিনায়ক মুমিনুল হক এবং এই জয়ের নায়ক এবাদত হোসেন চৌধুরী বিশেষভাবে সাধুবাদ পাবেন। বস্তুত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক অভিনন্দনবার্তার মধ্য দিয়ে গোটা জাতির উচ্ছ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের গর্ব ও আবেগের ক্রিকেট দলের সাফল্যে জাতীয় উদযাপনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে স্পষ্ট। এই জয় বর্তমান ও সাবেক ক্রিকেটার, ব্যবস্থাপকদেরও স্বভাবতই উজ্জীবিত করেছে। আমরা প্রত্যাশা করি, বাকি ম্যাচগুলোতে তো বটেই, আগামী দিনগুলোতেও এই ম্যাচের অনুপ্রেরণা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা দেখছি, এই জয়ের মধ্য নিয়ে যেন নতুনের কেতন উড্ডীন হচ্ছে। এই ম্যাচে সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালসহ বাংলাদেশের ক্রিকেটের পঞ্চপাণ্ডবখ্যাত পাঁচ নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের চারজনই অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বুধবারের ম্যাচে নতুনরা তাদের অভাব অনুভূত হতে দেননি।

সন্দেহ নেই, সাম্প্রতিক অতীতে ক্রিকেটের শিরোপা এসেছে বাংলাদেশে। বিশেষত ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের যেভাবে জয়ী হয়ে শিরোপা ঘরে তুলেছিল, তা অবিস্মরণীয়। ২০১৮ সালে আমাদের নারী ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ জয় করেছিল। বিদায়ী বছরের নভেম্বরে তারা ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু টেস্টে সাফল্য ছিল অধরা। সমালোচকের মুখে ছাই দিয়ে আমরা টেস্ট দলের মর্যাদা পেলেও পরবর্তী দুই দশকে টেস্ট ম্যাচ কেবলই আশা আর আশাভঙ্গের ইতিহাস। নিউজিল্যান্ডের জয় যেন সেই খরা কাটিয়ে দিল!

বাংলাদেশ ক্রিকেটের সোনালী সময়ের খেলোয়াড়দের অনেকে অবসরে গেছেন, ফর্মেও নেই অনেকে; কিন্তু তাদের যে যথার্থ উত্তরাধিকার তৈরি হয়েছে, এবারের টেস্ট জয় তার প্রমাণ। আমরা বিশ্বাস করি, ক্রিকেটে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আরও ভালো করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেটের দর্শক ও সমর্থকদেরও আমরা দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। বিজয়ে যেমন আনন্দে উদ্বেলিত হই, পরাজয়ে যেন নেতিবাচক অবস্থান না নিই। টেস্ট ম্যাচের নামকরণের নেপথ্যে রয়েছে মনো-শারীরিক ধৈর্যের পরীক্ষা- সেই সত্য যেন খেলোয়াড় বা সমর্থকরা ভুলে না যাই।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারী ওয়াশিংটনে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল, তার যথেষ্ট তথ্য এখনো জানা যায়নি। কিন্তু ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গাকারীদের উন্মত্ততায় এটা স্পষ্ট যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ফলাফল বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে জো বাইডেন যে জিতেছেন, সেটার প্রত্যয়ন যেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স না দেন, সেই চেষ্টাই ট্রাম্প সমর্থকেরা করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল একটা ধোঁয়াশার পরিবেশ তৈরি করা, যাতে ট্রাম্পকে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আনা যায়।

কিন্তু ট্রাম্প সমর্থকদের এ পরিকল্পনা মাঠে মারা যায়। মাইক পেন্স, অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার এবং অন্য উচ্চপদস্থরাও ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেননি। জর্জিয়া, মিশিগান, উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়ার মতো রিপাবলিকান রাজ্যের কর্মকর্তা এবং একই সঙ্গে ফেডারেল আদালতের বিচারকেরা ট্রাম্পের পরিকল্পনায় সাড়া দেননি। প্রশাসন ও দলে বিরোধিতা সত্ত্বেও ট্রাম্প এমন রাষ্ট্রদ্রোহী পরিকল্পনা করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে একই ধরনের পরিকল্পনা আবার আঁটতে পারেন ট্রাম্প। তা সফল করতে গেলে কংগ্রেস, প্রাদেশিক আইনসভা ও ফেডারেল আদালতের শত শত রিপাবলিকান সদস্যের মধ্যে আঁতাত লাগবে। সেটা বাস্তবে ঘটলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে এমন ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনের মূল দায়িত্বে ট্রাম্প অনুসারী কর্মকর্তারা চলে আসতে পারেন। তাঁরা পেন্স ও বারের চেয়েও বেশি অনুগত ও সুশৃঙ্খল হবেন। কিন্তু

আমেরিকার গণতন্ত্রের প্রকৃত হুমকি কোনটা

মাইকেল লিন্ড

সেটা করতে গেলে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। তাঁদের কর্মকাণ্ডের লাভটা এমন একজন কুখ্যাত ও অবিশ্বস্ত লোকের কাছে যাবে, যিনি জনগণকে তাঁর ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেন ও ছুড়ে ফেলেন।

রিপাবলিকান প্রার্থীদের ওপর ট্রাম্পের প্রভাব বাড়ছেই। তিনি সেই সব প্রার্থীকেই সমর্থন করছেন, যাঁরা প্রাইমারি কিংবা সাধারণ নির্বাচনে যেকোনো মূল্যে জিতে আসতে পারবেন। তবে ট্রাম্পের জনসমর্থনের ভিত্তি নিয়েও ধন্দ আছে। ট্রাম্প করোনার টিকা নিলে তাঁর অনেক সমর্থক প্রকাশ্যে তাঁকে টিটকারি করেন।

ধরা যাক, আগামী নির্বাচনে ট্রাম্প মনোনয়ন পেলেন এবং সর্বভাবে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেলেন। সে ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠত্ববাদী স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রথাগত নেতারাই রিপাবলিকান পার্টিতে প্রাধান্য বিস্তার করেন। এতে ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা শাসন প্রথম দফার চেয়ে আরও বেশি অকার্যকর হতে বাধ্য।

যে কারণে আমেরিকান গণতন্ত্র হুমকিতে–মার্কিন রাজনীতির শরীরে যে গভীর অসুখ, তারই উপসর্গ হিসেবে ট্রাম্পের মতো জনতুষ্টিবাদী নেতাদের উত্থান। তবে প্রকৃত হুমকি হচ্ছে দ্বিদলীয় আমেরিকান রাজনীতিতে নেতাদের মুখের প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবে তার প্রয়োগের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এ সমস্যাজনক পরিবেশ ট্রাম্পের মতো নেতাদের উত্থানে সহায়ক।

এ বিশাল বিপর্যয়ের মূল কারিগরদের অনেকেই পরবর্তীকালে উপদেষ্টা পদে নিজেদের লোভনীয় ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন। যখন নীতিনির্ধারকেরা এ ধরনের বিপর্যয়ের হোতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন না, গণমাধ্যমও এ ব্যর্থতায় নীরব ভূমিকা পালন করে, তখন নাগরিকেরা বিকল্প উৎস থেকে খবর খুঁজবে, সেটাই স্বাভাবিক।

মুক্তবাজার অর্থনীতি বেশির ভাগ মার্কিনির জন্য নতুন ও ভালো মানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। এর বদলে যুক্তরাষ্ট্র ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জামসহ নিত্যপণ্যের জন্য চীনসহ অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। গত তিন দশকে যুক্তরাষ্ট্র যেসব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে, সেগুলোর সিংহভাগই নিম্ন মজুরির চাকরি। ২০০০ সালে আমেরিকান তাত্ত্বিকেরা বলেছিলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এ অস্থিরতা স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু সম্পদের বুদ্ বুদের ওপর গড়ে ওঠা অর্থনীতি ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মহামন্দা ডেকে আনে। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়ার ওপর আমেরিকান আগ্রাসনের ফলাফল সরাসরি ব্যর্থতা বয়ে আনে।

এ বিশাল বিপর্যয়ের মূল কারিগরদের অনেকেই পরবর্তীকালে উপদেষ্টা পদে নিজেদের লোভনীয় ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন। যখন নীতিনির্ধারকেরা এ ধরনের বিপর্যয়ের হোতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন না, গণমাধ্যমও এ ব্যর্থতায় নীরব ভূমিকা পালন করে, তখন নাগরিকেরা বিকল্প উৎস থেকে খবর খুঁজবে, সেটাই স্বাভাবিক। এ পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের মতো জনতুষ্টিবাদী নেতার উত্থান হবে, সেটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমেরিকার জনগণকে তাদের দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের ভোটের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার অনৈতিক প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু মার্কিন গণতন্ত্রের প্রকৃত হুমকি হচ্ছে দেশটির প্রথাগত রাজনীতিকেরা জন-আস্থা অর্জন করতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

লেখক: টেক্সাস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক

আগামীর বাংলাদেশ হোক স্বপ্ন পূরণের

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

২০২১ সাল ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের বর্ষ- অন্য দিকে সরকারের বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়ন ও সমাপ্তি বর্ষ। ২০২০ সালের পরে ২০২১-এ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি। তাই সময় ও কালের পরিক্রমায় ২০২১ সাল আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। গত ৫০ ও ১০০ বছরের ইতিহাস ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ, হিসাব বিবরণী, বিশেষ অর্জনের স্তুতিগান, বিশেষ পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা, মূল্যায়ন, পরবর্তী ভিশন অর্জনের কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ছিল ২০২১ সাল। দুর্নীতি ও বিভিন্ন অপকর্মের পুনরাবৃত্তি না হলে আমরা বুঝতে পারব উন্নয়নের আগামী পরিকল্পনা ২০২৬, ২০৩০, ২০৪১ আর হয়তো অসম্ভব কিছু নয়। নয়তো আমাদের শুধু 'কাজীর গরু কিতাবে আছে' এই ধাঁধার মধ্যে থেকে নিঃশেষ হওয়া ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় থাকবে না। অধিকন্তু শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকব। পাশাপাশি কলুষিত পরিবেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হয়ে আমাদের উদীয়মান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ক্রমাবনতির দিকে নিয়ে যাবে। কাজই এ বাস্তবতায় ২০২১ সালকে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, সুষ্ঠু অভিবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের উন্নয়ন, পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ ও বসবাসের নিশ্চয়তাসহ সামাজিক সুরক্ষার প্রতি আমাদের যত্নবান হতে হবে। ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি পালন করেছি। এ ৫০টি বছর খুব সহজে অতিবাহিত হয়নি। অনেক বাধা-বিপত্তি, দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছরে এসে আমরা জাতি হিসেবে আসলে কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি? এত ত্যাগের এ বাংলাদেশ আসলে কেমন চলছে! এসব খুঁজতে গেলে আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বর্তমানকে দিয়ে আমরা অতীত মূল্যায়ন করব এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা ঠিক করব। স্বাধীনতার এত বছরে এসে এ দেশের দুর্নীতির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি যে, বর্তমানে দুর্নীতি মহামারী আকারে আমাদের গ্রাস করতে বসেছে। আজকাল যেকোনো একটি কাজ সুষ্ঠু পথে সমাধান করা যেন সোনার পাথর বাটিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান করোনা মহামারীতে দুর্নীতিতে সব থেকে আলোচিত খাতটি হচ্ছে স্বাস্থ্য খাত। এ খাতের একেবারে ছোট পর্যায় থেকে শুরু করে রাঘব বোয়াল পর্যন্ত দুর্নীতির মহোৎসবে মেতেছিল। মানবিকতাকে তারা বিক্রি করে দিয়েছিল। সাহেদ, সাবরিনা, ড্রাইভার মালেক এটার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন ড্রাইভার হয়ে তার সম্পদ আকাশসম। এরা তো শুধু ধরা পড়েছে। কিন্তু এমন আরো অনেক দুর্নীতিবাজ অধরাই রয়ে গেছে। এর আগেও মেডিক্যালে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনার দুর্নীতি দেশবাসী দেখেছে। বলা হচ্ছে, এই করোনার থেকেও দুর্নীতিটা এ দেশে ভয়াবহ মহামারী হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। মূল্যবোধ, নৈতিকতা যদি জাগ্রত না হয় তবে আইন করেও দুর্নীতি রোধ সম্ভব নয়। দেশের আদালতের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তবে আশার বিষয় হচ্ছে- বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন অনেক ভালো কাজ করছে। প্রায়ই তারা দুর্নীতিবাজদের ধরছে এবং আদালতেই দ্রুত বিচার হচ্ছে। যার উদাহরণ সাহেদের মামলার রায় অতি দ্রুত হওয়া। তবে জাতি হিসেবে আমরা যদি একটি উন্নত ধারণা পোষণ না করি, সভ্যতাকে নিজের হৃদয়ে প্রতিস্থাপন না করি তবে এই দুর্নীতি খুব সহজে আমাদের থেকে যাবে না। আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান আরো কঠোরভাবে চলমান রাখতে হবে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৬০, ৭৫ ও ১০০ বছর পূর্তি আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে উদযাপন করব, এমনটিই সবার প্রত্যাশা হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন কার্যকর **(বাকি অংশ ০৮ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ফজর	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৫
সূর্যোদয়	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৭	৭.১৭	৭.১৭	৭.১৬	৭.১৬
জোহর	১২.০৪	১২.০৪	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৫	১২.০৬	১২.০৬
আসর	৩.০৯	৩.১০	৩.১১	৩.১২	৩.১২	৩.১৪	৩.১৬
মাগরিব	৪.৫০	৪.৫১	৪.৫২	৪.৫৩	৪.৫৪	৪.৫৬	৪.৫৭
এশা	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৬

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নববর্ষের অঙ্গীকার হোক শান্তির পথে নবযাত্রা



এস এম মোজাম্মল হক

জাতীয় জীবনে নববর্ষের ভূমিকা অপরিসীম। নববর্ষ জীবনের পুরান সব হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে নব উদ্যমে জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর নিজস্ব ভাষা ও অঞ্চল ভিত্তিক বর্ষ গণনার আলাদা রেওয়াজ থাকলেও খ্রিষ্টাব্দ সারা পৃথিবী ব্যাপী সকল ভাষা ভাষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টের জন্মের বছর থেকে যে বছর গণনা করা হয়, তাকেই খ্রিস্টাব্দ বলে। যিশু খিস্টের জন্ম, জীবন, সেবা কাজ, মৃত্যু, পুনরুত্থান অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য সাধু গ্রেগরি নতুন এ বছরের গণনা শুরু করেন। আর বর্তমান পৃথিবীতে এ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও প্রচলিত। বছর গণনায় ইংরেজিতে BC ও AD দুটি শব্দ প্রচলিত। BC শব্দের অর্থ হলো Before Christ, বঙ্গানুবাদ হলো খ্রিস্টপূর্ব বা খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আর অউ এসেছে লাতিন শব্দ Anno Domini Nostri Jesu Christi যার ইংরেজি অনুবাদ হলো The year of our Lord, বঙ্গানুবাদ হলো খ্রিস্টাব্দ। সহজ অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্মবছর থেকে যে বছরের গণনা শুরু করা হয়েছে, তা হলো খ্রিস্টাব্দ (AD)। আর যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগ থেকে যে বছর গণনা করা হয়, তা হলো খ্রিস্টপূর্বাব্দ (BC)। এ গণনারীতি অনুযায়ীই কোনও শূন্যবছর নেই, অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের জন্মবছরই হলো খ্রিস্টাব্দের (AD) প্রথম বছর। আর পূর্বের বছরই হল খ্রিস্টপূর্ব (BC) বছরের শেষ বছর।



২০২১ খ্রিষ্টাব্দ সারা পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত বেদনা দায়ক একটি বছর। কভিড ১৯ এর প্রাদূর্ভাবের কারণে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে যার শুরু এবং পর্যায়ক্রমে ২০২০ ও ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পুরো বছরব্যাপী যা ছিল বিদ্যমান। এ সময় সারা পৃথিবী জুড়ে এ মহামারির তান্ডবে কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত ও কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটেছে। যার প্রভাবে প্রায় প্রতিটা পরিবারই কোনো না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত ও প্রাণহানির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য সরকারী তরফে প্রচুর প্রণোদনা প্রদান করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো তেমন অসুবিধার সম্মুখীন না হলেও ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং শ্রমজীবী পরিবারগুলোর উপর এর বিরুপ প্রভাব পরে ফলে অনেকে এখনো তাদের ব্যবসা ও কর্মসংস্থান পুরাপুরি শুরু করতে পারেনি। উপরন্তু নতুন করে ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট এর শঙ্কা শুরু হবার ফলে স্বাস্থ ঝুঁকির কারণে অনেকে কাজে যোগ দিতে ভয় পাচ্ছে। উপরন্তু কাজ হারানো লোকদের বেকা-রভাতা সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ হবার ফলে অনেকেরই নতুন করে আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে। উৎপাদন ও সরবরাহের ঘাটতি জনিত কারণে বাজারে পণ্য সংকট তৈরী হওয়ায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের একাধিক সদস্য আর্থিক প্রণোদনা পাবার ফলে তাদের হাতে প্রচুর নগদ অর্থ সঞ্চিত হওয়ায় চাহিদা মোতাবেক কেনা কাটার প্রাচুর্যের ফলে এমনকি বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে মালামাল ক্রয় করারফলে পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় গড় মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়েছে। এছাড়া অনেক সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার লোভে যুক্তিহীনভাবে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ফলে সীমিত আয়ের লোকদের জীবন যাপন খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পরেছে। এমতাবস্থায় জনস্বার্থে বাজার মনিটরিং করা আবশ্যকবলে ভূক্তভোগিদের অনেকেই মনে করছেন।

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র এরিক অ্যাডামস এর ১ জানুয়ারী দায়িত্ব গ্রহনের জন্য স্বাগতম। নিউইয়র্ক সিটিবাসীর প্রত্যাশা ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ হবে নিউইয়র্কের জন্য একটি স্বস্তির বছর কারণ নিউইয়র্কের নির্বাচিত মেয়র ১ জানুয়ারী দায়িত্ব নেয়ার পর নিউইয়র্কের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের যে আশ্বাস দিচ্ছেন তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিউইয়র্ক নগরীকে নিরাপদ নগরীতে পরিনত করবেন বলে সকলের প্রত্যাশা তাঁর উপর বাড়ুতি প্রত্যাশার অন্যতম কারণ তিনি বিগত দিনের একজন দক্ষ উঁচু স্তরের পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিউইয়র্ক সিটির অপরাধ প্রবনতা নিয়ন্ত্রণে কার্যকারী ভূমিকা রাখবেন। আমেরিকানদের জন্য ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ একটি সম্ভাবনাময় বছর। সিনেটে কোনো দলেরই ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকায় জনকল্যাণে আইন প্রণয়ন বাঁধা গ্রস্থ হচ্ছে তাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী নির্বাচনে আইনপ্রণয়নের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ভোটারগণ জনকল্যাণে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারলে তা হবে অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলতি বছর বিল্ড ব্যাক বেটার পাশ হবার প্রত্যাশা থাকলেও সম্ভাবনা ক্ষীণ তাই আগামী বছরের শুরুতে বিলটি পাশকরে দ্রুত বাস্তবায়ন করা হলে অ্যামেরিকাসহ গোটা পৃথিবী সামাজিক ও জলবায়ু সংক্রান্ত বহু বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবহবে। যারা বিলটির বিরোধিতা করছেন কেন্টাকির ঘুর্নিঝরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও শতাধিক লোকের প্রাণহানি তাদের উপলব্ধির জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিলটি পাশে সহযোগিতার বিষয়টিও তাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। এর পরেও বিলটি পাশ করে দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করবেন কিনা তা তাদের বিবেচ্য বিষয়। পুরা আমেরিকা জুড়েই বন্দুক হামলা ও প্রাণহানি ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বন্দুক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও ভাববার সময় এসেছে। ব্যক্তিগত সুরক্ষার দোহাই দিয়ে যারা বন্দুক নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করছেন, বন্দুক হামলায় নিহতদের সুরক্ষার বিষয়টিও তাদের ভেবে দেখা উচিত। জনগণ যেহেতু প্রতিনিধি নির্বাচন করেন জনকল্যাণ নিশ্চিত করণের জন্য তাই সকল বিষয়ে বিরোধিতা নাকরে জনকল্যাণে আনিত প্রস্তাব সমূহ পাশের ক্ষেত্রে পক্ষ বিপক্ষ বিবেচনা না করে জনকল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের ভবিষ্যত পথ চলাকে অত্যন্ত মসৃণ ও ভোটারদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পরিশেষে নতুন বছর ও নতুন যারা নির্বাচিত হবেন সকলের জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

আগামীর বাংলাদেশ হোক স্বপ্ন পূরণের

(৫ পাতার পর)

হয়েছে। আশা করি এখন অন্তত ধর্ষণের পরিমাণটা কমবে। তবে ধর্ষণের মামলার বিচারগুলোও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুন আইনে এসব মামলা ছয় মাসের মধ্যে বিচারের বিধান রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের আমলে প্রচুর উন্নয়নকাজ হচ্ছে। হয়তো এটি আরো অনেক আগেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্রমাগত সরকার পরিবর্তনের ফলে এ দেশে তেমন দৃশ্যমান উন্নয়ন আগে হয়নি। তবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় থেকে অনেক কাজ করছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী ট্যানেল, অসংখ্য ফ্লাইওভার, অবকাঠামো, রাস্তার সংস্কার, নতুন রাস্তার কাজসহ আরো অনেক উন্নয়ন চলছে। বর্তমানে এ দেশে অনেক বিনিয়োগও আসছে। চীন, জাপান প্রচুর উন্নয়ন কাজের অংশীদার হচ্ছে। এটি অবশ্যই আশার খবর। একটি দেশে যত বেশি উন্নয়ন কাজ হবে, তত সে দেশের জীবনমান বাড়বে। আর উন্নয়নের জন্য সরকারের ধারাবাহিকতাও অনেক জরুরি। তাই বর্তমান বাংলাদেশে যে উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এটি যদি অব্যাহত থাকে তবে শিগগিরই আমরা উন্নত দেশের মর্যাদা পাবো।

বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এ দর্শনের স্পষ্ট প্রতিফলন তার সোনার বাংলার স্বপ্ন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন, শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন। স্বাধীনতার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার অনেকটাই বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ১৯৭২ সালে আমাদের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর আমাদের রিজার্ভে তখন কোনো বৈদেশিক মুদ্রাও ছিল না। শতকরা ৮০ ভাগের মতো মানুষ দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কল্যাণে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো এবং সত্যিকার অর্থে কোনো নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান না থাকা সত্ত্বেও দেশ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। তখন তার হাতে সম্পদও ছিল খুব সীমিত।

নতুন প্রজন্মের বোঝা উচিত যে, স্বাধীনতা মানে শুধু পরাধীনতা থেকে মুক্তি নয়, শুধু নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজনও নয়। স্বাধীনতা হলো- স্বাধীন রাষ্ট্রে সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে থাকার আয়োজন। স্বাধীনতা মানে ইচ্ছার স্বাধীনতা, রাজনীতির স্বাধীনতা এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক মুক্তি। এই মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামীদের মতোই স্বপ্ন ও সাহস এগিয়ে আসুক- এটিই আমাদের প্রত্যাশা। স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য বেশি প্রয়োজন সংগ্রাম ও শক্তির। আর স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন প্রযুক্তি, কৌশল, ঐক্য ও ন্যায়বোধ। এ ছাড়া স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা ও সৎ বিবেচনাকে কাজে লাগানো একান্ত অপরিহার্য। তাই স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করে একে রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এ কর্তব্যবোধে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে এবং 'জাতির পিতা'র আদর্শকে ধারণ করে তার স্বপ্নের সোনার বাংলাকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর উন্নত রাষ্ট্র গঠনের ব্রত গ্রহণে বিশ্বে এ স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও মহিমান্বিত করবে- বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটিই প্রত্যাশা।

ইতিহাসের সাহসী সন্তানরা লাখো প্রাণের বিনিময়ে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেছেন। আমাদের দায়িত্ব এ দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রাকে বেগবান করা। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সমুন্নত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুজ্জ্বল রাখতে দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূলের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে বাঙালী জাতিকে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তা হলেই বিশ্ব দরবারে জাতি হিসেবে আমাদের সমৃদ্ধি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আগামীর বাংলাদেশ হোক সম্ভাবনা ও স্বপ্নপূরণের এক মহা অঙ্গীকার। শতাব্দীর অঙ্গীকার পূরণে তরুণদের সঠিক নেতৃত্বের বিকাশ আবশ্যক। সম্ভাবনাময় ও স্বপ্নীল বাংলাদেশ ঘটনের মহান ব্রতে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য এখন থেকেই বাস্তবায়নযোগ্য সব প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ কর্মসূচি ও রূপরেখা তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০২৫ সালকে ধাপ-১ হিসেবে এবং ২০৩৫ সালকে ধাপ-২ হিসেবে বিবেচনাপূর্বক মূল্যায়ন ও কার্যপত্রের প্রস্তুতি নিতে হবে। আর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাতিষ্ঠানিকতায় রূপান্তরকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেই আগামীর স্বপ্ন পূরণের সব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নভিত্তিক উন্নয়নের নতুন রূপরেখায় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার কথা ভাবতে হবে। পরিশেষে এই অভিমত পোষণ করছি যে, আগামীর বাংলাদেশ হোক সম্ভাবনা ও স্বপ্ন পূরণের আশা-আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাসে ভরপুর। আগামী ২০২২ ও তার পরবর্তী সব কার্যক্রম হোক ইতিবাচক এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের সোপান এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ হোক গৌরবের ও সৌরভের।

লেখক: কলামিস্ট ও গবেষক। সাবেক উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

মাত্রাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

সেসে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

(৩ পাতার পর)

মনোনয়নপত্র জমার নির্ধারিত দিন। এদিন সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার সম্পাদক এবং কার্যকরী পরিষদের ৪টি পদে ২২জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। ২৯ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়পত্র প্রত্যাহারের দিন। এদিন ১১টি পদে ১১জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ফলে কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় নির্বাচন কমিশন যাচাই-বাছাই শেষে ১ জানুয়ারী সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এর ফলে আগামী ৮ জানুয়ারী অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আর প্রয়োজন নেই।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন: সিনিয়র সহ সভাপতি- আকবর হায়দার কিরন (ভয়েস অব আমেরিকা/নিউইয়র্ক বাংলা), সহ সভাপতি- শিব্বির আহমেদ (ভয়েজ অব বাংলা/খবর ডটকম), যুগ্ম সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ (এবি টিভি), কোষাধ্যক্ষ- সাজ্জাদ হোসেন (বাংলা টিভি), সাংগঠনিক সম্পাদক- ফারহানা চৌধুরী (এখন সময়), প্রচার সম্পাদক- নিহার সিদ্দিকী (বাংলাভিশন), কার্যকরী সদস্য- শহীদুল ইসলাম (ইত্তেফাক/ঠিকানা), মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (চ্যানেল ৭৮৬/আইটিভি) ও আমজাদ হোসেন (বাংলা টিভি)।

কার্যকরী সদস্যের একটি পদে কেউ মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভায় প্রেসক্লাবের সদস্যদের থেকে একজনকে কো-অপ্ট বা অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিশুক সেলিম এবং নির্বাচন কমিশনার জাহেদ শরীফ নির্বাচন সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারা বলেন, বর্তমান কার্যকরী কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে শিগগিরই নতুন কমিটির শপথ অনুষ্ঠিত হবে।

বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শিগগিরই নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল,এল,এম, করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে শফিকুর রহমানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী আমি এদেশে একা এসেছি এবং একাই বসবাস করছি। আজকে আমি এ বিভাগের মাধ্যমে জানতে আগ্রহী যে আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার পরিবারকে এদেশে আনার জন্যে আবেদন করতে পারব কিনা?

এই সাথে আমি আরো জানতে আগ্রহী যে আমি হয়তো খুব তাড়াতাড়ি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারব। তবে আমার জানার বিষয় হচ্ছে সিটিজেনশীপের আবদনের জন্যে কি কি তথ্যপাত্র প্রয়োজন?

এই বিভাগের মাধ্যমে আমার প্রশ্ন সম্পর্কে পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

শফিকুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার পরিবার অর্থাৎ স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই অবিবাহিত সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটাগরি আছে। যেমন ২১ নিম্ন এবং ২১ উর্ধ্ব অবিবাহিত সন্তান। ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটাগরিতে পড়েন।

এ প্রসঙ্গে আপনার আরেকটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা দরকার যে একজন ইউএস সিটিজেন কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী); ২) বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তান; ৩) মা-বাবা এবং ৪) ভাইবোন।

আপনার সিটিজেনশীপের আবেদনের জন্যে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র দরকার।

১। ফর্ম এন-৪০০, ২) গ্রিনকার্ড স্টাইলের ৪ কপি ছবি, ৩) গ্রিনকার্ডের কপি, ৪) আইএনএস এর যথাযথ ফিস।

আর গ্রিনকার্ড পাবার ৫ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করলে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র দরকার।

পাসপোর্ট; ২) গ্রিনকার্ড, ৩) ট্যাক্স রিটার্ন, ৪) বিবাহিত হয়ে থাকলে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং ৫) বার্থ সার্টিফিকেট।

আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসকারী আপনার স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারবেন।

কুইন্স থেকে আলমগীর হোসেনের প্রশ্নঃ

আমার এদেশে প্রবেশ বৈধ ভিসায়। এদেশে আসার পরে আমি কেস ফাইল করেছিলাম। কিন্তু আমার ঐ কেসটি পরে অস্বীকৃত হয়ে গেছে। আমি অবিবাহিত ছিলাম। এর পরে আমি বিয়ে করেছি। এই অবস্থায় আমার এখন জানার বিষয় হচ্ছে আমার স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করতে পারবে কিনা? আরো উল্লেখ্য যে স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী ছিলো কিন্তু বর্তমানে সে একজন ইউএস সিটিজেন। কেস অস্বীকৃত হবার পরে আমি ডিপোর্টেশন অর্ডার পেয়েছিলাম। আমার এক বন্ধু বলেছে যে স্ত্রী আমার জন্যে আবেদন করতে পারবে না। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় থাকলাম।

আপনার কেস হয়তো এডমিনিস্ট্রেটিবলী ক্লোজ হয়ে গেছে, সে কারণে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই- যদি আমার এই ধারণা সঠিক হয়ে থাকে। আপনার স্ত্রী ইউএস এর সিটিজেনশীপ পেয়েছেন এবং আপনি বৈধ ভিসায় এদেশে এসেছেন।

আপনার স্ত্রী যেহেতু ইউএস এর সিটিজেন সেকারণে আপনি স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে উপযোগী। তবে আপনার উপর যদি ডিপোর্টেশন অর্ডার থাকে তবে খুব সহজে হয়তো আপনি গ্রিনকার্ড পাবার জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, আপনার উপর ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে সে কারণে রি-ওপেনের কাজ করাতে হবে। কেস ওপেন হলে তবেই আপনি স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। ইমিগ্রেশন নতুন করে কেস শুরু করবে না। সেকারণে ঐ ডিপোর্টেশন অর্ডার বাতিল হয়ে গেলে তখন আর আপনাকে কোন কিছু করতে হবে না। আপনাকে তখন শুধু স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করতে হবে। তারপর ইমিগ্রেশন আপনাকে ইন্টারভিউ এর তারিখ দেবে।



আপনার দেয়া ব্যাখ্যায় অফিসার যদি মনে করেন যে আপনাদের বিয়ে প্রকৃত বিয়ে তাহলে আপনি হয়তো গ্রিনকার্ড পাবেন। আর আপনার কেস আবেদন করার পরে ওপেন হলে তবেই আপনি ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হিসেবে বিয়ের ভিত্তিতে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করতে পারবেন।

অফিসারকে আপনি আপনার কেসের ব্যাপারে জানাবেন। আপনার কেসের উপর যে ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে সে ব্যাপারেও বলবেন। আপনার উপর ডিপোর্টেশন আছে কিনা সে ব্যাপারে জানাতে পারলে তবেই আপনার স্ত্রী আপনার জন্য কেস করতে পারবেন।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করতে পারেন। যিনি আপনার কাগজপত্র দেখে ও আলোচনা করে আপনার জন্যে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবেন।

কুইন্স থেকে আহাদ আলীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার আবেদনে আমার স্ত্রী সন্তান এদেশে এসেছে। এখন আমি আমার বাবা-মাকে এদেশে আনতে উচ্ছুক। কিন্তু আমার স্ত্রী সন্তানকে এদেশে আনার পর আবার বাবা-মাকে এদশে আনতে পারব কিনা? আমার উপার্জন খুব কম এ জন্যে চিন্তিত আছি। পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আহাদ আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার আবেদনে আপনার স্ত্রী সন্তান এদেশে এসেছেন। এখন আপনি আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনার উপার্জন কম।

একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং অনুর্ধ ২১ বছরের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হন। আপনি একজন ইউএস সিটিজেন সে কারণে আপনি আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারেন।

ইমিসগ্রেশন আইন অনুযায়ী মা-বাবা সাক্ষাত আত্মীয় বলে তাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না।

আপনি আপনার উপার্জনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং যথার্থ উপার্জন কত সটিকভাবে উল্লেখ করেন নাই। সাম্প্রতিক বছরের পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করবে আপনার উপার্জন কত হতে হবে। উপার্জন যথার্থ না হলে যুগ্ম স্পন্সরশীপ জোগাড় করতে পারেন এমন একজনকে যার উপার্জন যথেষ্ট। আপনি মূল পিটিশনার, তাই আপনাকেই আবেদন করতে হবে। কিন্তু যুগ্ম স্পন্সরকেও আপনার সাথে আবেদনে সই করতে হবে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**

*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি জরুরি

অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা এটাও যে নতুন সমাজের আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে প্রচার করা প্রয়োজন। জানানো দরকার হবে যে সমাজতন্ত্র জিনিসটি আসলে ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। বোঝানো প্রয়োজন হবে মালিকানার পরিবর্তনে হারানোর কিছু নেই, লাভ করার আছে অনেক কিছু।



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ এখন তার শেষ জায়গায় চলে এসেছে। সে তার সব কৌশল প্রয়োগ শেষ করে ফেলেছে। মিডিয়া, নিপীড়ন, হত্যা, গুম, ছায়াযুদ্ধ, অস্থায়ী যুদ্ধ, মানুষে মানুষে বিভাজন, মাদকাসক্তি, ইন্টারনেট, ফেসবুক–যত কায়দা কৌশল আছে সব প্রয়োগ ও ব্যবহার সারা। মিডিয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, যাতে জনগণের পক্ষের আন্দোলনগুলো প্রচার না পায়, জনগণ যাতে তাদের প্রকৃত সমস্যা ও সমস্যামুক্তির যথার্থ পথ চিনতে না পারে। মানুষকে দমিয়ে রাখতে মানুষের টাকাতেই মিডিয়াকে ব্যবহার করার কাজ সবেগে চলছে। ভুল তথ্য দিচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। পুঁজিবাদীদের হাতে মিডিয়া এখন বিরাট একটা অস্ত্র, এমন অস্ত্র তাদের কাছে আগে কখনো ছিল না। এখনকার মিডিয়াকে বলা যায় আসল ওয়েপন অব মাস ডেস্ট্রাকশন। আর আছে দমন-নির্যাতন। সরব ও নীরব নিপীড়ন চলছে। কিনে ফেলা, সুবিধা দেওয়া এসবও আছে। অস্ত্রগুলোর সমন্বিত ব্যবহারের সাহায্যে জনগণের উত্থান আটকে রাখার চেষ্টা করছে পুঁজিবাদীরা।

অথচ সারা পৃথিবীর মানুষই কিন্তু আজ বিক্ষুব্ধ। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানুষ হয়তো সংগঠিত নয়; কিন্তু পুঁজিবাদকে তারা মেনে নিচ্ছে না। মানুষের বিক্ষোভ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, সারা বিশ্বেই বিক্ষোভ চলছে। কিন্তু পরিকল্পিত ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামটা গড়ে তোলা হচ্ছে না। তার অর্থ মোটেই এমন নয় যে কোনো আন্দোলনই চলছে না। চলছে। তবে আন্দোলন এককেন্দ্রিক হবে বলেও মনে হয় না। হওয়ার দরকারও নেই। কিছু দেশে হয়তো এগিয়ে যাবে; কিন্তু সব দেশেরই নিজস্ব পথ থাকবে।

১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান শিক্ষাটাই হলো বিপ্লবে আপসের কোনো জায়গা নেই। বিপ্লব অর্থ গোটা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। প্রথম কথাটাই হলো বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে রাখা যাবে না, তাকে ভেঙে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো দরকার পড়বে। অক্টোবর বিপ্লবের দ্বিতীয় শিক্ষা আন্দোলনকারী সংগঠনের আবশ্যকতা। সমাজ পরিবর্তনের জন্য দেশজুড়ে গণসংগঠনের বিস্তৃতি ঘটানো দরকার। কেন্দ্র থাকবে, কিন্তু স্থানীয়ভাবেই কাজগুলো সম্পন্ন হবে। স্থানীয় ক্ষমতাকে, স্থানীয় কর্তৃত্বকে বিকশিত হতে দিতে হবে। তৃতীয়ত, ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা চাই। সংস্কৃতির চর্চা ও জ্ঞানের চর্চাকে বুর্জোয়াদের চেয়েও উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। বুর্জোয়া ধ্যানধারণাকে পদে পদে মোকাবেলা করতে হবে, জনগণের চেতনাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা এটাও যে নতুন সমাজের আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে প্রচার করা প্রয়োজন। জানানো দরকার হবে যে সমাজতন্ত্র জিনিসটি আসলে ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। বোঝানো প্রয়োজন হবে মালিকানার পরিবর্তনে হারানোর কিছু নেই, লাভ করার আছে অনেক কিছু।

এটা আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে, সামাজিক মালিকানা ছাড়া পৃথিবীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। দাসব্যবস্থা, সামন্তব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা–অগ্রগতির এই স্তরগুলোর সব কটিতেই ব্যক্তিমালিকানা থেকেছে কেন্দ্রে। এখন ব্যক্তিমালিকানা এমন এক জায়গায় এসে গেছে যে তার পক্ষে আর এগোনোর উপায় নেই। উৎপাদনশক্তির বিপুল বিকাশ অপেক্ষায় রয়েছে। সেই শক্তি আটকা পড়ে গেছে ব্যক্তিমালিকানার জাঁতাকলে। আগামী দিনে পুঁজিবাদ হয় নিজেই শেষ হয়ে যাবে, নয়তো পৃথিবীকে সে শেষ করে দেবে। অথবা সে অন্য ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে ব্যক্তিমালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা ব্যবস্থা চলে আসবে। কারণ এ দুইয়ের মাঝখানে অন্য মালিকানার পক্ষে টিকে থাকার কোনো উপায় নেই। গোটা পৃথিবী আজ এই তৃতীয় বিকল্পের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

খেয়াল রাখা দরকার, পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পার্থক্যের মূল জায়গাটা হলো ওই মালিকানাব্যবস্থা। পুঁজিবাদী মালিকানা ব্যক্তিগত ও মুনাফাকেন্দ্রিক। মুনাফার জন্য পুঁজিবাদীরা সব কিছু করতে পারে এবং এমন কিছুই নেই যা করতে পারে না। আর সমাজতন্ত্রে রয়েছে মনুষ্যকেন্দ্রিকতা–মানুষকে ভালো রাখায় তার আগ্রহ। পুঁজিবাদ ও মনুষ্যত্বের মাঝে আসলেই মূলগত বিরোধ রয়েছে। এই দুটি একত্রে থাকতে পারে না। ইউরোপে রেনেসাঁর কালে যে মানবতাবাদ বিকশিত হয়েছিল পরে তা আটকা পড়ে গেছে পুঁজিবাদের মুনাফালোলুপতার হাতে। ব্যক্তিকে মুক্ত করার লক্ষ্যটা অর্জিত হয়নি মানুষের সঙ্গে মানুষের শ্রেণিদূরত্বের কারণে। ওই দূরত্বটা ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থার অবদান।

অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল; কিন্তু স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকে আপসকামী পদ্ধতিতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন চলেছে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে মাও জেদং তাঁর নিজের দেশে দাঁড়িয়েছিলেন। আসলে সমাজতন্ত্রকে কোনো স্থবির ব্যবস্থা বলা যাবে না, এটা একটা আদর্শ; সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার আদর্শ। সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে শোষণ থাকবে না, বৈষম্যের অবসান ঘটবে। উৎপাদনের শক্তিগুলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জাঁতাকলে আটকা পড়ে থাকবে না। এই শক্তিগুলো মুক্ত হতে পারলে পৃথিবীতে যে পরিবর্তনটা আসবে তা সব কিছুকে বদলে দেবে। মানুষ নিরাপত্তা ও অবকাশ পাবে, তার জীবনে আনন্দ আসবে। প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাচুর্য থাকবে। যুদ্ধ ও হানাহানির অবসান ঘটবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটবে। সংস্কৃতির ও জ্ঞানের চর্চায় মানুষ প্রচুর সময় দিতে পারবে, সবক্ষেত্রে সবাই সমান সুযোগ পাবে। কায়িক শ্রম থেকে মানুষ অনেকটা মুক্ত হবে; চিন্তার কাজ, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা, খেলাধুলা এসব সৃষ্টিশীল কাজ করার সুযোগ খুব বেশি বেশি করে মানুষ পেয়ে যাবে। সারাক্ষণ শুধু জীবিকার চিন্তাতেই তাকে অস্থির থাকতে হবে না। (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ আজ কোথায়?

প্রদীপ মালাকার

বিদায় বছরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। এই দীর্ঘ ৫০ বৎসরে দেশ অনেক দুর এগিয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে। প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, মাথাপিছু আয় তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি যে কোন সময়ের তুলনায় সর্বস্তরে দুর্নীতি, মাদক ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার সংস্কৃতি, শিক্ষা ধ্বংসের পাশাপাশি মাদক ও সাম্প্রদায়িকতাকে ডুকিয়ে দাও, ব্যস কেল্লা ফতে।

প্রিয় পাঠক, আমি আজকের আলোচনায় দুর্নীতি বা মাদক নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। সাম্প্রদায়িকতা নিয়েই আলোচনায় সীমাদ্ধ থাকব।

গত ১৩ নভেম্বর স্থানীয় পত্রিকায় কওমি মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বই এর বরাত দিয়ে একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। ঐ রিপোর্টটিতে জানা যায়, এক মুজাহিদ জেহাদের ময়দানে প্রথম দিন ২৪ জন, দ্বিতীয় দিন ১৮ জন এবং তৃতীয় দিন ১২ জন শত্রুকে মেরে ফেললেন। তিনি মোট কতজন শত্রুকে মেরে ফেলেছেন? কওমি মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণিতে পাঠ্য আদর্শ মুসলিম গণিত শিক্ষা বইয়ে এভাবে কোমল মতি ছেলেমেয়েদের জেহাদ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারনা মস্তিকে ডুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। যে বয়সে প্রাচীনকাল থেকে ছেলেমেয়েদের শিখানো হতো 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।' অথবা 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি, আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।'

আর সেখানে সরকারি স্বীকৃত একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেহাদের নামে শিখানো হচ্ছে হত্যা, ঘৃণা, বিদ্বেষ আর রক্তের হোলি খেলার ধর্মীয় বিধান। এমনটি হয়েছে হেফাজত ইসলাম নির্দেশিত সরকারি সহযোগিতায় পাঠ্য পুস্তক থেকে হিন্দু বা বাঙালী নামের এবং ধর্মনিরপেক্ষ-উদার পন্থি হিসেবে পরিচিত মুসলিম লেখকদের লেখা বাদ হয়েছে। মূলধারার রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ লাল রায় প্রমুখ প্রগতিশীল লেখকদের লেখা বাদ দিয়ে সেখানে কিছু পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক বা হেফাজতীকরণ করা হয়। তাও আবার ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-ধারী সরকারের সহযোগিতায়। ইহা কি ভাবা যায়? তাই বার বার মনে হচ্ছে, এটি কি জীবনানন্দের সেই বাংলা? 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না।' এটি কি রবীন্দ্র নাথের সেই বাংলা? 'স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। স্বার্থক জনম, মাগো তোমায় ভালবেসে।' কিংবা বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশ আজ বিভাজন, তোষণ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা তাড়িত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ধুসর, বিবর্ণ, মলিন এবং ধর্মান্ধ শক্তির সাথে আপোষকামিতায় ব্যস্ত।

প্রিয় পাঠক, ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সকল ধর্ম, বর্ণের মানুষের সমন্বয়ে তথা অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী লড়াই করে দেশ স্বাধীন করে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কলিকাতায় গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, আমি ধর্মনিরপেক্ষতার একটি চারা রোপণ করেছি, কেউ যদি আমার অবর্তমানে তা উপড়ে ফেলে না দেয় তা এক দিন মহিরূপে প্রকাশ পাবে। আর যার রাষ্ট্রীয় চার আদর্শ থাকবে বাঙালী জাতী-য়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা।

কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ক্ষমতার পালা বদলের পাশাপাশি রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজে পরাজিত ধর্মান্ধ শক্তি পুনর্বাসিত হয়। জেঃ জিয়া ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং স্বাধীনতার চার মূলনীতি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে সংবিধানের তিলকে বিসমিল্লাহ বসিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেন। জেঃ এরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্র যন্ত্রকে সাম্পৃদায়িককরণ করা হয়। জেঃ জিয়া, জেঃ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া তারা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা বিরোধী ও ধর্মান্ধ শক্তিকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতার পার্টনার করার ফলে রাষ্ট্র যন্ত্রই নয়, দেশের রাজ-নীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সাম্প্রদায়িককরন হয়েছে। আর দীর্ঘ সময় সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ধর্মান্ধতা বা জঙ্গিবাদ। যা আমরা ২০০১ সালে জোট সরকারের আমলে বাংলা ভাই, শায়াখ আঃ রহমান জঙ্গি নেতাদের নেতৃত্বে জঙ্গিবাদের উত্থান দেখতে পাই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার লড়াই করে যাচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খতিগ্রস্থ হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভিন্নমতাবলম্বী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্টি সম্প্রদায়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ দশমিক ৮,



১৯৬১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী দাঁড়ায় ১৮ দশমিক ৫ এবং গত ১৪ নভেম্বর ২০২১ প্রথম আলোতে প্রকাশিত বাংলাদেশ সহ (আইসিডিডিআরবি) তিনটি গবেষণা সংস্থার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায়, গত ৫০ বছরে মোট জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ কমেছে। এই সময়ে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার হার মোটামুটি একই আছে। স্বাধীন দেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে। তখন হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এর পর আরও চারটি আদমশুমারি হয়েছে।

সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা গেছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৮ দশমিক ৫ শতাংশ হিন্দু। প্রতিবেদনে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দুটি কারন উল্লেখ করেছে। প্রথমত হিন্দুরা নিগৃহীত হয়ে দেশ ছাড়ছে। দ্বিতীয়ত তাদের প্রজনন হার কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাত তার গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছেন, কোন মানুষ নিজের মাতৃভূমি, নিজের বাড়িঘর, ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য দেশে যেতে চান না। অত্যাচারের কারণে বাংলাদেশের হিন্দুরা দেশ ছাড়ছেন, তাদের সংখ্যা দ্রুত কমছে এবং তার মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। শত্রু সম্পত্তি আইনের কারণে অনেকে নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কোরআন অবমান-নার ঘটনার জের ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মন্দির ভাংচুর, বাড়িঘরে হামলা, আগুন দেওয়া, লুটতরাজ, হত্যা, নারী ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটছে।

এবারের দুর্গা পুজায় কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির পাড়ে পুজা মন্ডপে হনুমানের কোলে পবিত্র কোরআন রাখাকে ধর্মা অনুভূতিতে আঘাতের অজুহাত তুলে ধর্মান্ধগোষ্ঠি ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করে সারা দেশে স্বরণকালের সহিংস তান্ডব চালায়। মন্দিরে কোরআন রাখা অপরাধী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সরকার বার বার ঘোষণা দেওয়ার পরও পরবর্তী পাঁচ দিনে ভোলা, চট্টগ্রাম, ফেনী, বাঁশখালী, সাতক্ষীরা চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, নোয়াখালীর চৌমহনী, রংপুরের পীরগঞ্জ সহ দেশের বহু স্থানে ধর্মান্ধগোষ্ঠি শত শত মন্দির ভাংচুর, বাড়ি ঘর, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও অসংখ্য নারীর শ্লীলতাহানী ঘটায়। কাজেই ধর্মানুভূতি নয়, ধর্মীয় বিদ্বেষই এ সকল হামলার কারণ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও কলামিস্ট বদরুদ্দীন উমর বলেছেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ রয়ে গেছে।

প্রিয় পাঠক, আমরা ছাত্র/যুবা অবস্থায় প্রায়ই সহপাঠী বন্ধুরা মিলে রাত জেগে যাত্রা পালা বা সার্কাস দেখতাম। কখনো কখনোও নাটক বা পালাগান, জারিগানের আসর বসতো। আজ সময়ের পরিক্রমায় সেই সকল ব্রাত। গ্রাম বা মফস্বল এলাকায় এখন ছাত্র/যুবারা রাত জেগে হুযুরদের ওয়াজ মাফিল বা ইসলামী জলসার বয়ান শোনেন। জামায়াত বা হেফাজতি সমর্থিত অধিকাংশ হুজুরদের বয়ানের বেশীর ভাগ জুড়ে থাকে অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ, উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং হিন্দুদের দেব-দেবীদের নিয়ে চলে বাধাহীনভাবে কুৎসা, কুটক্তি। আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াত নেতা যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হুসেন সাঈদী-কে যাবতজীবন সাজা দিয়েছে। কিন্তু তার ওয়াজের বয়ানকৃত হাজার হাজার ক্যাসেট এখনও বাস, রেল স্টেশন, লঞ্চ বা ষ্টীমাওে বাজতে শোনা যায়। যার প্রায় গুলোই অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ানো। আর এভাবেই মাস, বছর, যুগ যুগ ধরে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে।

এবার ফিরে যাই পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা বিষয়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক আলোচনা সভায় হেফাজতে ইসলামের চাওয়া অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ে "সাম্প্রদায়িক পরিবর্তন" আনা হয়েছে মন্তব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসি অধ্যাপক অজয় রায় সরকারকে সতর্ক করেন। 'সংকটের আবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা' শিরোনামের আলোচনা সভায় বলেন, একদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, আপনাকেও বোরকা পরতে হবে, আপনাকেও হেজাব পরতে হবে। এই হেফাজতিরা আপনাকেও ছাড়বে না। বঙ্গবন্ধু কন্যা বলে রেহাই দেবে না। অধ্যাপক অজয় রায়ের বক্তব্য সত্য হওয়ার আগেই ঘটে যায় আরেক ঘটনা। গণজাগরণ মঞ্চের ব্লগার রাজীবকে হত্যার পর প্রধানমন্ত্রী কঠোর ভাষায় বলেছিলেন- 'হেফাজত-জামায়াতকে আর ছাড় দেওয়া যাবে না'। এর কয়েক মাস পরেই দেখা গেল হেফাজতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সখ্যতা। বুঝা গিয়েছিল সরকার হেফাজতকে কিছু সুবিধা দিয়ে পোষ মানিয়েছিল। আর এই সুযোগে হেফাজতও সাময়িকভাবে তার বিষাক্ত ফনা নামিয়ে কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি সহ ১৩ দফা দাবী আদায় করে নেয়। যা এতদিন এই ১৩ দফা জামায়াতেরই দাবী ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য হওয়ার বিষয় যার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে তারা 'জাতির জনক' হিসেবে আজও স্বীকার করে না। তারা শহীদ মিনার, একুশ উদযাপন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস মানে না। অনেক কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত পর্যন্ত গাওয়া হয় না। সেই দলের নেত্রী বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি জননেত্রী শেখ হাসিনা তাদের কাছ থেকে 'কওমি জননী'র খেতাব নিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যেতে হয়।

অনেকেই বলতে শোনা যায় তবে কি আওয়ামী লীগ বদলে যাচ্ছে? মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ জামায়াত-হেফাজতি ইসলামের চেতনা কি একাকার হয়ে গেছে? ৫০ বৎসর পর এমন বাংলাদেশ দেখব, তার জন্য ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়নি, ২ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দেয়নি। এই বাংলাদেশ এক অচেনা বাংলাদেশ। এই রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে না। শুধু তাই নয়, যে তুরস্ক ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ জন্মের বিরোধিতা করেছিল এবং রাষ্ট্র প্রধান এরদোগুয়ান যুদ্ধা-পরাধীদের বিচারে বিরোধিতা করেছিল, সেই ব্যক্তিকে ১৬ ডিসেম্বর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পরে ব্যপক সমালোচনার মুখে এরদোগুয়ানের নাম বাদ দিয়ে ভারতের রাষ্ট্র প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

হেফাজত তাদের কাজ হাসিলের পর ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে লেডি জাস্টিসিয়ার ভাস্কর্য সরাবার জন্য আবার যেই না তর্জন-গর্জন শুরু করেছে, সরকার সঙ্গে সঙ্গে এটি সবার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে নেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার বা আওয়ামী লীগের হেফাজতের প্রতি তাদের মোহভঙ্গ ঘটে যখন হেফাজত 'জাতির জনক'-এর অস্তিত্ব ধরে টান দেয়। গত বৎসর ১৩ নভেম্বর করোনাকালীন যাবতীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে ঢাকার গেন্ডারিয়ার ধুপখোলার মাঠে সমাবেশ করে হেফাজতের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মুহাম্মদ মামুনুল হক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ হলে তা বুড়িগঙ্গায় ছুড়ে ফেলার হুমকি দেন। তার পর থেকে ভাস্কর্য ইস্যুতে ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র ও চরমোনাই পীর সহ ধর্মান্ধ দলগুলো মাঠে নামে।

সবশেষে হেফেজতের আমীর জুনায়েদ বাবুনগরীর কড়া ভাস্কর্য বিরোধী অবস্থান ধর্মান্ধগোষ্ঠিকে উস্কে দেয়। তিনি চট্টগ্রামের হাট হাজারীর এক ওয়াজ মাহফিলে বলেন, কেউ যদি আমার আব্বার ভাস্কর্য স্থাপন করে, সর্বপ্রথম আমি আমার আব্বার ভাস্কর্য টেনে হিঁচড়ে ফেলে দেবো। জামায়াত-হেফাজত তথা ধর্মান্ধ দলগুলো বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধে সারাদেশে বেশ কিছু দিন লাগাতার বিক্ষোভ সমাবেশ করে। পরে প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের সকল রাজনৈতিক দল মাঠে নামে। তীব্র বিক্ষুব্ধ জনরোষে ধর্মান্ধ হেফাজতি-জামায়াতিরা চাপে পড়ে এবং ব্যাকফুটে চলে যায়। ৫০ বৎসর সুবর্ণজয়ন্তীর পূর্তিতে গণ মানুষের আকাংখা অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি সকল ধর্মান্ধ রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং আধু-নিক ও গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হউক। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি ৭৫-এর পূর্ববর্তী বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনতে পারবেন? জনগণ তারই অপেক্ষায়।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি জরুরি

(১১ পাতার পর)

এই যে মানুষের বন্দিত্ব ও উৎপাদিকা শক্তির আটকে যাওয়া, এটাই হবে পুঁজিবাদের পতনের প্রধান কারণ। আটকে থাকা, চাপা পড়া শক্তিগুলো সবেগে বিস্ফোরিত হতে চাইবে এবং সে সময় পুঁজিবাদের উৎখাত ঘটবে। এর চেয়ে বড় ঘটনাটি অবশ্য হবে বঞ্চিত মানুষের বিক্ষোভ ও সংগঠিত আন্দোলন। বঞ্চিতরা সংখ্যায় শতকরা ৯০ জন। এসব অনিবার্য। তবে এই অনিবার্যকে ত্বরান্বিত করা এবং তাকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করাটা নির্ভর করছে বামপন্থীদের সাংগঠনিক শক্তির ওপর। সেই শক্তির বিকাশ চাই সব দেশেই। এর জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে পারেন, যাচ্ছেন যে না এমনও নয়। কেউ হয়তো সার্বক্ষণিকভাবে করছেন, কেউ ততটা অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু সবার কাজেরই গুরুত্ব আছে। কিন্তু প্রয়োজন হবে সংগঠিত আন্দোলন, যার কোনো বিকল্প নেই।

পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রস্তুতিটা খুবই জরুরি। সমাজ পরিবর্তনকামীরা সেটা জানেন। ধ্রুপদি বামপন্থী নেতারা তাঁদের নিজেদের কালে সাংস্কৃতিকভাবে বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। সংস্কৃতির চর্চায় মাও জেদং একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্যটা ছিল আমলাতন্ত্রকে ভাঙা। আমলাতন্ত্র সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। বিপ্লবের পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে ধীরে ধীরে একটি আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছিল ওই আমলাতন্ত্রকে ভাঙার জন্যই। এই আমলাতন্ত্রই কিন্তু এখন সে দেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমলাতন্ত্র আসলে পুঁজিবাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। সে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যায় না, এটি ছিল মাও জেদংয়ের একটি মৌলিক উপলব্ধি। বিপ্লবকে তিনি অব্যাহত ও চলমান রাখার কথা বলেছিলেন। অনেকটা ঝাড়ু দিয়ে প্রতিদিন আঙিনার আবর্জনা সাফ করার মতো। মাও জেদংয়ের এই উপলব্ধিটা খুবই শিক্ষণীয়। মানুষ ক্ষমতায় গিয়ে আটকে যায়, আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ক্ষমতার স্বাদ পেলে অন্য সব কিছু ভুলে যায়। মাও জেদং ক্ষমতার বলয় থেকে বেরিয়ে গেছেন, ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে আক্রমণ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত বৈপ্লবিক পদ্ধতি কোনটি।

সমাজ পরিবর্তন না হওয়ার আরেকটি কারণ চিন্তার জগতে ঔপনিবেশিক চিন্তাকাঠামোর প্রভাব। এখানকার শিক্ষিত শ্রেণির বড় একটি অংশের মাথায় রাষ্ট্রসংক্রান্ত বুর্জোয়া ধ্যানধারণা শক্ত খুঁটি গেড়ে বসে আছে। তারা ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে জনগণের অভিভাবক মনে করে। তারা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকীকরণের কথা বলে, বলে না যে জনগণ শ্রেণিতে বিভক্ত এবং শ্রেণির প্রয়োজনগুলো চরিত্রগতভাবেই আলাদা। রাষ্ট্র মানেই তো বিশেষ একটি শ্রেণির মালিকানা, অন্য সব শ্রেণির মানুষের ওপর দমন-নিপীড়নের ব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক চিন্তাকাঠামো এটাকে বুঝতে দেয় না, সত্যগুলো আড়াল করে ফেলে, উদারনৈতিক ধ্যানধারণা মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা দ্রুত কমছে কেন?

বিবিসি: প্রেসিডেন্ট হবার পর জো বাইডেনের এখনো এক বছর পার হয়নি কিন্তু দিন দিন কমছে তার জনপ্রিয়তা। সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতে দেখা যায়, বাইডেনের ব্যাপারে আমেরিকান ভোটারদের সমর্থন বা এ্যাপরুভাল রেটিং গত কয়েক মাস ধরেই ৪০ শতাংশের কোঠায় ওঠানামা করছে। তারা মনে করছেন জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হবার পর তিনি সমাজে কোনো অর্থবহ পরিবর্তন আনতে পারেননি। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়ে অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে যে বাইডেন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন-তাকে নিয়ে কেন আমেরিকান ভোটাররা হতাশ?

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাজলি কিবরিয়া বলছিলেন, আফগানিস্তান থেকে বিশৃংখলভাবে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার থেকে শুরু করে করোনাভাইরাস মহামারি, তেল ও জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া-এরকম বেশ কয়েকটি কারণে লোকে জো বাইডেনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ছে। বাইডেন যেভাবে এসেছিল-একটা বিরাট আশা নিয়ে যে ট্রাম্প তো গেল- এখন আমরা অন্য ধরনের দেশ, পলিটিক্স, পলিসি দেখবো। কিন্তু ঠিক যেটা সবাই আশা করছিল-ওরকম হয়নি। এখনো কিছু হয়নি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির শেষ দিনগুলোয় কংগ্রেস ভবনে ট্রাম্প সমর্থকদের নজিরবিহীন আক্রমণের ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ ছিল উত্তাল।

এক দিকে করোনাভাইরাস মহামারিতে যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যস্ত, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিভেদ, অসাম্য, আর বর্ণবাদী উত্তেজনা, তার ওপর আমেরিকান গণতন্ত্রের একেবারে কেন্দ্রে এই আক্রমণ-সব মিলিয়ে এক চরম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে, অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে-প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জো বাইডেন। কিন্তু এখন তার সমর্থকরাই হতাশ যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভালো করতে পারছেন না। এমনকি ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে যারা প্রায় চিরকাল ভোট দিয়ে এসেছে- সেই কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনো, নারী এবং তরুণ জনগোষ্ঠী- তারাই বাইডেনের প্রেসিডেন্সি নিয়ে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, বাইডেনের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হচ্ছে না, অর্থবহ কোনো পরিবর্তন সমাজে আসেনি।

কেন এই হতাশা? ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতির অধ্যাপক আলি রীয়াজ বলছেন এর কারণ একাধিক।

তিনি বলছেন, 'চারটা প্রধান কারণ। তার মধ্যে প্রথম যেটা তা হলো সাম্প্রতিককালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বা গ্যাসের অর্থাৎ তেলের মূল্যবৃদ্ধি। সেটা একটা বড় বিষয়, দ্বিতীয় কারণ হলো কোভিডটা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসার কারণে সেটা নিয়ন্ত্রণ ঠিক যথাযথভাবে হচ্ছে না। তার একটা কারণ হচ্ছে রিপাবলিকান দলের অনেক কট্টরপন্থী সমর্থক সেভাবে টিকা নিচ্ছেন না। তিন নম্বর হচ্ছে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ, আর চতুর্থ হচ্ছে- দলের ভেতরে এক ধরনের অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সিনেটে দু'জন সদস্য- জো মানচিন এবং ক্রিসটেন সিনেমার ভুমিকা বড় বড় বাধা তৈরি করছে। ফলে নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না যা তার সমর্থকরা দেখতে পাচ্ছেন। ফলে এই সমস্ত বিষয় মিলে প্রত্যাশার চেয়ে কম প্রাপ্তি এ হতাশা তৈরি করেছে। তবে অন্য কেউ কেউ বলছেন ভিন্ন কথা। এরা মনে করেন বাইডেনের সমর্থকরা হতাশ- কারণ তারা আসলে বড় বেশি আশা করে ফেলেছিলেন।

টেক্সাসের এ এন্ড এম ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহনাজ মোমেনের মতে- অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন যে জো বাইডেন খুব বড় কোনো পরিবর্তন আনার জন্য প্রেসিডেন্ট হননি। আমাদের দেখতে হবে বাইডেন প্রার্থী হিসেবে কি প্রমিজ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- নাথিং উইল ফান্ডামেন্টালি চেঞ্জ। উনি কিন্ত এটা পালন করেছেন। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে থেকে তাকে প্রার্থী করা হয়েছিল কারণ তাকে মনে করা হয়েছিল সবচেয়ে ইলেকটেবল-এ জন্য নয় যে তিনি যা করতে চান সেটাই সবাই চায়। আর অর্থনীতির সমস্যার মূল কারণ যে অথনৈতিক বৈষম্য তা তো অনেকদিন ধরেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু কোভিডের কারণে বৈষম্য এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে, এত ট্যানজিবল হয়ে গেছে যে- আমি এ দেশে ২০ বছর ধরে আছি, কখনো এখানকার মিডিয়ায় অর্থনীতি নিয়ে এমন নেগেটিভ কথাবার্তা শুনিনি। কারণ সাধারণ মানুষের কষ্টটা এখন এমন পর্যায়ে যে, তা একেবারে অসহনীয় অবস্থা চলে গেছে।

ডেমোক্র্যাটদের যারা সনাতনী ভোটার- যেমন তরুণরা- তারা কী চেয়েছিলেন এবং কী হবার কথা ছিল- যা হয়নি? একটি উদাহরণ দিলেন মেহনাজ মোমেন।

'আমি আপনাকে একটা কংক্রিট উদাহরণ দেই। তরুণরা যাদের একটা বড় ইস্যু স্টুডেন্ট ডেট বা উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্ররা যে ঋণ নেয়। বাইডেন আসার পর ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল, বিল্ড ব্যাক বেটার-এসব উদ্যেগের মধ্যে প্রভিশন ছিল এই ঋণ মাফ করার। কিন্তু খুব কম পরিমাণ ঋণ মাফ করা হয়েছে। তা ছাড়া কিস্তি দেয়ায় যে সাময়িক বিরতি ছিল- তা আবার জানুয়ারী থেকে দিতে হবে। এ অবস্থায় তরুণ



ভোটারদের মনে হতেই পারে যে আমরা এত উৎসাহ নিয়ে ভোট দিলাম, একটা ডেমোক্র্যাটিক সরকার আনলাম, কিন্তু আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল- তা তো পূরণ হলো না।'

নাজলী কিবরিয়া বলছিলেন, প্রেসিডেন্ট তার সোশ্যাল রিফর্ম প্যাকেজ নিয়ে এগুতে পারছেন না। একটা কথা হচ্ছে যে এখনো তো কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের যে মেজরিটি আছে তা খুব কম। অনেক কিছু ওরা পাস করতে পারছে না। আর বাইডেন মনে হয় করোনাভাইরাস আর ইকনমি, ইনফ্লেশন- এগুলো নিয়ে এত ব্যস্ত যে তা বড় রকমের সোশ্যাল রিফর্ম যেগুলো করার কথা ছিল- ইমিগ্রেশন, সিভিল রাইটস এগুলো নিয়ে সে সেরকম কিছু করতে পারেনি।

বড় আকারের অবকাঠামো প্রকল্পগুলো যেগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে করা হয়েছিল- সেগুলোর একটি পাস হলেও অন্যটি এখনো কংগ্রেসে আটকে আছে। এর দায়ও এসে পড়েছে মি বাইডেনের ঘাড়ে- বলছিলেন মেহনাজ মোমেন। তিনি বলেন, 'এই একই জিনিস আমরা ওবামা আমলে দেখেছি। ওবামা যখন নির্বাচিত হন তখনো কংগ্রেসে, সিনেটে ডেমেক্র্যাটদের ভালো প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ওই সময়ও তারা কোন পলিসি পাস করতে পারেনি। যে বাধাগুলো আসছে- রিপাবলিকানদের দিক থেকে যতখানি আসছে তার চেয়ে দু'জন ডেমোক্র্যাট সদস্য জো মানকিন এবং ক্রিসটেন সিনেমা- তারা এ বাধাটা সৃষ্টি করছে। তারা সাংঘাতিক কনজারভেটিভ এবং তারা যা বলছে তার সাথেই সমঝোতা করে চলতে হচ্ছে। এটা তো প্রেসিডেন্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দু'জনেরই ব্যর্থতা। এরকম কেন হবে? সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থাতেই যদি তারা বলে যে আমরা পারছি না- তাহলে তাদেরকে আমরা কেন নির্বাচন করবো?'

একটা প্রত্যাশা ছিল যে এসব কর্মসূচি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ধারা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও- যুক্তরাষ্ট্রকে এক নতুন দিকনির্দেশনা দেবার ক্ষেত্রে বাইডেন খুব হুঁশিয়ার হয়ে এগুচ্ছেন।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ অবশ্য বলছেন, এ সতর্কতার দরকার আছে। কারণ নাটকীয় কোন পরিবর্তন আনতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

'পূর্ববর্তী চার বছরে ট্রাম্প প্রশাসনের নেয়া পদক্ষেপগুলো অকার্যকর করে দেয়ার প্রত্যাশা হয়তো ছিল- কিন্তু সেটার কতগুলো বাস্তব সমস্যাও আছে। মনে রাখতে হবে ট্রাম্পের সমর্থক আছে, সর্বোপরি রিপাবলিকান পার্টির একটা বড় অংশ এখনো ট্রাম্পকে সমর্থন করে। ফলে সতর্ক থাকাই স্বাভাবিক। কিছু কিছু বিষয় জাতীয় স্বার্থ এবং ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনাতেই বাইডেনকে অব্যাহত রাখতে হচ্ছে।

'যেমন ধরুন চীনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজেই দেখতে পাবেন যে ট্রাম্পের নীতিরই এক ধরনের কন্টিনিউইটি আছে। এগুলো আস্তে আস্তে পারিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন ইরানের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তিনি কঠোর অবস্থান নিয়েছেন রাশিয়ার ব্যাপারেও- যেটা আসলে ট্রাম্পের সমq নেয়া হয়নি। নেটোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। পুতিনের সাথে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার আলোচনা করেছেন বাইডেন। ইউক্রেন প্রশ্নে খুব স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্র একটা অবস্থান নিয়েছে-যেটা অতীতে ছিল না। এই পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

একই রকমের হতাশা তৈরি হয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসকে নিয়েও। শুধু সাধারণ আমেরিকানরাই নন, এমন কি তার স্টাফদেরও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন তার কাজ ও নেতৃত্বের স্টাইল নিয়ে।

'এটা নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছে। প্রথমে যখন বাইডেন-হ্যারিস এলো, সবাই মনে করেছিল যে কমালা হ্যারিসের খুব নাম দেখা যাবে। কিন্তু গত এক বছরে কোন পলিসিতে তার কোন লিডারশিপ-বা তার কোন প্রভাব-দেখা যাচ্ছে না।' -বলছেন নাজলী কিবরিয়া।

আলী রীয়াজ বলছেন, 'মনে রাখতে হবে কমালা হ্যারিস একজন নারী। এক ধরনের নারী-বিদ্বেষী মনোভাব, প্রচার- এ তো আছেই। কিন্তু প্রচারগুলো যেভাবে হয়, যে প্রেসিডেন্টের সাথে তার ভিন্নমত আছে ইত্যাদি, বা তিনি যথেষ্ট কাজ করছেন না- এগুলো আসলে অতিরঞ্জিত। আর অনেকে অনুমান করছেন যে দ্বিতীয় মেয়াদে বাইডেন হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না এবং কমলা হ্যারিস সম্ভবত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন। এসমস্ত অংক শুরু হয়েছে, এজন্য এসমস্ত প্রচার-প্রচারণা আছে।'

বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচনে জিতলেও ক্ষমতাসীন হবার পর সব প্রেসিডেন্টই কিছুটা জনপ্রিয়তা হারান- এটা আগেও অনেকবার দেখা গেছে। বাইডেনের ক্ষেত্রেও হয়তো তাই হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো- ২০২২ সালে হাউজ ও সিনেটের আসনগুলোর যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে- তার আগে বাইডেন তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবেন কিনা।

মেহনাজ মোমেন ও আলী রীয়াজ দু'জনেই বলছেন, এ ক্ষেত্রে মি. বাইডেনের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক মেহনাজ মোমেনের মতে, যত সময় যাচ্ছে ততই এটা কঠিন হয়ে পড়বে।

'এখন যদি হঠাৎ ইকনমি ভালো হয়ে গেল, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এসে গেল, আমরা আর কোভিড নিয়ে কথা বলছি না এরকম ধরনের একটা অবস্থা হলে হয়তো একটা টার্নঅ্যারাউন্ড হতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কোন আমূল পরিবর্তন না হলে আমার মনে হয় টার্নঅ্যারাউন্ড খুব কঠিন হবে।'

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলছেন, 'এখানে তিনটি বিষয় আছে। একটা হলো যে দলের প্রেসিডেন্ট থাকেন, সে দলের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল সাধারণতঃ ভালো হয় না। তা ছাড়া গত নির্বাচনের পর অন্তত কুড়িটি অঙ্গরাজ্যে ভোটারদের বিভিন্ন রকম সুযোগসুবিধা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে আইন পাস করা হয়েছে। এগুলোর ফলে বিপুল পরিমাণ ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। ফলে ভোট কমতে পারে। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ যেটা- সাধারণ মানুষের জীবনমানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন যেসব পদক্ষেপ মি. বাইডেন নেবার চেষ্টা করেছিলেন-সেগুলো রিপাবলিকান পার্টির কারণে এবং ডেমোক্র্যাটদের একটা ক্ষুদ্র অংশের কারণে, আটকে যাচ্ছে। এগুলো ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য চ্যালেঞ্জ, বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। তবে একটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে। এর পেছনে আবার একটা ইতিবাচক দিক আছে। সেটা কি? এমনকি মধ্যবর্তী নির্বাচনেও ট্রাম্পের ছায়া আমরা দেখতে পাবো। তিনি রাজনীতিতে আছেন, এবং প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত এরকম হয়ে দাঁড়াতে পারে যে- কংগ্রেসে রিপাবলিকান পার্টিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা মানে ট্রাম্পকে শক্তিশালী করা। আমরা কি ট্রাম্পকে শক্তিশালী করতে চাই? নাকি চাই না? এভাবে যদি প্রশ্নটা উত্থাপিত হয় এবং সেটা যদি ডেমেক্র্যাটরা কাজে লাগাতে পারে- তাহলে ডেমোক্র্যাটদের ভালো করার সুযোগ আছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে-বড় রকমের চ্যালেঞ্জ'- বলছেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

কংগ্রেস ও সিনেটের আসনগুলোর মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে ২০২২ সালের নভেম্বরে। অর্থাৎ এখন থেকে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে। বাইডেন সমর্থকরা বলছেন যে, করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে এলে এবং উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে তাদের প্রতি ভোটারদের এই হতাশা কেটে যাবে, এবং বাইডেনের জনপ্রিয়তাও বাড়বে।

এখন এটাই দেখার অপেক্ষা যে নতুন বছরে তা ঘটে কি না।

লং কভিড ও ওমিক্রনের অনিশ্চয়তা

রেসিয়া প্রিটোরিয়াস

কভিড-১৯ মহামারির এই সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতাগুলোর একটি হলো কভিডের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব তথা 'লং কভিড' নির্ণয় ও এর চিকিৎসায় আমাদের বিলম্বে সাড়া দেওয়া। এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ কোটি মানুষ লং কভিডে ভুগছে। এই বেদনাদায়ক সংখ্যাটি শেষ পর্যন্ত আরো অনেক বেশি হবে যদি আমরা বিদ্যমান অপর্যাপ্ত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা এবং ওমিক্রন ও কভিডের ভবিষ্যৎ ধরনগুলোর অনিশ্চয়তার বিষয়গুলো বিবেচনায় না নেই। কারণ আমরা এখনো জানি না সামনে আরো কী কী ঘটতে পারে।

লং কভিড রোগীরা অসংখ্য উপসর্গের কথা জানাচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান উপসর্গগুলো হলো দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি অনুভব করা, বোধশক্তি ঝাপসা হয়ে আসা (ব্রেন ফগ), পেশির দুর্বলতা, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা ও অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকা, ঘুমে বিঘ্ন ঘটা এবং উদ্বেগ বা হতাশা। কিছু লং কভিড রোগী এতটা অসুস্থ থাকে যে তারা কাজ করতে, এমনকি কয়েক কদম হাঁটতেও পারে না। কারো কারো বেলায় স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও রয়েছে। উদ্বেগের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো হালকা এবং কখনো কখনো লক্ষণবিহীন প্রারম্ভিক কভিড-১৯ সংক্রমণও মানুষের দুর্বল ও দীর্ঘমেয়াদি অক্ষমতার কারণ হতে পারে।

২০২০ সালের শুরু থেকে আমরা এবং অন্য গবেষকরা জানিয়ে আসছি যে তীব্র কভিড-১৯ সংক্রমণ শুধু ফুসফুসের রোগ নয়, বরং এটা আসলে ভাসকুলার (রক্তপ্রবাহ) ও কোয়াগুলেশন (রক্তের ঘনীভবন ও জমাট বাঁধা) পদ্ধতিটিকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমার ল্যাবে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, তীব্র কভিড-১৯ এবং লং কভিড উভয় রোগীর রক্তে তাৎপর্যপূর্ণ মাইক্রোক্লট ফরমেশন (সূক্ষ্ম জমাট প্রক্রিয়া) রয়েছে। যেভাবে সুস্থ শরীরে কোথাও কেটে গেলে রক্ত জমাট বাঁধে। এরপর শরীর কার্যকরভাবে ফাইব্রিনোলাইসিস নামের একটি প্রক্রিয়ায় জমাট বাঁধা রক্ত ভেঙে দেয়। ফাইব্রিনোলাইসিস হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ক্ষতিকর মাত্রার ব্লাড ক্লট (রক্তের জমাট বাঁধা) প্রতিরোধ করে।

লং কভিড রোগীদের রক্তে স্থায়ী হয়ে পড়া মাইক্রোক্লটগুলো শরীরের সহজাত ফাইব্রিনোলাইসিস প্রক্রিয়াকেই ঠেকিয়ে দেয়। গবেষণায় আমরা স্থায়ী মাইক্রোক্লটের মধ্যে আটকা পড়া উচ্চমাত্রার প্রচুর প্রদাহজনিত অণু (মলিকিউল) খুঁজে পেয়েছি। এর মধ্যে প্লাজমিনোজেন, ফাইব্রিনোজেন এবং ভন উইলিব্র্যান্ড ফ্যাক্টর (ভিডাব্লিউএফ) এবং আলফা-২ অ্যান্টি-প্লাজমিনের (মাইক্রোক্লটের ভাঙন প্রতিরোধী অণু) মতো জমাট বাঁধা প্রোটিনও রয়েছে।

স্থায়ী বা অব্যাহত মাইক্রোক্লট ও অতিক্রিয়াশীল প্লাটিলেটের উপস্থিতি রক্তের ঘনীভবন ও ভাসকুলার প্যাথলজিকে শরীরে স্থায়ী করে। এর ফলে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখার জন্য টিস্যুগুলো পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। এটাই 'সেলুলার হাইপোক্সিয়া' নামে পরিচিত। ব্যাপক মাত্রার হাইপোক্সিয়া অসংখ্য উপসর্গের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে।

এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে কেন লং কভিড রোগীরা চিকিৎসার বিকল্পগুলো পেতে তাদের নিকটতম ক্লিনিক বা স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের কাছে যেতে পারবে না? সমস্যা হচ্ছে, বর্তমানে এই রোগ নির্ণয়ের জন্য সাধারণ প্যাথলজি পরীক্ষা পাওয়ার সহজ সুযোগ নেই।

লং কভিডে মারাত্মক অসুস্থ রোগীদের বলা হয় যে তাদের প্যাথলজি পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যসম্মত সীমার মধ্যে রয়েছে। এরপর অনেককে বলা হয় যে তাদের উপসর্গগুলো সম্ভবত মনস্তাত্ত্বিক এবং তাদের মেডিটেশন বা ব্যায়ামের চেষ্টা করা উচিত। আসলে প্রচলিত ল্যাব টেস্টে কোনো প্রদাহজনক অণু ধরতে না পারার প্রধান কারণ হচ্ছে তারা ফাইব্রিনোলাইসিস-প্রতিরোধী মাইক্রোক্লটের ভেতরে আটকা পড়ে থাকে। যখন প্লাজমার দ্রবণীয় অংশের আণবিক উপাদান পরিমাপ করা হয়, তখন একমাত্র স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টিবডিসহ প্রদাহজনিত অণুগুলোই ধরা পড়ে না।

গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল এমন বার্তা দেয় যে অ্যান্টি-প্লাটিলেট ও অ্যান্টি-কোয়াগুলেশন (রক্তের ঘনীভবনবিরোধী) চিকিৎসাগুলো লং কভিড ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক ফল দেখিয়েছে। তবে এই চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে রক্তপাত হওয়ার মতো ঝুঁকি পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। এ ছাড়া মাইক্রোক্লট ও প্রদাহজনক অণুগুলো ডায়ালিসিস পদ্ধতির চিকিৎসায় ফিল্টার করা হয়, যা লং কভিড রোগীদের চিকিৎসায় ইতিবাচক ফলও থাকতে পারে।

লং কভিড রোগীদের অস্বাভাবিক রক্ত জমাট বাঁধা, হাইপোক্সিয়া ও ভাসকুলার বিঘ্নতার মধ্যে যোগসূত্রটি আরো ভালোভাবে বুঝতে এবং নিশ্চিত হতে আমাদের অবিলম্বে আরো গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় বিনিয়োগ করতে হবে। এমনকি লং কভিড ছাড়াও একই ধরনের লক্ষণ থাকা অনেক রোগী এ ধরনের গবেষণা থেকে উপকৃত হতে পারে।

লেখক: দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেলেনবাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্সের বিভাগীয় প্রধান ও বিশিষ্ট গবেষণা অধ্যাপক

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ানে (যুক্তরাজ্য) প্রকাশিত নিবন্ধের ভাষান্তর

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রসঙ্গ

ড. এম আবদুল আলীম

সম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। তাতে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে কোনো অর্থ ব্যয় করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি গবেষণা ওঠে গেছে? ইউজিসির প্রতিবেদন তো সে কথাই বলছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ এবং লক্ষ্যই তো হচ্ছে বহুমাত্রিক গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানসৃষ্টি এবং এর বিচিত্র শাখার পুষ্টিসাধন। কিন্তু তা হচ্ছে না কেন? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা লয় পাচ্ছে কেন? একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসূত্রে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শেয়ার করতেই এ লেখার অবতারণা।

বঙ্গদেশে প্রাচীন কাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলেও ইউরোপীয় ধ্যানধারণাপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে আধুনিক যুগে। পূর্ববঙ্গে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে, সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে তা ১০০ বছরে পদার্পণ করেছে। এরপর একে একে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান সরকার একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ এবং প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ যুগোপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবে কী হচ্ছে তা সবাই অবগত। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ না হওয়ার প্রধান কারণ শিক্ষা এবং গবেষণাসংশ্লিষ্ট অধ্যাপকরা উপাচার্য পদে নিযুক্ত না হওয়া। যাঁরা নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন বেশির ভাগই যুক্ত হয়ে পড়ছেন নানা অনিয়ম-দুর্নীতিতে। ইউজিসির তদন্তে সেসবের প্রমাণ মিলেছে। তদন্তে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পরও শাস্তির আওতায় না আসায় উপাচার্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠছেন; তাঁরা ধরেই নিয়েছেন তাঁদের কর্মকান্ড ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক দুর্নীতি চলছে লাগামহীনভাবে।

উপাচার্যদের অনেকে মনে করছেন, অধ্যাপনা জীবনে তাঁদের বড় প্রাপ্তি উপাচার্য পদ। তাই এ পদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করে তাঁরা নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকার মানুষকে পুনর্বাসন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেন। অযোগ্য, অদক্ষ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বারোটা বাজাচ্ছেন। এ কাজ করতে গিয়ে সেই সব উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গড়ে তুলেছেন দুষ্টচক্র। যোগদান করেই নানা নীতিবাক্য ছাড়লেও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় তাঁদের আসল চেহারা। উপাচার্যের পদ ব্যবহার করে কলমের মাধ্যমে 'ছিঁচকে চুরি থেকে দুর্ধর্ষ ডাকাতি' সবই করছেন তাঁরা।

সবচেয়ে বড় কথা, এসব কাজে তাঁরা এতটাই নির্লজ্জপনার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেজে উঠছে সর্বনাশের ঘণ্টাধ্বনি। যোগদান করেই শুরু হয় তাঁদের অপকর্ম। শতভাগ অনুগত লোকদের দিয়ে গঠন করেন সিন্ডিকেট এবং রিজেন্ট বোর্ড; নিয়োগসংক্রান্ত কাজেও যুক্ত করেন শতভাগ অনুগত ব্যক্তিদের। পরস্পর যোগসাজশে নিয়োগ পরীক্ষার নামে প্রহসন করে অযোগ্য-অদক্ষ লোকদের নিয়োগ দিয়ে অতিসংগোপনে গড়ে তুলছেন সম্পদের পাহাড়। আর্থিক লেনদেনের কোনো প্রমাণ না থাকলেও চাকরিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিবার এবং এলাকার লোকদের কাছে খোঁজ নিলেই জানা যায়, কেউ জমি বিক্রি করেছেন বা বন্ধক রেখেছেন, কেউ ধারকর্জ বা ঋণ গ্রহণ করে উপাচার্য এবং তাঁর অনুগত ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণ করেছেন। বিয়ে করে যৌতুক এনেও কেউ কেউ এসব অর্থের চাহিদা পূরণ করে থাকেন। কর্মচারী নিয়োগে ৫-১০ লাখ, কর্মকর্তা নিয়োগে ১০-১৫ লাখ এবং প্রভাষক নিয়োগে ১৫-২০ লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের কথা শোনা যায়। সম্প্রতি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং অধ্যাপকদের ফাঁস হওয়া ভিডিওতে দর-কষাকষির মতো নির্লজ্জপনার প্রমাণ দেখেছে দেশবাসী।

বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের তল্পিবাহকদের দাপটে গবেষণাসংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা নিজ বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোণঠাসা। গবেষণায় কোনো বরাদ্দ তো নেই-ই, সুস্থিরভাবে গবেষণা করারও নেই তেমন পরিবেশ। উপাচার্যরা সেই সব শিক্ষককে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেন এবং পরামর্শক মনোনীত করেন যাঁরা তোষামোদ, চাটুকারিতা, তেলবাজি এবং অনিয়মে পারদর্শী। কোনো নিয়ম-কানুন এবং আইনের তোয়াক্কা না করে ডিন, চেয়ারম্যান এমনকি প্রভোস্ট, ছাত্র উপদেষ্টা এবং প্রশাসক পদে নিয়োগ দেন। সিনিয়রদের ডিঙিয়ে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষকও পান বড় বড় দায়িত্ব; সবই উপাচার্যের ক্ষমতা। একাডেমিক এবং গবেষণার কাজ বাদ দিয়ে উপাচার্যের আশীর্বাদপুষ্ট সেসব শিক্ষক উপাচার্যের নানা ফাইফরমাশ খাটেন এবং ক্ষমতার দম্ভে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। অনেকে ক্লাস পরীক্ষার দায়িত্ব পালন দূরে থাক, বিভাগীয় সভাপতির ফোনও রিসিভ করেন না! তল্পিবাহকদের সঙ্গে নিয়ে উপাচার্য যখন ক্যাম্পাসে মহড়া দেন, মনে হয় মধ্যযুগীয় কোনো রাজা-মহারাজা পুনর্বার ধরাধামে আবির্ভূত হলেন!

বেশির ভাগ উপাচার্য ব্যস্ত থাকেন নিয়োগ, কেনাকাটা, নির্মাণকাজ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ তদারকিতে। এটা করতে গিয়ে একাডেমিক এবং গবেষণার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারেন না। কিভাবে গবেষণায় বরাদ্দ বাড়ানো যায়, গবেষণাসংশ্লিষ্টদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, এসব নিয়ে উপাচার্যদের ভাবার সময় কোথায়? এতে তো তাঁর পরিবার এবং নিজের কোনো স্বার্থ নেই। একজন উপাচার্যের নিজের যেমন গবেষণায় যুক্ত থাকার কথা, তেমনি দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনও জরুরি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটা চোখেই পড়ে না। ফলে সরকারি যে বরাদ্দটুকু গবেষণা খাতে আসে তা-ও ব্যয় করার সময় তাঁরা পান না।

উপাচার্যদের অনেকে মনে করছেন, অধ্যাপনা জীবনে তাঁদের বড় প্রাপ্তি উপাচার্য পদ। তাই এ পদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করে তাঁরা নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকার মানুষকে পুনর্বাসন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেন।

কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণার উপযোগী করতে হলে প্রথমে দরকার গবেষণাসংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া। একই সঙ্গে অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত উপাচার্যদের কর্মকান্ড যথাযথ তদন্ত করা। প্রমাণ সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কঠোর নজরদারি করতে হবে। রিজেন্ট বোর্ড এবং সিন্ডিকেটে যেসব রাজনীতিবিদ থাকেন তাঁদের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ এবং আর্থিক কর্মকান্ডে অযাচিত হস্তক্ষেপ না করা। একই কাজ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিদেরও করতে হবে। যোগ্য, দক্ষ এবং গবেষণাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পান সে ব্যাপারে সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে।

উপাচার্যদের ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় তথা রাষ্ট্রের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করতে হবে। জ্ঞানসৃষ্টি এবং জ্ঞানের নিত্যনতুন দিগন্ত উন্মোচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নিজেকে গবেষণায় নিযুক্ত থাকতে হবে এবং গবেষণাসংশ্লিষ্টদের কাজে সহযোগিতা করতে হবে। গবেষণা খাতে সরকারি বরাদ্দের অর্থ যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে গবেষকদের প্রদান করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সেল গঠন করে আলাদাভাবে গবেষণা কার্যক্রম তদারক করতে হবে। গবেষণার উপযোগী অত্যাধুনিক গবেষণাগার স্থাপন, বইপুস্তক এবং পত্রপত্রিকা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশি-বিদেশি গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে সেমিনার আয়োজন এবং গবেষণার ফলাফল প্রকাশের উপযোগী জার্নাল প্রকাশ করতে হবে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে কোনো অর্থ ব্যয় করেনি, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহির আওতায় এনে তিরস্কার করা দরকার। ভবিষ্যতে যাতে তাঁরা এমন কাজ আর না করেন সে বিষয়েও পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। অন্যদিকে যেসব উপাচার্য গবেষণার বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন তাঁদের পুরস্কৃত করতে হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এই তিরস্কার এবং পুরস্কার প্রদানের কাজটি করতে হবে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকে ডিগ্রি অর্জন করেই শিক্ষার্থীরা দেশসেবায় নিযুক্ত হয়। তাঁদের যোগ্য, দক্ষ এবং গবেষণামনস্ক করে গড়ে তুলতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা কেন লয় হচ্ছে, তা যথাযথভাবে অনুসন্ধান করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

লেখক : গবেষক-প্রাবন্ধিক; শিক্ষক, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

Property Description Sheet

উডসাইডে থ্রী ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রি হবে

HOUSE FOR SALE IN WOODSIDE

Detached

37-11 59th St, Woodside, N Y 11377.

Price	$1.950 Million
Type	3 Family
Construction	Brick
Lot Size	2614 SQFT
Bldg Size	3080 SQFT
Heat	Gas
Garage	2 Car Parking.



Great Location! Great Location! Great Location!
Beautiful Legal 3 family new fully renovated house.
15 Minutes to Manhattan & Walking distance
to train station and LIRR.

1st Floor	3Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom, 2 Entrance.
2nd Floor	3Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom.
3rd Floor	4Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom.

Contact the Owner

(718) 600-6058 / (934) 216-2890

জেনে শুনে বিষ করেছি পান?

প্রফেসর কর্নেল (অবঃ) ডাঃ জেহাদ খান

আপনি কি পান খান? উত্তর : না, আমি পানাহারে অভ্যস্ত নই। ব্যাকরণের ভাষায় উত্তরটি সঠিক, কিন্তু ভাবের দিক থেকে অর্থহীন। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানও অনেক সময় যেন অর্থহীন হয়ে যায় যদি ভূরিভোজনের পর সেখানে পান সুপারির আয়োজন না থাকে।

পান সুপারির ব্যবহার প্রায় চার হাজার বছরের। পৃথিবীর কয়েকটি শহর সুপারির নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- ভারতের গুয়াহাটি, মালয়েশিয়ার পেনাং প্রভৃতি। পূর্ব আফ্রিকা, ভারত উপমহাদেশ থেকে শুরু করে তাইওয়ান পর্যন্ত প্রায় ৬০ কোটি লোক পান সুপারি খেয়ে থাকেন। ভারত, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ সুপারি উৎপাদনকারী দেশ। পান সুপারি খেলে শরীর কিছুটা গরম হয়, কর্মদক্ষতা ও মনের সতর্কতা বৃদ্ধি পায়। যেমন- একজন ড্রাইভার গাড়ি চালানোর সময় ঘুম পেলে গাড়ি থামিয়ে একটি পান খেয়ে নেন, তাতে তার ঘুম চলে যায়।

পান সুপারি ও রকমারি জর্দার গুণাগুণ নিয়ে কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নানা রকম প্রচারণা করে থাকে। এমনকি কোনো কোনো প্রখ্যাত আলেমও এগুলোর মধ্যে অনেক উপকারিতা খুঁজে পেয়েছেন (বেহেশতি জেওর, নবম খন্ড)। হিন্দু ধর্মের ও বৌদ্ধ ধর্মের কোনো কোনো শাখার কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পান সুপারির ব্যবহার অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। পান সুপারি সহজলভ্য ও সস্তা। এর ব্যবহারও ব্যাপক। কোনো বৃদ্ধ লোকের দাঁত নড়বড়ে হলে বা না থাকলে পান সুপারিকে হামান দিস্তা দিয়ে গুঁড়ো করে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবুও পান তার খাওয়া চাই। আমার এক আত্মীয়া প্রায় প্রতি ঘণ্টায় পান খান। এক দিন হঠাৎ পান ফুরিয়ে গেলে রাত ১১টায় প্রতিবেশিনীর বাসায় গিয়ে হাজির 'পান ভিক্ষার' জন্য। তিনি তো রীতিমতো অবাক। কোনো দিন তার এই প্রতিবেশিনী কোনো কিছু চাইতে আসেননি। পানের জন্য এত রাতে হাজির! অর্থাৎ পান সুপারি নির্ভরশীলতা তৈরি করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে না খেলে প্রত্যাহারজনিত সমস্যা (Withdrawl Syndrome) বা নানা রকম শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। আমার এক বন্ধু ঘুম থেকে উঠে পান না খেলে প্রাতক্রিয়া করতে পারেন না। আরেকজন রোগী পান ফুরিয়ে গেলে মাঝ রাতে পানের দোকানদারকে বাধ্য করেন দোকান খুলতে। কয়েকজন রোগীর সাথে আলাপচারিতায় জানা যায়, তারা সিগারেট ছাড়তে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু পানের নেশা ছাড়তে পারেননি।

পান সুপারির উপকারিতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক কোনো গবেষণা হয়নি। এর অপকারিতার ওপর অনেক গবেষণা হয়েছে। পানের সাথে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে সুপারি, চুন, খয়ের, জর্দা, লবঙ্গ প্রভৃতি। এসব উপাদানের বেশির ভাগই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।

সুপারি : এতে অ্যারেকোলিন (Arecoline), অ্যারেকাইডিন (Arecaidine), গাভাকাইনসহ (Gavacaine) বেশ কিছু ক্ষারজাতীয় পদার্থ রয়েছে, যা রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করে। সুপারিতে অ্যাডরেনালিন আছে। ফলে নিয়মিত ও অতিরিক্ত সুপারি ব্যবহার করলে উচ্চ রক্তচাপ, বুক ধড়ফড় করা, ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়া, হাঁপানি বৃদ্ধি পাওয়া এবং হৃদরোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আসলে সুপারি প্রতিটি অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। লিভার ইনজুরি, কিডনি রোগ, বিপিএইচ, ইনফার্টিলিটি, হাইপারলিপিডোমিয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, মানসিক রোগ বৃদ্ধি পাওয়া, দাঁতের মাড়ি ক্ষয় ও দাঁত পড়ে যাওয়া ইত্যাদির সাথে সুপারি জড়িত। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে অকালে সন্তান প্রসব (Preterm birth), শিশুর ওজন ও উচ্চতা কম হতে পারে। সুপারির সাথে মেটাবলিক সিন্ড্রোম ও Obesity বা স্থূলতা জড়িত। সুপারির সাথে ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিকে কারসিনোজেন (ক্যান্সারের উপাদান) হিসেবে উল্লেখ করেছে। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা (ওঅজঈ) সুপারিকে ১৯৮৫ সাল থেকে 'কারসিনোজেন' হিসেবে গণ্য করে আসছে। ২০০৯ সালে ৩০ জন বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা সংস্থায় নিশ্চিত করেছেন, সুপারিতে ক্যান্সার জীবাণু রয়েছে। পৃথিবীর যেসব এলাকায় সুপারি ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে মুখের ও খাদ্যনালীর ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলে এক লাখ লোকের মধ্যে ২০ জনের এবং সব ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের শুধু মুখের ও খাদ্যনালীর ক্যান্সার হয়ে থাকে। আমারই পরিচিত তিনজন আলেম ছিলেন যারা প্রচুর পান-সুপারি খেতেন এবং তারা মুখের ও খাদ্যনালীর ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি (CDC) নির্ভরযোগ্য, গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে ক্যান্সার। সিডিসির তথ্য অনুযায়ী, সুপারির সাথে Oral submucous fibrosis, মুখের ক্যান্সার, নেশা (Addiction), প্রজনন সমস্যা প্রভৃতি জড়িত। যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এফডিএ (FDA), সুপারিকে বিষাক্ত গাছের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সুপারিকে চিবানো বা খাওয়ার জন্য নিরাপদ মনে করে না। চুনঃ মানে, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড পান সুপারির সাথে অল্প পরিমাণ ব্যবহার করা হয়। এতে মুখগহ্বরের পিএইচ (চয) ১২.৫ এর উপরে উঠে যায়, ফলে সুপারির আগে উল্লিখিত ক্ষারজাতীয় পদার্থগুলো জিহ্বার নিচে দিয়ে সরাসরি রক্তে প্রবেশ করে। চুন মুখে কেমিক্যাল বার্ন বা ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। ঘন ঘন পান খাওয়ার সাথে অতিরিক্ত চুন সেবনে হাইপারক্যালসেমিয়া, মেটাবলিক অ্যালকালসিস, মিল্ক অ্যালকালি সিন্ড্রোম, কিডনি ইনজুরি এবং কিডনিতে পাথর হতে পারে।

পানঃ এর মধ্যে ইউজেনল (Eugenol) রয়েছে, যা রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করতে পারে। পানের মধ্যে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, রেচক প্রভৃতি থাকতে পারে। তবে 'বিষাক্ত গাছের ফল' (সুপারি) খেলে পানির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা ভিটামিন সি কিইবা উপকার করবে? উপরের আলোচনা থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, সহজলভ্য ও সস্তা পান সুপারি আমাদের জন্য ব্যয়বহুল ক্যান্সার রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

জর্দা: পান-সুপারি ও চুনের সাথে জর্দার সংযোজন সাম্প্রতিক সময়ের; আমেরিকা মহাদেশ থেকে তামাক আমদানির পর থেকে। জর্দা এই তামাক পাতা থেকে তৈরি করা হয়। তামাকে ২৮টি কার্সিনোজেন (ক্যান্সারের উপাদান) রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ তামাক সেবন করেন। এর মধ্যে প্রায় ১১ শতাংশ ধোঁয়াযুক্ত তামাক (সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতি) সেবন করে থাকে এবং প্রায় ২২ শতাংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক (SLT) যেমন জর্দা, গুল প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকে। এতে ধোঁয়াযুক্ত তামাকের চেয়ে নিকোটিনের পরিমাণ তিন-চার গুণ বেশি। কাজেই জর্দার ক্ষতি সিগারেটের চেয়েও বেশি হতে বাধ্য। ল্যাবরেটরিতে প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নিকোটিন প্রায় প্রতিটি অঙ্গে ক্যান্সার করতে পারে। খয়ের: এর মধ্যে ১২ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে। খয়েরের অত্যধিক ব্যবহার লিভার ইনজুরি করতে পারে এবং এতে শরীরের রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

পান: এর মধ্যে ইউজেনল (Eugenol) রয়েছে, যা রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করতে পারে। পানের মধ্যে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, রেচক প্রভৃতি থাকতে পারে। তবে 'বিষাক্ত গাছের ফল' (সুপারি) খেলে পানির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বা ভিটামিন সি কিইবা উপকার করবে? উপরের আলোচনা থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, সহজলভ্য ও সস্তা পান সুপারি আমাদের জন্য ব্যয়বহুল ক্যান্সার রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতো পান সুপারিও নির্ভরশীলতা (Dependency) এবং প্রত্যাহার উপসর্গ (Withdrawl Syndrome) তৈরি করে। পৃথিবীতে নিকোটিন (বিড়ি, সিগারেট), মদ, ক্যাফেইনের (কফি) পর পান সুপারি হচ্ছে চতুর্থ বহুল ব্যবহৃত নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু। অথচ জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হওয়ার পরও পান সুপারি বা পান মাসালা হচ্ছে অবহেলিত একটি আলোচ্য বিষয়। এই উপমহাদেশের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে এ ব্যাপারে সরব হচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়াতে সুপারির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং পান খাওয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। থাইল্যান্ডে শিক্ষিতদের মধ্যে পান সুপারির ব্যবহার অনেক কমে যাচ্ছে। তাইওয়ান বছরে এক দিন 'সুপারি প্রতিরোধ দিবস' পালন করে থাকে এবং সরকারিভাবে কৃষকদের সুপারি উৎপাদন না করার জন্য নানা রকম প্রণোদনা দিচ্ছে। আমাদেরও সময় এসেছে এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করার।

লেখক: মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

জ্বালানি : সাগরে গ্যাসের 'বিশাল মজুদ' এবং ছোট একটি প্রশ্ন

সবুজ ইউনুস

সমকালের বিশেষ প্রতিনিধি রাশেদ মেহেদী ৫ জানুয়ারী বুধবার দুপুরের দিকে হন্তদন্ত হয়ে আমার কক্ষে এসে বলল, 'সবুজ ভাই, বিশাল বড় খবর।' জানতে চাইলাম, কী সেই খবর। 'সাগরে গ্যাসের বিশাল মজুদ পাওয়া গেছে।' মেহেদীর উত্তর শুনে মনে হলো, বাংলাদেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে।

টিভিতে চোখ রাখলাম। স্ক্রলে যাচ্ছে- সাগরে মিথেন গ্যাসের বিশাল মজুদ আবিস্কার। এ খবর শুনে কিছুটা অবাক হওয়ার পালা। কারণ দীর্ঘকাল এই তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ খাত নিয়ে রিপোর্টিং করেছি। এই খাতে কোথায় কী হচ্ছে টুকটাক খবর রাখার চেষ্টা করি এখনও। বঙ্গোপসাগরে বেশ কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কাজ করছে। তাদের কাছ থেকে এখনও কোনো বড় সুসংবাদ আসেনি। কিন্তু আকস্মিক বিশাল গ্যাসের মজুদ আবিস্কার হলো কীভাবে! রাশেদ মেহেদীর কাছে ফের জানতে চাইলাম, এই খবর কে দিলেন। উত্তর, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সংবাদ সম্মেলন করে এ খবর দিয়েছেন। সাগরে মিথেন গ্যাস পাওয়া গেছে। যার পরিমাণ ১৭ থেকে ১০৩ টিসিএফ গ্যাসের সমপরিমাণ।

বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২০১১ সালে জাতিসংঘে মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণবিষয়ক কমিশনে বাংলাদেশের পেশ করা মহীসোপানের দাবি সংবলিত প্রতিবেদন তৈরির আগে সরকার ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বঙ্গোপসাগরে ফ্রান্সের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিন হাজার ৫০০ লাইন কিলোমিটার এবং ২০১০ সালে নেদারল্যান্ডসের একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রায় তিন হাজার লাইন কিলোমিটার সিসমিক ও ব্যাথিম্যাট্রিক জরিপ সম্পন্ন করে। এ দুটি জরিপে ৩৫০ নটিক্যাল মাইলের ভেতরে মহীসোপানে ছয় হাজার ৫০০ লাইন কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্র অঞ্চলে থাকা সম্পদের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, যা বাপেক্স, পেট্রোবাংলা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমুদ্রসীমা অনুবিভাগে সংরক্ষিত। এসব জরিপের তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করেই একটি 'ডেস্কটপ স্টাডি' পরিচালনা করা হয়। এই ডেস্কটপ স্টাডি গ্রুপ গঠনের পর যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটনে অবস্থিত ন্যাশনাল ওশেনোগ্রাফি সেন্টারসহ পেট্রোবাংলা, বাপেক্স এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের তিন বছরের যৌথ প্রচেষ্টায় ডেস্কটপ স্টাডির কাজ শেষ হয়। সফলভাবে শেষ হওয়া এই ডেস্কটপ স্টাডি থেকেই বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় সমুদ্রের তলদেশে গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

জানিয়ে রাখি, আমরা বাসাবাড়ি, কলকারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি। এই প্রাকৃতিক গ্যাস আর গ্যাস হাইড্রেট পুরোপুরি এক জিনিস নয়। এই গ্যাস বিশ্বের বহু দেশেই হাজার হাজার টিসিএফ মজুদ আছে। সহজলভ্য প্রযুক্তির অভাবে কেউ তুলতে পারছে না। ফলে এটা নিয়ে এখনই এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কতটা সমীচীন- প্রশ্ন আছে।



টিভিতে চোখ রাখলাম। স্ক্রলে যাচ্ছে- সাগরে মিথেন গ্যাসের বিশাল মজুদ আবিস্কার। এ খবর শুনে কিছুটা অবাক হওয়ার পালা। কারণ দীর্ঘকাল এই তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ খাত নিয়ে রিপোর্টিং করেছি। এই খাতে কোথায় কী হচ্ছে টুকটাক খবর রাখার চেষ্টা করি এখনও। বঙ্গোপসাগরে বেশ কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কাজ করছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনের পর জ্বালানি-বিষয়ক একজন সাংবাদিক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, মিথেন গ্যাস হাইড্রেট দুনিয়াতে এখনও কেউ সফলভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। তার চেয়ে বড় বিষয় হলো, সাগরের গভীরে এই বিপুল পরিমাণ মিথেন গ্যাস হাইড্রেট তোলা কি সম্ভব? আমি তোলার আগে বলব, এটা তুললে কী হতে পারে? গবেষণা বলছে, এটি যদি তোলা হয়, তাহলে বিপুল পরিমাণ মিথেন ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা ভয়াবহ হবে।

এই গ্যাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা এ রকম। এটাকে বলে, গ্যাস হাইড্রেট বা মিথেন হাইড্রেট। ৪ অনু মিথেন এবং ২৩ অনু পানির সংমিশ্রণ এই হাইড্রেট। এটি মূলত উচ্চচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় গঠিত জমাট বরফের মধ্যে স্তূপ আকারে থাকে। বালুর ভেতরে ছড়ানো স্ফটিক আকারে কিংবা কাদার তলানিতে ক্ষুদ্র পিন্ড, শিট বা রেখা আকারে বিদ্যমান থাকে। এই গ্যাস হাইড্রেট থেকে মিথেন গ্যাস পাওয়া সম্ভব, যা ব্যবহারযোগ্য।

সাধারণত সাগরের পানির নিচে নির্দিষ্ট গভীরতা এবং চাপে জমাট আকারে এটি অবস্থান করে। সাগরের অগভীর ও গভীর উভয় অঞ্চলে এটা থাকতে পারে। মেরু অঞ্চলের বরফের নিচে বিশাল এলাকায় মিথেন হাইড্রেটের মজুদ রয়েছে। যা হাজার হাজার টিসিএফ গ্যাসের সমপরিমাণ। সাগরের গভীর থেকে এই মিথেন হাইড্রেটকে তোলার মতো সহজলভ্য প্রযুক্তি আবিস্কারে বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। তবে এটাকে 'ভবিষ্যতের সুখবর' আখ্যা দেওয়া যায়। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন দ্রুতগতিতে হচ্ছে। আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে সাগরের গভীর থেকে এই গ্যাস হাইড্রেট তোলার সহজলভ্য প্রযুক্তি আবিস্কার হবে। বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা থেকে এই সম্পদ তুলতে সক্ষম হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (সমুদ্রসীমা) মোহাম্মদ খুরশেদ আলমও ওই সংবাদ সম্মেলনে এ রকম আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, এ বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি ও মজুদের সম্ভাবনা আগামী শতকে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীতে বর্তমানে আবিস্কৃত মোট জীবাশ্ম জ্বালানির চেয়েও এই গ্যাস হাইড্রেটের পরিমাণ বহু গুণ বেশি। তাপ ও চাপ পরিবর্তন করলে এক ঘনমিটার গ্যাস হাইড্রেট থেকে ১৬০ ঘনমিটার মিথেন গ্যাস পাওয়া যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, ভারত, কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশ সম্ভাবনাময় গ্যাস হাইড্রেট নিয়ে নানামুখী গবেষণা চলছে। জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ভূতাত্ত্বিক অধ্যাপক বদরুল ইমাম বলেন, মিথেন হাইড্রেট পাওয়া কোনো বড় ঘটনা নয়। এটি সাগর-মহাসাগরের তলদেশে পাওয়া যায়। ভারতেও প্রচুর মিথেন হাইড্রেটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গ্যাস হাইড্রেট উত্তোলনের প্রযুক্তি এখনও সহজলভ্য নয়।

সাগরে মিথেন গ্যাসের 'বিশাল মজুদ' নিয়ে আমার ছোট প্রশ্নটি হচ্ছে- এই ঘোষণা দেওয়ার আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি এর কারিগরি পূর্বাপর ভেবে দেখেছিলেন? এমন গ্যাস যদি তোলাই না যায়, যদি তুলেও কাজে না আসে, তাহলে এমন ঘোষণা লইয়া আমরা কী করিব? মিথেন গ্যাস তুলে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রশ্নটি না হয় উহ্যই রইল।

লেখক: সহযোগী সম্পাদক, দৈনিক সমকাল

ফিরে দেখা-২০২১

মেগা প্রকল্পের কাজে গতি ছিল করোনাকালেও

হাসান হামিদ: ২০২১ সালের একেবারে শেষ মুহূর্তে উপস্থিত আমরা। করোনাকালীন এই সময়ে কেমন ছিল আমাদের বাংলাদেশ? ভয়, অস্থিরতা আর অসংখ্য সমস্যার মাঝেও সামনের দিকে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে দেশ। এ বছর নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ছিল এমন পরিস্থিতিতে সরকারের মেগা প্রকল্পগুলোর কাজ চালিয়ে নেওয়া। আর এসব কাজে গতি ছিল বলেই ২০২২ সালে বড় কয়েকটি প্রকল্প জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য চালু করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। এর মধ্যে সবার আগে চালু হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সম্ভবত, ২০২২ সালের জুনের মধ্যেই পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে। আর ঢাকায় মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে দিয়াবাড়ী অংশে যাত্রী পরিবহন, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল খুলে দেওয়া, ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েও চালু হবে ২০২২ সালে। মেগা প্রকল্পের কাজে গতি ছিল বিদায়ী ২০২১ বছরজুড়েই।

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ বলছে, বর্তমান সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে বহুল আলোচিত পদ্মা সেতুর কাজ ৯৪ দশমিক ২৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। আর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সার্বিক অগ্রগতি ৩৭ দশমিক ২৯ শতাংশ, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি ৪৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি ৬৮ দশমিক ৮৫ শতাংশের মতো।

করোনার কারণে মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজের গতি কিছুটা কমে গিয়েছিল। এখন পুরোদমে চলছে এর কাজ। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে মেট্রোরেলের আনুষ্ঠানিক ট্রায়াল। এ ছাড়া এই প্রকল্পে ২৭ কিলোমিটার রেল ট্র্যাকের কাজ দৃশ্যমান হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম অংশ উত্তরার দিয়াবাড়ী থেকে মিরপুর (আগারগাঁও) অংশের অগ্রগতি ৮৭ দশমিক ৮০ শতাংশ এবং আগারগাঁও থেকে মতিঝিলের অগ্রগতি ৬৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। জাপানের সহায়তায় ২০১২ সালের জুলাই মাসে মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রায় ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকার প্রকল্পে জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা জাইকা ঋণ দিচ্ছে ১৬ হাজার ৫৯৪ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। অবশ্য এই মেগা প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আইএমইডি সন্তুষ্ট নয়। আইএমইডি বলেছে, জাতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশাল এ প্রকল্পে যে ধরনের গতি থাকা প্রয়োজন কার্যত তা নেই। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে বাস্তবসম্মত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা করার সুপারিশ করেছে আইএমইডি। অবশ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, মেট্রো রেল চালু হতে পারে ২০২৩ সালের জুনের পর। এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত। এটি চালু হলে রাজধানীর ওপর যানবাহনের চাপ কমবে। এতে কমবে যানজট। ঢাকার যানজট নিরসনে এখন মেট্রোরেল ছাড়া আর বিকল্প নেই। তাই যত দ্রুত চালু হবে, ততই মানুষ উপকৃত হবে।

সূত্র বলছে, পদ্মা সেতুর মূল অংশের ২ হাজার ৯১৭টি রোডওয়ে স্লাবের সব কটি স্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে। ফলে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে এই সেতু। এখন পিচঢালাই হয়ে গেলেই ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সেতুর সড়কপথ যান চলাচলের উপযোগী হয়ে যাবে। করোনার কারণে মাঝখানে কাজের গতি কমলেও বর্তমানে পুরোদমে কাজ চলছে। প্রায় ২০ বছর আগে ২০০১ সালে মাওয়া পুরান ফেরিঘাটে মাছবাজার-সংলগ্ন এলাকায় এ সেতুর ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর সরকার বদল হলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সালে আবার তোড়জোড় শুরু হয় পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের গতি। তখন দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে বন্ধ



থাকে এ সেতুর নির্মাণকাজ। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পদ্মা সেতুর মূল নির্মাণকাজ শুরু হয়।

২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটিতে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় সেতুর অবকাঠামো। এরপর একে একে ৪২টি পিলারে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যর ৪১টি স্প্যান বসিয়ে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়েছিল ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর। ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যেই এ সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা রয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম টানেলের নামকরণ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল'। এই টানেল নির্মাণের কাজ চলছে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে। করোনা মহামারির কারণে এর কাজও থেমে নেই। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হতে পারে। এখন পর্যন্ত এ প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্টরা জানান, বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্পটি বাংলাদেশ ও চীন সরকারের (জি টু জি) যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১০ হাজার ৩৭৪ কোটি ৪২ লাখ টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে ৪ হাজার ৪৬১ কোটি ২৩ লাখ আর চীন সরকারের ঋণ ৫ হাজার ৯১৩ কোটি ১৯ লাখ টাকা। মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৩১৫ কিলোমিটার। এর মধ্যে টানেলের প্রতিটি টিউবের দৈর্ঘ্য ২ দশমিক ৪৫ কিলোমিটার এবং ব্যাস ১০ দশমিক ৮০ মিটার। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে স্বপ্নের টানেল নির্মাণ হলে বদলে যাবে চট্টগ্রামের চিত্র। আমূল পরিবর্তন আসবে অর্থনৈতিক আঙিনায়। প্রতিষ্ঠিত হবে বহুমুখী যোগাযোগব্যবস্থা।

দোহাজারী থেকে কক্সবাজার ও রামু থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে পুরোদমে। এই প্রকল্পটি চালু হলে কক্সবাজারের সঙ্গে রেলযোগাযোগ বাড়বে। প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন, ২০২২ সালের জুনে না হলেও ডিসেম্বরের মধ্যেই রেলপথটি রেল চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে করিডোরের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযোগ স্থাপন হবে।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। প্রায় ত্রিশটিরও বেশি দেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক প্রযুক্তির আর্থিক, কারিগরি ও পরিবেশগত সুবিধাদির বিষয়টি বিবেচনায় এ প্রযুক্তি ব্যবহারের গ্রহণযোগ্যতা আজ সর্বজনবিদিত। আজকের বিশ্বে ঘনবসতিপূর্ণ ও স্বল্প জ্বালানি সম্পদের অধিকারী উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি অন্যতম বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে। অর্থের বিবেচনায় এটি দেশের অন্যতম বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প। এই প্রকল্পের ব্যয় ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এখন পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ৩৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ৪২ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর নাগাদ প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে। এ ছাড়া কক্সবাজারের মহেশখালীতে ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্পটি নেওয়া হয় ২০১৪ সালের জুলাই মাসে। মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র নামের এই প্রকল্পের কাজ এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে ৪৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ। ৩৫ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকার প্রকল্পে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি অংশে ২ হাজার ৪১০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য অংশে ১৪ হাজার ৭৯৭ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন থেকে ২৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। জাপান সরকারের সহযোগিতায় এ প্রকল্পটি ২০২৩ সালের জুনে শেষ হওয়ার কথা।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে আরও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে, যার নাম রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। এর কাজ শুরু হয়েছে ২০০৯ সালের জুলাই থেকে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি। এতে ব্যয় ধরা হয় ১৬ হাজার কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

করোনাকালেও মেগা পকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। আর এভাবেই বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালেই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছে দেশের সম্মান আর জনগণের আবেগ। ফলে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই এসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সালতামামি-২০২১

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের ব্যর্থতা

অরুন্ধতী বসু: নতুন আরেকটি বছর শুরু হয় ১২ মাসের প্রতিটি দিনের ঘটনার আমন্ত্রণে। এই আমন্ত্রণ সফলতার, ব্যর্থতার। সফলতার গুণগান ও ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার প্রত্যয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়াই কালের রীতি। আগের বছরের মতো ২০২১ সালও সংকটে ছিল কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ে। বছরজুড়ে কিছুটা স্থিতাবস্থা থাকলেও, সম্প্রতি নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে কোভিড-১৯। সেইসঙ্গে চলতি বছর ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের অবিচল ধারা, যা প্রকৃতিকে ক্রমেই করে তুলছে জীববৈচিত্র্যের প্রতিকূল। আর ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশেষ করে বিশ্বের দুই ক্ষমতাধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২০২১ ছিল অপকর্ষতার বছর।

২০২০ সাল যতটা কঠিন ছিল, ঠিক ততটাই আশার আলো জ্বেলে শেষ হয়। ওই বছর কার্যকরী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পেয়েছে বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্রবাসী পেয়েছিল নতুন প্রেসিডেন্ট, যিনি তার পূর্বসূরির মতো নন। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি ও আমেরিকার মিত্রদের গুরুত্ব দিয়েছেন। ন্যাটোবাহিনী নতুন 'স্ট্র্যাটেজিক কনসেপ্ট' তৈরি করেছিল। সব কিছু মিলিয়ে ২০২০ সালে চ্যালেঞ্জ থাকলেও শেষ হয় ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চলতি বছর চ্যালেঞ্জগুলো কেবল বেড়েছে, এখনো বাড়ছে। মহামারি ঠেকাতে অভূতপূর্ব বৈশ্বিক সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গোটা বিশ্বে মারাত্মক চাপ এ বছরও ছিল। এই সামাজিক পরীক্ষায় ছিল ঘরবন্দি মানুষের আর্তি। এ ছাড়া গভীর মেরুকরণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে গণতন্ত্রের স্তর।

লকডাউনের অনস্বীকার্য মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি ছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহারে সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণার মতো বিষয়গুলোয় জনগণের সমর্থন ভবিষ্যতে আর নাও থাকতে পারে। এ অবস্থা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের জন্য হুমকি বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে এক ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এই ভার্চুয়াল সম্মেলনের অতিথিদের তালিকাও প্রশ্নবিদ্ধ; কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, গণতন্ত্র নবায়ণের জন্য আরও কিছু মৌলিক বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়াপ্রয়োজন।

২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতেও ছিল সামঞ্জস্যহীনতা। কিছু দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ইতিবাচক জানালেও অন্যরা রয়ে গেছে লাইফ সাপোর্টে। এখন সরবরাহ ঘাটতি, জ্বালানি মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্টকে দূরে রাখতে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার নতুন ঢেউ, লকডাউন-সার্বিক পরিস্থিতি নতুন করে নীতিনির্ধারকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া ক্রমবর্ধমান আর্থিক ঝুঁকি এবং মূল্যস্ফীতির চাপের মধ্যে নীতিনির্ধারক এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

মহামারি চলাকালে কার্যকর বহুপক্ষীয় পদক্ষেপের অভাব, ভ্যাকসিন বণ্টনে অসঙ্গতি, চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় ঐক্যের অভাবে বৈশ্বিক সিস্টেমের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা আরও প্রকটভাবে গোটা বিশ্বের সামনে উঠে এসেছে। আর এর সমাপ্তি ঘটেছে যুক্তরাজ্যের গাসগোয় অনুষ্ঠিত জাতি সংঘের



হতাশাজনক জলবায়ু সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার বিষয়টি খারাপ সময়ে আসতে পারে না। রাশিয়া এখন ইউক্রেন সীমান্তে সৈন্য জড়ো করছে। সেইসঙ্গে চীনের আচরণও বেশ বৈরী। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সংঘাতের ঝুঁকি আরও বাড়ছে।

ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সামিটগুলো উদ্বেগ কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়া নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা- বিশেষ করে কোয়াড, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের চারটি প্রধান গণতন্ত্রের জোট এবং অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের এইউকেইউএস প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। অতএব, কোয়াড ও এইউকেইউএস চুক্তির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা জরুরি। ধারণা করা হয়, চীনকে মোকাবেলা করার জন্যই এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঐতিহাসিক এইউকেইউএস নিরাপত্তা চুক্তি করেছিল যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া। চুক্তিটি নিয়ে আশাবাদী ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, এইউকেইউএস জোট সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তিন দেশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত পদক্ষেপ। এই পটভূমিতে ২০২২ সালে আরও অসম যুদ্ধ এবং ভূরাজনৈতিক উদ্বেগের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আগামী বছরের অক্টোবরে ২০তম ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। এর নেতারা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জিং বিষয়ে সহযোগিতার প্রস্তাব দেবেন। এ পরিস্থিতি চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলার সব পশ্চিমা চেষ্টাকে জোরালোভাবে প্রতিহত করবে।

শক্তির অবস্থান থেকে আলোচনা করতে হলে এক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বকে অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে ট্রান্সআটলান্টিক সম্পর্কে। নির্বাচনি প্রচারকালে বাইডেনের পুনরাবৃত্তি করা স্লোগান ছিল 'আমেরিকা ফিরে এসেছে' (আমেরিকা ইজ ব্যাক)। এই স্লোগান সেই সময়ে বাইডেনের পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' মতবাদের প্রত্যাখ্যান বলে মনে করা হয়েছিল। তবে এখনো ট্রান্সআটলান্টিক সম্পর্ক শক্ত অবস্থানে নেই। এক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইউরোপিয়ান ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামে শুল্ক বসানোর উদাহরণটি তুলে ধরা যায়। বাইডেন প্রশাসন এই শুল্ক তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিলেও গত মাস পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের সাম্প্রতিকতম ট্রান্সআটলান্টিক স্কোরকার্ড অনুযায়ী, ইউএস-ইউরোপিয়ান সম্পর্কের মানসূচক চলতি বছরের জুনের শেষ নাগাদ গড়ে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ থাকলেও, তা সেপ্টেম্বর শেষে ৫ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে এসেছে। ট্রান্সআটলান্টিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে হোয়াইট হাউসের দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শনের বিষয়টি পুরোপুরি বাইডেনের ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু এটা শিগগিরিই হবে বলে মনে হয় না। আমেরিকান রাজনৈতিক পরম্পরার ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, প্রেসিডেন্টরা তাদের দ্বিতীয় মেয়াদে পররাষ্ট্র নীতির দিকে বেশি মনোযোগ দেন। কারণ সেই সময় পুনরায় নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হয় না। সেই হিসাবে, বাইডেন এখন নভেম্বরের মধ্যমেয়াদি কংগ্রেশনাল নির্বাচন ও রিপাবলিকান পার্টির ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন নিয়ে ব্যস্ত। এ কারণেই ২০২২ সালে ইউরোপকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বৃহত্তর কৌশলগত স্বাধীনতা সুরক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে। তবে ইউরোপের সফলতা সহজে আসবে না। কারণ দীর্ঘ ১৬ বছর পর ইউরোপের বিদেশ নীতি জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মের্কেলের ছত্রছায়ায় থাকছে না। অতএব, ইউরোপকে নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে নতুন পথ খুঁজতে হবে।

মের্কেলের উত্তরসূরি ওলাফ স্কোলজ সম্প্রতি ফ্যান্সের রাজধানী প্যারিসে বৈঠক করেছেন প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাখোঁর সঙ্গে। বৈঠকে দু'জনই আনুষ্ঠানিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) 'কৌশলগত সার্বভৌমত্ব' শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যায় ইউরোপজুড়ে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হবে না। কারণ ফ্রান্স ও জার্মানী ইইউর প্রধান চালিকাশক্তি নয়। ব্রেক্সিট পরবর্তী ইউরোপে ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি ইতালিকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে কাজ করছেন। ইউরোপের জন্য তার কৌশলগত স্বাধীনতা শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছেলেদের হতাশা কাটিয়েছে মেয়েরা

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল: বাংলাদেশের খেলাধুলার মধ্যে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিয়ে থাকে ক্রিকেট; কিন্তু নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতার পর বিশ্বকাপে ভালো করার যে প্রত্যাশা ছিল, তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি বাংলাদেশ। তবে সবচেয়ে বড় অর্জনটা করেছে নারী জাতীয় ক্রিকেট দল।

প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট কাটে মাহমুদ ইমনের শীষ্যরা। তবে জয়শূন্য ছিল না ২০২১ সাল। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সিরিজ জয়ের রেকর্ড রয়েছে। সব মিলিয়ে তিন ফরম্যাটে জয় ২০ এবং পরাজয় ২৬। সাদা চোখে পারফরম্যান্স খুব মন্দ না হলেও বাংলাদেশের পারফরম্যান্স আরও উজ্জ্বল হতে পারত কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে সাফল্যে উদ্ভাসিত হতে পারেননি মোমিনুল হক, তামিম ইকবাল ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদরা।

দুই দশকেরও বেশি সময় আগে টেস্ট স্ট্যাটাস পেলেও এখনো সমীহ করা দলে পরিণত হতে পারেনি। ২০২১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করলেও টেস্ট সিরিজ হেরেছিল দ্বিতীয় সারির ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে মোমিনুলরা টেস্ট খেলেছেন ৭টি আর সিরিজ খেলেছে চারটি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২-০, শ্রীলঙ্কার কাছে ১-০ ও পাকিস্তানের কাছে সিরিজ হেরেছে ২-০ ব্যবধানে। একমাত্র জয় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারেতে এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি ড্র করে।

সাফল্য বেশি ওয়ানডেতে

তিন সংস্করণের ক্রিকেটে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিক ছিল ওয়ানডে ক্রিকেটে। গেল বছর সিরিজ খেলেছে ৪টি, যার মধ্যে জয় ৩টি এবং হার একটি। ঘরের মাটিতে বছরের প্রথম সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইওয়াশ করে। অ্যাওয়ে সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পায় ২-১ ব্যবধানে জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হয়। এরপর জিম্বাবুয়েকে হারায় ৩-০ ব্যবধানে। সব মিলিয়ে ১২ ম্যাচে জয় ৮টি এবং হার ৪। পরিসংখ্যানের হিসেবে সাফল্যের পরিমাণ বেশি।

বড় প্রাপ্তি টি-টোয়েন্টিতে

কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে গেল বছর বড় প্রাপ্তি ছিল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে সিরিজ পরাজিত করে। যদিও এরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের ৫ ম্যাচেই হেরেছে বাংলাদেশ। যদি বিশ্বসেরা আসরে ২/১ টি ম্যাচে জয় পেত, তাহলে বছরটা আরও উজ্জ্বল হতো টাইগারদের। যদিও প্রথম রাউন্ডে ওমান ও নামিবিয়াকে হারাতে পেরেছিল। তবে হেরে গেছে স্কটল্যান্ডের কাছে। এই বছরে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে টাইগাররা। প্রথমবারের মতো হারিয়েছে বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ও রানার্সআপ নিউজিল্যান্ডকে। এ বছর খেলা ২৭ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জয় ১১ এবং পরাজয় ১৬। যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়াকে ৬২ রানে অলআউট করেছিল বাংলাদেশ।

মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের হঠাৎ অবসর

জিম্বাবুয়ে সফরে অনেকটা হঠাৎ করেই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের টেস্ট পারফরম্যান্সকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছিলেন কোচ রাসেল ডমিঙ্গো ২০২০ সালে পাকিস্তান সফরে। টেস্ট দল থেকে তাকে ছেঁটে ফেলার সব পরিকল্পনা করেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। পরে আর তাকে টেস্ট দলে ডাকা হচ্ছিল না। গেল বছর জুন-জুলাই মাসে জিম্বাবুয়ে সফরে সৌভাগ্যক্রমে স্কোয়াডের ১৯তম সদস্য হিসেবে নেওয়া হয় তাকে। তামিম ইকবাল চোটের কারণে না খেলায় একাদশে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্যারিয়ারসেরা ১৫০ রানের টেস্ট ইনিংস খেলেন। এরপর অনেকটা নীলবেই বিদায় নেন।

তৃতীয় মেয়াদে বিসিবি সভাপতি পাপন

এ যেন নতুন ইতিহাস গড়েছেন নাজমুল হাসান পাপন। যদিও বিসিবির নির্বাচনের উত্তাপ হারিয়েছে সেই ২০১৩ সালেই। এরপর ২০১৭ সালের নির্বাচন তো হয়নি বললে চলে। সভাপতি-পরিচালকদের সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। গেল বছর নিয়ন্ত্রিত ভোটে পরিচালক পদে নির্বাচিত হন নাজমুল হাসান পাপন। ভোটে জেতার পর টানা তৃতীয়বার সভাপতিও নির্বাচিত হন তিনি। যদিও নির্বাচনের আগে একাধিকবার সংবাদকর্মীদের পাপন বলেছিলেন, সভাপতি হতে চান না তিনি।

স্থগিত ইংল্যান্ড সফর

করোনার কারণে বাতিল হওয়ার আগে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বাংলাদেশে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ইংল্যান্ডের; কিন্তু এ সফর স্থগিত করে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস (ইসিবি) ক্রিকেট বোর্ড। তবে সিরিজটি বাতিল হচ্ছে না বলে বারবারই বলা হচ্ছে। ২০২৩ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশে আসবে ইংলিশরা। সে সময় তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।

উইকেটের ফাঁদে সর্বনাশ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের

অস্ট্রেলিয়াকে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ হারাতে যে রণকৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও সেই একই পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে বাংলাদেশ। ফলাফল বাংলাদেশের সিরিজ জয় ৩-২ ব্যবধানে। নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়ে দুই ম্যাচ জিতে বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেয়। যেমন সিরিজে শেষ ম্যাচে ১৬১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমে যায় ১৩৪ রানে। প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাটিংয়ে স্লানহয় সিরিজ জয়ের আনন্দ। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে জয় ও নিউজিল্যান্ড সিরিজেও একই উইকেটে খেলে।

বিশ্বকাপে মাঠের ভেতরে-বাইরে বিতর্ক



টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের পাঁচ ম্যাচে বাংলাদেশ ডট বল খেলেছে ২৪৪টি! গড়ে যা প্রায় ৪৯ বলই ডট! ভাবা যায় বিষয়টি? অথচ এই ডট বল নিয়ে কথা বলতে গিয়েই শুরু হয়ে যায় উত্তেজনা। স্কটল্যান্ডের কাছে হার কোনোভাবেই মানতে পারেননি বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। দলের হারে ব্যাটিং করার স্টাইলকে দায়ী করেছেন তিনি। বিশেষ করে তিন সিনিয়র সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহীম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের মন্থর ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি। এরপর সবাই সেখানে শামিল হন।

সাকিব-রিয়াদ-তামিম বিতর্ক

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে সাকিব আল হাসান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছিলেন গত জানুয়ারিতে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে হঠাৎই তামিম ইকবালের টি-টোয়েন্টি সংস্করণ তথা বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর বিতর্ক। দেশের ক্রিকেটের পাঁচ তারকার আরেকজন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ এ বছরই অভিমানে টেস্ট ক্রিকেটকে বলেছেন বিদায়। গত মাসেই আবার দল ঘোষণার পর নিউজিল্যান্ড সফর থেকে ছুটি চেয়ে ফের বিতর্কে আসেন সাকিব আল হাসান।

নাটকের নাম কোচ-নির্বাচক

একটার পর একটা টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হলেও সেসব গায়ে মাখেননি জাতীয় দলের প্রধান কোচ রাসেল ডেমিঙ্গো ও প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও পাকিস্তান সিরিজে ব্যর্থতার জেরে এই দু'জনকে নিয়ে শুরু হয় তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। যদিও সব বিতর্ক ছাপিয়ে নিউজিল্যান্ড সফরে ডমিঙ্গোকে পাঠিয়েছে বিসিবি। এর আগেই এই প্রোটিয়া কোচকে বরখাস্তের চিঠিও নাকি দিয়েছে বিসিবি। এরপর তিন মাসের সময় চেয়ে আবেদন করার পর এখন সেটাই করছেন তারা।

মুশফিকের বড় অর্জন

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে মিস্টার ডিপেন্ডেবল খ্যাত মুশফিকুর রহীম পেয়েছেন আইসিসির মাসসেরা পুরস্কার। মে মাসের অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য সাবেক ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার ও সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ভক্তদের ভোটে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মুশফিক ৭৯ গড়ে ২৩৭ ওয়ানডে রানের জন্য এই তালিকায় মনোনীত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১২৫ রান করে দেশটির বিপক্ষে প্রথমবার সিরিজ জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মাসসেরা সাকিব

মুশফিকুর রহীমের দেখিয়ে দেওয়া পথে হেঁটেছেন সাকিব আল হাসান। জিম্বাবুয়েতে ব্যাট-বল হাতে দারুণ খেলে জুলাইয়ের মাসসেরার তালিকায় মনোনীত হন এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার। অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইডেন ওয়ালশকে পেছনে ফেলে সেরাও হন তিনি। বিশেষ করে ওয়ানডেতে তিন ম্যাচে ১৪৫ রান ও ৮ উইকেট তাকে ভোটিংয়ে জয়ী করতে বড় ভূমিকা রাখে।

প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে মেয়েরা

শুরুতে জিম্বাবুয়েকে ঘরের মাঠে হারানোর পর বড় অর্জন আসে দেশের ক্রিকেটে। নভেম্বরে আফ্রিকার দেশটিতে দাপট দেখায় মেয়েরা। হারারেতে স্বাগতিকদের ওয়ানডেতে হোয়াইটওয়াশ করে শুরু করে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচ সিরিজ জিতে দাপট দেখায় বিশ্বকাপ বাছাইতেও। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে শক্তিশালী পাকিস্তানকে ৩ উইকেটে হারানোর পর যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দেয় ২৭০ রানের বিশাল ব্যবধানে। যদিও বৃষ্টি আইনে তৃতীয় ম্যাচ হারে থাইল্যান্ডের কাছে। হঠাৎ করে আফ্রিকায় করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের প্রাদুর্ভাব বাড়ায় বাছাইপর্ব বাতিল হয়ে যায়। এরপর আইসিসির র‍্যাংকিং অনুযায়ী টাইগ্রেসরা প্রথমবার জায়গা পেয়েছে ২০২২ ওয়ানডে বিশ্বকাপে। তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেললেও এই প্রথম ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে খেলবে নিগার সুলতানারা।

ভারতে যুবাদের জয়

করোনা ভাইরাসের চোখ রাঙ্গানির মধ্যেই ভারতে দারুণ খেলে অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে ভারত জয় করে ফেরে যুবারা। অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে ভারতের 'এ' ও 'বি' যুব দলের বিপক্ষে দাপট দেখায় তারা। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে 'বি' যুব দলের বিপক্ষে ফাইনাল জিতে ট্রফি হাতে নেয় রাকিবুল হাসানের দল। এই সাফল্যের সুখস্মৃতি নিয়ে যুব বিশ্বকাপ খেলতে গেছে বাংলাদেশ।

সব মিলিয়ে তৃপ্তির হাসি সঙ্গীতাঙ্গনে

রাফিউজ্জামান রাফি: কোভিড-১৯ ভাইরাস পৃথিবীকে তছনছ করে দেয়ার পর পরই সবার কাছে বিষ হয়ে ওঠা ২০২০ সাল শেষে এলো ২০২১। দেখতে দেখতে সেই একুশ সালের আয়ুও শেষ! এ যেন বিশ্বাসই হতে চাচ্ছে না। তবে বিশ্বাস না হলেও এটাই সত্য। আমরা এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ২০২২ সালের প্রথম মাসে।

এই যখন অবস্থা তখন কালের গর্ভে হারাতে চলা ২০২১ সালের ফেলে আসা দিনগুলোর অনেককিছুই স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। বিশেষ করে মনে পড়ছে কোভিডে দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া ২০২০ সালের পর করোনা আতঙ্ক ও লকডাউনের হাত ধরে চলা ২০২১ সালে কেমন ছিল এদেশের সঙ্গীত অঙ্গন।

করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ায় ২০২১ সালের প্রথমদিকে করোনা বোধহয় আর আসবে না এমন ধারণা নিয়ে জনজীবনে আবার চাঞ্চল্য ফিরে এসেছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গীত অঙ্গনেও বইছিল সুবাতাস। এ বছরের শুরুর দিকে সকল প্রকার লোক সমাগমের স্থান খুলে দেওয়ার ধারাবাহিকতায় আবারও শুরু হয়েছিল উন্মুক্ত কনসার্টগুলো। ফলে গত এক বছর যাবত টানাপোড়নের জীবন নিয়ে জোগে থাকা কণ্ঠশিল্পী, মিউজিশিয়ানরা একটু ভালো থাকার উদ্দেশ্য বুকে নিয়ে নতুন উদ্যমে আবার নেমে পড়েছিল।

তবে স্টেজ শোগুলো শুরু হতে না হতেই সমাপ্তির ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আবারও হাজির হয় করোনার পরবর্তী ঢেউ। ফলে মঞ্চ নির্ভরশীল গায়ক গায়িকা ও বাদকদের মাঝে আবারও নেমে আসে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও হতাশার ছাপ। করোনার প্রকোপে জনসমাগম নিষিদ্ধ থাকার কারণে স্টেজ শোগুলো বন্ধ থাকে বছরের আগস্ট মাস অবধি। আগস্টের দিকে করোনার প্রাদুর্ভাব কমাতে সমস্ত নিষেধাজ্ঞায় শিথিলতা আসায় আবারও শিল্পীরা মঞ্চে ওঠার অনুমতি পায়। তারই ধারাবাহিকতায় শীতের মৌসুম আসতে না আসতেই দেশব্যাপী কনসার্টের ধুম পড়ে যায়, যার রেশ এখনো রয়েছে। এর সত্যতা মেলে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা বলে। এই গায়ক জানান, এই মুহূর্তে টানা শো চলার কারণে দম ফেলারও ফুরসত নেই তার। তার কথায় বোঝা যায় সঙ্গীত সংশ্লিষ্টরা এখন বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন।

এবার আসি ২০২১ সালে সঙ্গীতাঙ্গনে উঠে আসা নতুন মুখ ও জনপ্রিয় গানের কথায়। সঙ্গীতাঙ্গনে এ বছর উঠে আসা নতুন মুখগুলোর মধ্যে অন্যতম নাম তশিবা ও মুজা। এ বছরে সবচেয়ে জনপ্রিয় তথা ভাইরাল গান 'নয়া দামান গানটিও এসেছে এদের থেকে। প্রথমে সিলেটের আঞ্চলিক গান নয়া দামানের কয়েকটি লাইন গেয়ে টিকটকের মাধ্যমে পরিচিতি পান সিলেটের তশিবা। পরবর্তীতে প্রবাসী কম্পোজার মুজার কম্পজিশনে নয়া দামান গানটিতে আবারও কণ্ঠ দেন তশিবা, যা ছড়িয়ে যায় সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী সব মানুষের নিকট। ফলে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই গানটি। সেই সঙ্গে তশিবাও পেয়ে বসেন নবাগত জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীর তকমা। তবে তশিবা ও মুজার এই অর্জন ছিল ধার করা গান নিয়ে। কেননা নয়া দামান গানটি তাদের মৌলিক গান ছিল না। মৌলিক গানের মাধ্যমে এবার বাংলা গানের শ্রোতাদের বুদ করে রাখার কৃতিত্ব দিতে হলে তা দিতে হবে শূন্য ব্যান্ডকে। এ বছরের শুরুর দিকে ইউটিউবে মুক্তি পায় শূন্য ব্যান্ডের দুটি গান। গান দুটি হলো বিবিয়া ও বেহুলা। দুটি গানই শ্রোতাদের বেশ আকৃষ্ট করলেও বেহুলা গানটির সাফল্য ছিল দেখার মতো। সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন পর বাংলা ব্যান্ডের কোনো গানে বুঁদ হয়েছিল বাংলা গানের শ্রোতারা। তবে এর বাইরেও ইমরানসহ অনেকের গান ইউটিউবের দর্শকসংখ্যার বিচারে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তা ছিল ইউটিউবেই সীমাবদ্ধ। সারা বাংলা ও সামাজিক মাধ্যমের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়া নয়া দামান বা বেহুলা গানের ধারের কাছেও ঘেষতে পারেনি এই গানগুলো।



এবার একটু ভাঙাগড়া নিয়ে কথা বলি! এ বছরের মাঝামাঝিতে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ন্যান্সীর ঘর ভাঙার সংবাদ চাউর হয় মিডিয়াতে। এক কাঠি সরেস ন্যান্সীও কম যাননি। ভাঙনের পরপরই তিনি আবার নতুন করে ঘর বাঁধার সংবাদ দিয়েছেন ভক্তদের। কেননা তার কিছুদিন পরেই ন্যান্সী প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান অনুপম মিউজিকের সিইও মোহসিনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

বছরের একেবারে শেষে এসে চিত্রনায়িকা সুবহাকে বিয়ের মাধ্যমে তৃতীয়বারের মতো বিয়ের পিড়িতে বসেছেন গায়ক ইলিয়াস। তবে ন্যান্সী ও ইলিয়াস ভাঙনের পাশাপাশি গড়ার খবর দিলেও কিছুদিন আগে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের সংবাদ দিয়ে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পূজা শুধু ভাঙনের সংবাদই শুনিয়েছেন। নতুন মুখের আসা, নতুন গানের জনপ্রিয়তা অর্জন এবং বছর শেষে স্টেজ শোর জমজমাট অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে মঙ্গা লেগে থাকা সংগীতের বাজারে কিছুটা সুখকর অনুভূতি দিলেও এ বছর সংগীতাঙ্গন শোকের চাদরেও ঢেকে গিয়েছে কয়েকবার। কেননা এ বছরই করোনাক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীত পরিচালক ফরিদ আহমেদ, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হক।

সব মিলিয়ে বলা যায় করোনাক্রান্ত সারা বিশ্বে এই মুহূর্তে বেঁচে থাকাই যেখানে ভালো থাকা, সেখানে বছরজুড়ে সঙ্গীতাঙ্গনের ঘটে যাওয়া সুখ ও দুঃখজনক ঘটনাগুলোর ভিড় থেকে সুখকর ঘটনাগুলো বেছে নিয়ে তৃপ্তির হাসি হেসে সন্তুষ্ট থাকাটাই হবে শ্রেয়।

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return



Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

এখন জ্যামাইকাতে

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

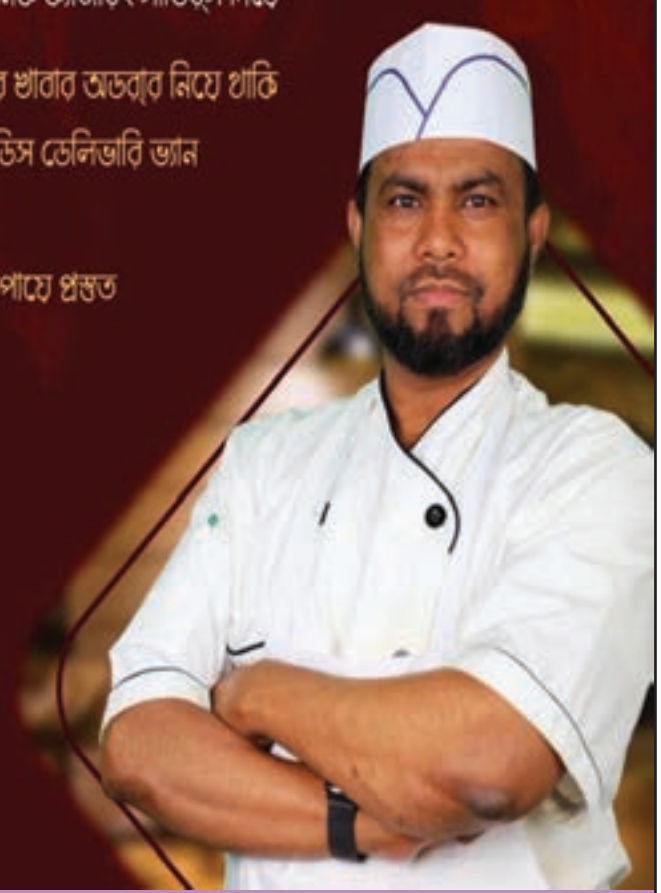
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসেরডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
October 19, 2019	October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
November 16, 2019	November 26, 2019

www.piit.us



বদলে যাওয়ার গল্প বললেন ইবাদত

স্পোর্টস ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টের আগে ১০ ম্যাচে নিয়েছিলেন মাত্র ১১ উইকেট। সেই ইবাদত হোসেনের এক ম্যাচে শিকার ৭ উইকেট। এর মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসেই ৬টি। বাজে বোলার থেকে ইবাদত হয়ে গেলেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়ের কারিগর। কীভাবে পাশার দান উল্টে দিলেন তিনি? ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে দেয়া সাক্ষাতকারে সেই গল্পই বলেছেন এই পেসার।

টেস্টের চতুর্থ দিনেও ১৪০ প্লাস গতিতে বল করেছেন ইবাদত। কীভাবে সম্ভব হয়েছে এটা? ইবাদত বলেন, 'ফিট থাকলে একজন ফাস্ট বোলারের পক্ষে যেকোনো কিছু করা সম্ভব। ফিটনেসই পেসারদের প্রধান বিষয়। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে চারটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ আমার প্রস্তুতির অংশ ছিল।

ওই চার ম্যাচ দিয়ে আমি আমার শারীরিক ফিটনেসের উন্নতি করার পাশাপাশি মানসিক জুজুও কাটাতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয় পাকিস্তানের বিপক্ষেও আমি ভালো বল করেছি।'

নিউজিল্যান্ডে গিয়ে ১০ দিনের কোয়ারেন্টিন পালন করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। যদিও কোয়ারেন্টিন করার কথা ছিল ৩ দিন। এই দশ দিন রুমেই আবদ্ধ ছিলেন ইবাদতরা। তবে বিসিবি তাদের জন্য স্টেশনারি সাইকেল ও ফ্লেক্স-বারের ব্যবস্থা করে। ইবাদত বলেন, 'নিজেকে ফিট রাখতে আমি দিন রাত খেটেছি। কন্ডিশনিং কোচ নিক লি এবং ফিজিও বায়েজিদ ভাইও আমাদের অনেক সহায়তা করেছেন। এতে আমাদের ৬ জন ফাস্ট বোলারই ফিট ছিল।'

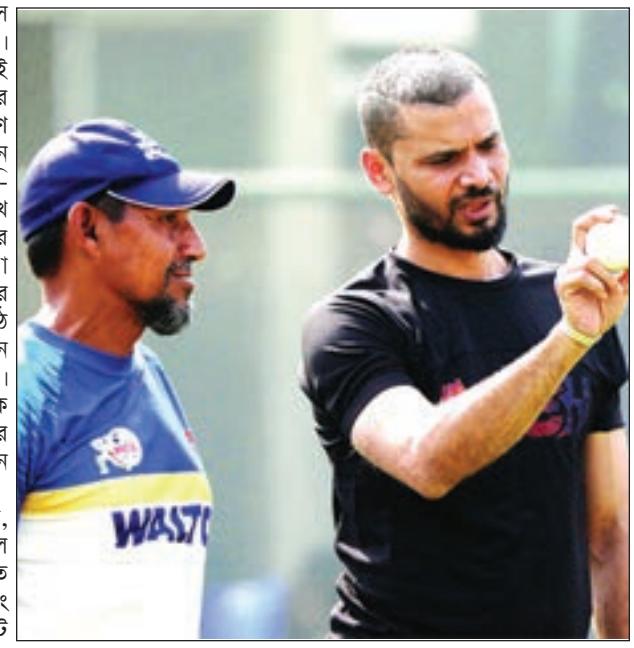
গত দুই বছর ধরে বোলিং কোচ ওটিস গিবসনের সঙ্গে কাজ করছেন ইবাদত। তার বদলে যাওয়ার পেছনে কোচের অবদান অকপটেই স্বীকার করলেন ইবাদত। তিনি বলেন, '২০১৯-এ টেস্ট অভিষেক সত্ত্বেও আমি উল্লেখযোগ্য কিছু করে দেখাতে পারিনি। এ নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। গত দুই বছর ধরে ফাস্ট বোলিং কোচ ওটিস গিবসনের সঙ্গে কাজ করছি। তিনি সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আমাকে বলেছেন, 'উইকেটের দুই পাশেই সুইং করানোর সামর্থ্য আছে তোমার। তুমি বল রিভার্স করতে পারো।

বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে তোমার রিলিজ পয়েন্টই সবচেয়ে ভালো। তোমার সবই আছে, শুধু আত্মবিশ্বাসটা নেই। যেদিন তোমার ভেতরে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে সেদিনই তুমি হবে দেশের সেরা বোলার।' তিনি আমার বোলিংয়ের সবকিছুই পাল্টে দিয়েছেন। আগের বোলিং অ্যাকশনে পরের স্পেলগুলোতে বেশি শক্তি ক্ষয় হতো। গিবসন আমার অ্যাকশন পাল্টে দিয়েছেন। যেভাবে কম শক্তি ব্যয় করে বেশি জোরে বল করা যায় সেটি শিখিয়েছেন। আমার অ্যাকুরেসিও উন্নতি হয়েছে। তিনি টিম মিটিংয়ে বলেছেন, 'আমি আজ পারফেক্ট ইবাদতকে দেখতে পাচ্ছি। সে বুঝতে পেরেছে তাকে কী করতে হবে। এখন সে তার বোলিংকে আরো উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।' আমাদের অধিনায়কও (মুমিনুল) সবসময় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাকে সহযোগিতা করেছে।'

নিজের বাজে বোলিং এভারেজ নিয়ে অসুখী ছিলেন ইবাদত। তবে ধৈর্য হারাননি। তিনি বলেন, 'আমি চাই কারো টেস্ট ক্যারিয়ারের শুরুটা আমারটার মতো না হোক। আমি অনেক ভুগেছি। গিবসনকে বলতাম, 'কোচ, একটা উইকেটও সহজভাবে আসছে না। প্রতিটা উইকেটের জন্যই আমাকে খুব খাটতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমনও হচ্ছে ১৭ কিংবা ২২ অথবা ৩৩ ওভার বল করার পরে একটা উইকেট পাচ্ছি। এমনও টেস্ট গেছে আমি শুধু একটা উইকেট পেয়েছি।' তিনি শুধু হেসে উত্তর দিতেন, 'টেস্ট ক্রিকেটে স্বাগতম। তুমি একজন বাংলাদেশি ফাস্ট বোলার। কন্ডিশন তোমার অনুকূলে নয়। বছরে কয়টা টেস্ট খেলো তুমি? কাজেই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করো।' ধৈর্যই টেস্ট ক্রিকেটের মূল। এই কারণেই এটাকে টেস্ট ক্রিকেট বলা হয়। এটা বোলার ও ব্যাটার উভয়েরই পরীক্ষা নেয়। টেস্ট খেলা মোটেও সহজ নয়।'

সাকিবদের ছাড়াই জয়ের কারণ জানালেন মাশরাফি

স্পোর্টস ডেস্ক: মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। তামিম ইকবাল ইনজুরিতে, সাকিব আল হাসান ব্যক্তিগত কারণে ছুটিতে। মাশরাফি বিন মুর্তজা অবসর না নিলেও টেস্ট খেলেন না ২০০৯ থেকে। নিউজিল্যান্ড সফরে দলের সিনিয়র ও অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান বলতে পঞ্চ-পান্ডবের অন্যতম মুশফিকুর রহীম। তবে সিরিজের প্রথম টেস্টে তার অবদান একেবারেই কম। সাকিব-তামিমের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাদের ছাড়াই কিইদের বিপক্ষে তাদের মাটিতে মুমিনুল হক সৌরভের দল উপহার দিয়েছে ইতিহাস বদলানো জয়। পঞ্চ-পান্ডব ছাড়াই এমন জয়ের নেপথ্যের কারণ কি, তা জানিয়েছেন মাশরাফি। বিপিএল সামনে রেখে গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে তিনি অনুশীলন শুরু করেছেন। তারই এক ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন মাশরাফি।



তিনি বলেন, 'প্রথমত, ওরা দল হিসেবে খেলতে পেরেছে। ব্যাটিং গ্রুপ ভালো ব্যাট করেছে, বোলিং গ্রুপ ভালো বোলিং। বিশেষ করে ক্যাচিং, দারুণ কিছু ক্যাচ নিয়েছে। ম্যাচ জিততে গেলে এসবই মূল জিনিস।' নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এ অর্জনকে দেশের ক্রিকেটের সেরা জয় বলেও অভিহিত করেন মাশরাফি। তিনি বলেন, 'দারুণ। বাংলাদেশের সেরা জয়গুলো থেকে বলা উচিত যে এটাই সেরা। টেস্ট ক্রিকেটে তো অবশ্যই। বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে, তারা বর্তমান টেস্ট চ্যাম্পিয়ন, এটা দারুণ ব্যাপার। স্পেশালি, অনেকগুলো ক্রিকেটার নেই। সেখান থেকে ভাবলে ফ্রম নো হয়ার এতবড় একটা জয়, দারুণ ব্যাপার।' সেরা জয় বলার কারণও ব্যাখ্যা করেন দেশের সাবেক এই সফল অধিনায়ক। তিনি বলেন, 'দলের যে অবস্থা ছিল, প্রচু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সেই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো। মুমিনুল আছে, সুজন ভাই গিয়েছেন, আরো যারা আছেন, তারা হয়তো দলকে উজ্জীবিত করতে পেরেছেন যে, হারানোর কিছু নেই। এরকম অনেক কিছু থাকে দলের ভেতর, যেটা ওখানে না থাকলে বলা মুশকিল। তবে সব মিলিয়ে দারুণ এক বার্তা তৈরি করতে পেরেছে যে, কে আছে কে নেই এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, নিজেদের আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো জায়গায় যে কোনো কন্ডিশনে ম্যাচ জেতা সম্ভব। এটা দারুণ এক বার্তা নিজেদের জন্য।' এমন একটি জয় উপহার দেয়ার জন্য তিনি মুমিনুলদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'টাইমিংয়ের পার্থক্য আছে (বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড)। মুমিনুল ফোন দিয়েছিল, কিন্তু সময়ের পার্থ্যকের কারণে (কথা হয়নি)। আজকে চেষ্টা করবো কথা বলার। ম্যাসেজে দু'একজনের সঙ্গে কথা হয়েছে। কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল ব্যাপার হলো, ওরা খেলছে, উপভোগ করছে এবং এত বড় জয় এসেছে এটা আমাদের জন্য, বাংলাদেশের সবার জন্য বিরাট একটা মুহূর্ত।'

বিপিএলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন মাশরাফি

সিলেট স্টেডিয়ামে হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগের (বিসিএল) ওয়ানডে পর্ব। সেখানে খেলার কথা রয়েছে সাকিব, তামিম ও মাহমুদুল্লাহদের। পিঠের ব্যথার কারণে বিসিএলে না খেলার কথা জানিয়েছেন মাশরাফি। তবে খেলবেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগে ঢাকার হয়ে। তিনি বলেন, 'বিসিএল খেলব কিনা, সেটা এখনও নিশ্চিত নই। খানিকটা ব্যাক পেইন আছে। আজকে অনেক দিন পর এসেছি। একটু সময় লাগবে হয়তো। সামনে বিপিএল আছে, আস্তে আস্তে শুরু করছি। ব্যাক পেইনের কি অবস্থা হয়, এটির ওপর নির্ভর করছে। বিসিএলে খেলার কথা বলেছে। তবে প্রস্তুতি পুরোপুরি না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত নই।' নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, 'বোলিং সেভাবে করিনি। ব্যাক পেইন আছে। শর্ট রান আপে দেখছিলাম যে কী অবস্থা। এখনো ফুল রান-আপে করিনি, মন্তব্য করা ঠিক হবে না। এখন যেটা হচ্ছে, একটা রিহ্যাব প্রক্রিয়ায় আছি। ব্যথা কিছুটা কমেছে। পরের সপ্তাহে গিয়ে ফুল রান আপে করতে পারলে হয়তোবা বুঝতে পারবো। তবে খুব বেশি পরিবর্তন অনুভব করিনি। পেইনের দিক থেকে নয়। যেহেতু রিদম ঠিক আছে, আমার কাছে মনে হয় না ক্যাচ করতে বেশি সময় লাগবে। যতো তাড়াতাড়ি ফুল রান আপে করতে পারবো, ততো ভালো।'

মেসি-নেইমারের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন জিদান!

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর মেসি, নেইমার ও এমবাপ্পের সঙ্গে জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন জিনেদিন জিদান। আরএমসি স্পোর্টস জানিয়েছে, কোচ মাউরিসিও পচেত্তিনোকে সরিয়ে জিদানের কাঁধে দায়িত্ব দিচ্ছে যাচ্ছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)।



তবে এখনই পিএসজির কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন না জিদান। পচেত্তিনোর অধীনেই চলতি মৌসুম শেষ করতে চাইছে ফরাসি জায়ান্টরা।

আরএমসি স্পোর্টসের প্রতিবেদক ড্যানিয়েল রাইওলা দিয়েছেন এই খবর। লিওনেল মেসির পিএসজিতে যাওয়ার খবরও প্রথম দিয়েছেন এই সাংবাদিক। রাইওলার কথা যদি সঠিক হয়, তাহলে আগামী মৌসুমে মেসি নেইমারদের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন জিদান। তবে কিলিয়ান এমবাপ্পে তখন পিএসজিতে থাকবেন কিনা তার নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না। কারণ আগামী গ্রীষ্মে পিএসজির সঙ্গে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে এমবাপ্পের। শোনা যাচ্ছে, রিয়ালের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে তার।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা বলেছে, এমবাপ্পেকে পিএসজিতে রাখতেই জিদানকে আনার পরিকল্পনা এঁটেছে পিএসজি। এমবাপ্পে সবসময় বলে এসেছেন, জিদান তার শৈশবের ফুটবল হিরো। জিদান রিয়াল মাদ্রিদের কোচ থাকাকালীন তার অধীনে খেলার আগ্রহও দেখিয়েছিলেন এমবাপ্পে।

ঢাকায় সাকিব, বিসিএল খেলবেন সেন্ট্রাল জোনের হয়ে

স্পোর্টস ডেস্ক: পরিবারকে সময় দিতে নিউজিল্যান্ড সফরে যাননি সাকিব আল হাসান। ইনজুরির কারণে যেতে পারেননি তামিম ইকবালও। মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তো টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেই দিয়েছেন। তিন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে ছাড়াই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইতিহাস গড়া জয় পেয়েছে মুমিনুল হকের দল। সাকিব নিউজিল্যান্ডে না গিয়ে পাকিস্তান সিরিজের পর চলে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রী-সন্তানদের কাছে। সেখান থেকে গত ৬ জানুয়ারী ভোরে দেশে ফিরেন সাকিব। দেশে ফিরেই বিসিএলের ওয়ানডে সংস্করণে সাকিব খেলবেন ওয়ালটন সেন্ট্রাল জোনের হয়ে। নিজ থেকেই তিনি বিসিএলের ওয়ানডে ফরম্যাটে খেলবেন বলে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।



এর পরই সেন্ট্রাল জোন তাকে দলে নেয়। তিনদিন পর শুরু হতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। বিসিএলের পর ২১শে জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া বিপিএলে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলবেন সাকিব। বিসিএলএ সিঙ্গেল লীগ পদ্ধতিতে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে সিলেটে। ৯, ১১ ও ১৩ই জানুয়ারি সিলেটের দুটি মাঠে খেলা হবে। ১৫ই জানুয়ারির ফাইনালের ভেন্যু এখনো ঠিক হয়নি। প্রতিটি ম্যাচ দিনে শুরু হয়ে দিনেই শেষ হবে। গতকাল শেষ হয়েছে বিসিএল লঙ্গার ভার্সনের টুর্নামেন্ট। তবে সাকিব কখন যোগ দেবেন দলের সঙ্গে তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সেন্ট্রালের ম্যানেজার মিলটন আহমেদ বলেন, 'সাকিব গতকাল ভোরে দেশে এসে পৌঁছেছেন। আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। টিমের সঙ্গে কখন যোগ দিবেন সেটা শিগগিরই জানাবেন।'

ত্রিশ বছর পর...



বিনোদন ডেস্ক: ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশ বেতারের নাটকে কাজ করলেন বরেণ্য অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। সম্প্রতি 'তাহার কথা' শিরোনামের এই নাটকে অংশ নেন তিনি। যদিও এই অভিনেতা বেতারের তালিকাভুক্ত শিল্পী। একটা সময় নিয়মিত বেতারের ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতেন। কিন্তু একটা সময় মন্ত্রী হওয়ায় রাষ্ট্রীয় কায©µ‡¶ম ব্যস্ত সময় পার করতে হয়েছে। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময় করে আর বেতারের নাটকে অংশ নিতে পারতেন না। 'তাহার কথা' নাটকের নির্মাতা বহুদিনের চেষ্টার পর সফল হলেন আসাদুজ্জামান নূরকে রাজি করতে। এই বিনয়ী শিল্পী নাট্য নির্মাতাকে নিরাশ করেননি।

সাদরে রাজি হলেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো- নূর যখন নিয়মিত বেতারে নাটক করতেন পারিশ্রমিক পেতেন আশি টাকা। এবার তিনি এই নাটকে পঞ্চাশ উর্ধ্ব একজন স্কুল মাস্টারের চরিত্রে রূপদান করেছেন। যিনি একজন সৎ স্কুল মাস্টার। বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করার জন্য তার স্বাক্ষর চায়। কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকার জানান। সুঅভিনেত্রী শম্পা রেজা তার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই নাটকে। আর চাঁদনী তার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নাটকটি রচনা করেছেন পরিমল সরকার। পরিচালনায় সৈয়দা ফরিদা ফেরদৌসী যাত্রী। নাটকটির ব্যাপ্তিকাল এক ঘণ্টা। আগামী ১২ জানুয়ারী রাত ১১টায় প্রচার হবে নাটকটি।



শিল্পী সমিতির সভাপতি-সেক্রেটারি প্রার্থী কাঞ্চন ও নিপুণ

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন ২৮ জানুয়ারী। এই নির্বাচনে একই প্যানেলে সভাপতি পদে ইলিয়াস কাঞ্চন ও সেক্রেটারি পদে চিত্রনায়িকা নিপুণ নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। ইলিয়াস কাঞ্চন এর আগে ১৯৮৯-৯০ সালের নির্বাচনে সেক্রেটারি ছিলেন।

ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, ২০২২-২৩ সালের শিল্পী সমিতির নির্বাচনে আমি সভাপতি পদে নির্বাচন করবো। আমার সঙ্গে নিপুণ সেক্রেটারি পদে নির্বাচন করবে। এছাড়া রিয়াজ, ফেরদৌস, ইমন থাকবে। তারা কে কোন পদে নির্বাচন করবে সেটি এখনও ঠিক হয়নি। ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, আমাদের শিল্পীরা অনুদান নিতে চায় না। তারা নিয়মিত কাজ করতে চায়। ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আমরা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সেই দূরত্ব দূর করতে চাই।

আসন্ন শিল্পী সমিতির নির্বাচনে আরেকটি প্যানেলের নেতৃত্ব দেবেন গত কমিটির সভাপতি মিশা সওদাগর ও সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খান।

শিল্পী সমিতির নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করবেন পীরজাদা হারুন। দু'জন সদস্য হলেন বিএইচ নিশান ও বজলুর রাশীদ চৌধুরী। আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে সোহানুর রহমান সোহানকে। মোহাম্মদ হোসেন জেমী ও মোহাম্মদ হোসেনকে আপেল বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব স্থগিত

বিনোদন ডেস্ক: করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আয়োজক কমিটির প্রধান রাজ চক্রবর্তী, সদস্য পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়সহ কয়েকজন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারী বুধবার পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে উৎসব স্থগিতের কথা জানি‡য়ছে। ৭ জানুয়ারী শুক্রবার পর্দা ওঠার কথা ছিল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৭তম আসরের। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে জড়িত অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সে কারণেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে চলচ্চিত্র উৎসব আপাতত স্থগিত করা হলো। পরিবর্তিত দিনক্ষণ যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া হবে। ভারতে ওমিক্রন করোনাভাইরাসে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

ওই ব্যক্তি গত সপ্তাহে মারা যান এবং এর আগেই তিনি দু'বার করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ শনাক্ত হয়েছিলেন। তবুও এটিকে ওমিক্রন সম্পর্কিত মৃত্যু বলে ধরা হচ্ছে জানিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, অনেক চলচ্চিত্র তারকাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে। সব মিলিয়ে ভারতে করোনার তৃতীয় ঢেউ বেশ জোরেশোরেই আঘাত এনেছে।

'সুপারহিট' নির্মাতা শিবলী সাদিককে মনে রাখেনি চলচ্চিত্র পরিবার

বিনোদন ডেস্ক: গুণি নির্মাতা শিবলী সাদিকের মৃত্যুবার্ষিকী ছিলো ৭ জানুয়ারী। ২০১০ সালের এই দিনে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। জনপ্রিয় এই নির্মাতার মৃত্যুবার্ষিকীতে কোনো আয়োজন রাখেনি পরিচালক সমিতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন শিবলী সাদিক। ফ্যাশন সচেতন ছিলেন। বন্ধুরা ডাকতেন 'স্টাইলিশ বয়' বলে, অনেকেই বলতেন হিরো। আর এসব শুনেই নায়ক হবার ইচ্ছে জাগে তরুণ শিবলী সাদিকের। এফডিসিতে যাতায়াত শুরু করেন। পরিচয় হয় বরেণ্য নির্মাতা সুভাষ দত্ত ও মোস্তাফিজার রহমানের সঙ্গে। চারুকলার ছাত্র শুনে নির্মাতা মুস্তাফিজার তাঁকে সেট ডিজাইনার ও শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজের প্রস্তাব দেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে শিবলীর জড়িয়ে পড়ার গল্পটা ছিল এমনই।



তখন থেকেই সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন শিবলী সাদিক। ১৯৬৩ সালে মুস্তাফিজুর রহমানের সহকারী পরিচালক হিসেবে তালাশ ছবিতে কাজ করেন। একে একে অনেকগুলো চলচ্চিত্রের প্রধান সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। আলিঙ্গন (১৯৬৯) ও অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২) অন্যতম।

চারুকলা থেকে পড়াশোনা শেষ করে সৈয়দ আওয়ালের সঙ্গে যৌথভাবে নির্মাণ করেন তাঁর প্রথম সিনেমা 'বালা'। এই ছায়াছবিটি অবশ্য তেমনভাবে সাফল্য পায়নি। তবে নির্মাতা হিসেবে শিবলী সাদিকের প্রথম নির্মাণ ছিল 'বসতবাড়ি' নামের একটি তথ্যচিত্র। মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন এককভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যাচ্ছিলেন, পাচ্ছিলেন না প্রযোজক। কেননা সেসময় এহতেশাম, সুভাষ দত্ত, চাষী নজরুল ইসলাম, নারায়ণ ঘোষ মিতা, কাজী জহির, আলমগীর কুমকুম, আজিজুর রহমান, অশোক ঘোষের মতো বাঘা বাঘা সব নির্মাতারা থাকত শিবলী সাদিকের ওপর লগ্নি করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না।

১৯৭৪ সালে প্রযোজক পান। আর প্রথম একক নির্মাণেই নিজের জাত চেনান এই নির্মাতা। ববিতা, বুলবুল আহমেদ, মিনু রহমান, বেবি জামান, খলিলুর রহমানের মতো অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে নির্মাণ করেন ওজীবন নিয়ে জুয়া এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন আবদুল্লাহ আলমামুন। ১৯৭৫ মুক্তির পর প্রশংসায় ভাসেন শিবলী সাদিক। এরপর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপরে চলচ্চিত্রাঙ্গনে একটি কথাই ছড়িয়ে পড়ে শিবলী সাদিক মানেই হিট। হয়েছিলও তাই। তিন কন্যা, দোলনা, অচেনা, মা মাটি দেশ, ভেজা চোখ, নীতিবান, দুর্নাম, ত্যাগ, মায়ের অধিকার, অন্তরে অন্তরে, আনন্দ অশ্রু এসব হিট ছবির নাম। ভেজা চোখ টানা পাঁচ মাস দেশের প্রায় ২০০ সিনেমা হলে চলছে।

২০০৬ সালে তার পরিচালিত সর্বশেষ ছায়াছবি বিদেশিনী মুক্তি পায়।

শিবলী সাদিকের চলচ্চিত্রের গান এখনো মুখে মুখে ফেরে। ত্যাগ চলচ্চিত্রের- তেল গেলে ফুরাইয়া বাত্তি যায় নিভিয়া, আনন্দ অশ্রুর 'তুমি মোর ভাবনা', 'তুমি আমার এমনই একজন', 'থাকতো যদি প্রেমের'; অন্তরে চলচ্চিত্রের এখানে দুজনে নির্জনে, 'কাল তো ছিলাম ভালো', 'ভালোবাসিয়া গেলাম ফাঁসিয়া' দোলনা চলচ্চিত্রের, 'তুমি আমার কত চেনা' ভেজা চোখ চলচ্চিত্রের জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প; মায়ের অধিকার চলচ্চিত্রের পিঁপড়া খাবে বড়লোকের ধন- এসব গান এখনো জনপ্রিয়।

সোহানুর রহমান সোহান শিবলী সাদিকের হাত ধরেই চলচ্চিত্রে নিয়মিত হন। নির্মাণ করেন কেয়ামত থেকে কেয়ামত। সালমানকে প্রথম দেখেই বুঝেছিলেন সে অনেকদূর যাবে। এ কথা এখনও এফডিসিতে কান পাতলেই শোনা যায়।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আছে মৌসুমী পাথর। অন্তরে অন্তরে চলচ্চিত্রের গানের জন্য গিয়েছিলেন সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। বুনো সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সেসময় শুটিং করেছিলেন 'এখানে দুজনে নির্জনে, সাজাব প্রেমেরও পৃথিবী...' যে পাথরের ওপর মৌসুমী সালমানের হাত ধরে নেচেছিলেন, সেই পাথরের নাম মোউসুমী পাথর। এখনো পর্যটকেরা গেলে মৌসুমী পাথর খোঁজেন।

উত্তরবঙ্গের নওগাঁ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। জয় করেছিলেন সারাদেশের মানুষের মন। শিবলী সাদিক পরপর দুবার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। কিন্তু এখন কেউ তাঁকে স্মরণ করেন না। ৭ জানুয়ারী শুক্রবার এই গুণী নির্মাতার মৃত্যুবার্ষিকী। ২০১০ সালের এই দিনে তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গুণী এই নির্মাতার প্রয়াণ দিবসে নির্মাতাদের সংগঠন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতিও কোনো আয়োজন রাখেনি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোহানুর রহমান সোহান সোহানকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'কাল ৭ জানুয়ারি নাকি? না কোনো আয়োজন নেই। আচ্ছা দেখি মিলাদ পড়ায়ে দিব।'

নির্বাচনে জায়েদ খানের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন মৌসুমী

বিনোদন ডেস্ক: গত বারের নির্বাচনে দু'জনের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। ঠিক দুই বছরের পরের চিত্র একেবারে ভিন্ন। চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানের সঙ্গে যুগপৎভাবে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন চিত্রানায়িকা মৌসুমী। তথ্যটি নিশ্চিত করেছে দায়িত্বশীল সূত্র।

গত ৭ জানুয়ারী শুক্রবার রাতে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সূত্রটি বলে, চিত্রনায়িকা মৌসুমী 'মিশা-জায়েদ খান'-এর প্যানেলে নির্বাচন করছেন। মৌসুমীকে কোন পদ দেওয়া হবে, এ নিয়ে মোটেও জটিলতা তৈরি হয়নি। তিনি কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন।

শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর এফডিসিতে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জায়েদ খানের সঙ্গে মৌসুমীকে দেখা গেছে বিভিন্ন আলাপচারিতায়। পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালেও জায়েদ খান বলেন, 'আমাদের প্যানেলে চমক থাকছে। তাৎক্ষণিকভাবেই চমক হিশেবে চিত্রনায়িকা সিমলাকে হাজির করালেও বললেন আসল চমক পরে দেব।'



জায়েদ খানের চমক অবশ্যই রয়েছে। জায়েদ খান এমনকিছু 'চেহারা' নিজের প্যানেলে সংযুক্ত করছেন যাদের ব্যাপক ক্লিন ইমেজ রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে। এরকম আরও দু'জনের নাম এসেছে যারা দু'জনই তুমুল জনপ্রিয় চিত্রনায়ক/নায়িকা। আরো নিশ্চিত হবার পর সে দু'জনের নাম প্রকাশ করা হবে। এদিকে মৌসুমীর নাম শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যেতে পারেন, কেননা ওমর সানী ও জায়েদ খানের দ্বন্দ্ব অনলাইন মাধ্যমে ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায়। সম্প্রতি একটি ছবির শুটিংয়ে জায়েদ খান, মৌসুমী ও ওমর সানীকে একত্রে দেখা যায়। জায়েদ খানের প্যানেল থেকে এবারেও মিশা সওদাগর সভাপতি হিশেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

অন্যদিকে ইলিয়াস কাঞ্চন এবারের নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী হচ্ছেন। তাঁর প্যানেলে চিত্রনায়িকা নিপূণ সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন। এছাড়াও সাইমন সাদিক, চিত্রনায়ক ইমন, চিত্রনায়ক নিরব এই প্যানেলে থাকছেন।

ইন্টারস্টেট বিএনপি'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে ইতপূর্বে গঠিত ইন্টারস্টেট বিএনপি ইউএসএ'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এই সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম এবং ফিরোজ আহমেদ। কমিটির অন্য কর্মকর্তারা হলেন: সিনিয়র সহ-সভাপতি সালেহ চৌধুরী, সহ-সভাপতি সৈয়দ মুরাদ হাসান রেজা, রফিকুল মাওলা, জাফর তালুকদার, সুররুজ্জামান (মুক্তিযোদ্ধা), আবু তাহের (জাসাস), শেখ হায়দার আলী, জামিলুর রহমান, প্রফেসার. সৈয়দ জহির উদ্দীন, এস.এম ফেরদৌস, মোহাম্মদ সেলিম, দারাধ চৌধুরী, আবুল কাশেম চট্টল, মোস্তাক আহমেদ, ডা. তারেক জামান, সাইদুর রহমান ডিউক, আবু তাহের, আহসান উল্যাহ বাচ্চু ও আব্দুর রহমান, আউট অব স্টেট সহ-সভাপতি একরামুল হক চাকলাদার (ফ্লোরিডা), দিনাজ খান (ফ্লোরিডা), আরিফ আহমেদ আশরাফ (ফ্লোরিডা), আহমেদ মুন্না (কানেকটিকাট), হোসাইন বাচ্চু পাঠান (নিউজার্সি), এম এইচ রেজা (নিউজার্সি), মোহন জাব্বার (জর্জিয়া), কবিরুল ইসলাম (ম্যারিল্যান্ড), তোফায়েল আহমেদ (ভার্জিনিয়া), লিয়াকত আলী খান (ডিসি), রুহেল ভূঞা (পেনসেলভেনিয়া), সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ





সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, জাবেদ উদ্দীন, সালেহ আহমেদ মানিক, ইলিয়াছ খান, সোহরাব হোসাইন, মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, মনজুর মোরশেদ, এ, কে, এম আজিজুল বারী তিতাশ, ডা. টিংকু, মাঈনুল হাসান মুহিদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক আহাসান উল্যাহ মামুন, মোঃ সেলিম, হারুনুর রশিদ চেয়ারম্যান, মোঃ এমদাদ তরফদার (সালেহ চৌধুরী), ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মফিজুর রহমান, শাহাদাত হোসাইন রাজু, সেলিম জাহিদ, মনজুর কাদের সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক খলকুর রহমান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মজিবুর রহমান, মোঃ মনরুল ইসলাম মনির, হাসান আহমেদ, মোঃ হেলাল আহমেদ, সায়েদ পারভেজ, আউট অব স্টেট সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির (ফ্লোরিডা), ইকবাল চৌধুরী (ভার্জিনিয়া), শাহিদুল ইসলাম ঠান্ডু, মাহতাব উদ্দিন মিতু (পেনসিলভেনিয়া), মাইনুল কারিম ঠিপু (নিউজার্সি), অর্থ সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন, সহ-অর্থ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, মোহাম্মদ এ আরাফাত, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ করিম, সহ-প্রচার সম্পাদক জসিম উদ্দিন জনি, কামাল উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক নুর আলম, সহ-দপ্তর সম্পাদক আমিন উল্যাহ সৈকত, হারুন কামাল, সাংস্কৃতিক সম্পাক সুলতানা খানম, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারিয়া আক্তার মৌ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রইস উদ্দিন, সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইসমাইল সাইফুল, হারুনুর রশিদ, ওয়াদুদ বিন ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মুরসালিন হোসাইন, সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক মোজাম্মেল হোসাইন সোহাগ, জিয়াউল হক জিয়া, এইচ এম আবুল হাসেম (জর্জিয়া),শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আকবর আবেদীন, সহ-শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম (চঅ), জনসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক আলাউদ্দিন ফারুক, সহ-জনসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ হোসাইন, আলাউদ্দিন (পেনসিলভেনিয়া), সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক প্রফেসর. ইকবাল হায়দার চৌধুরী, সহ-সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মিজানুর রহমান মিজান, স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক, ফারুখ হোসাইন রন, সহ-স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক ফরহাদ হোসাইন, আবু নাসের মিলন (পেনসিলভেনিয়া), ক্রীড়া সম্পাদক মোশারফ হোসাইন জাহাঙ্গীর, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক সাইফুল্যাহ আজম, আলী আহমেদ মাসুদ, যুব বিষয়ক সম্পাদক ওয়ালী উল্যাহ মোরসালিন, সহ-যুব সম্পাদক এনায়েত উল্যাহ সুমন, আব্দুল ওয়াদুদ (নি-উজার্সি), আইনবিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট আরিফুর চৌধুরী, সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম (মামুন), প্রকাশনা সম্পাদক সালেহ আহমেদ রুমেল, সহ-প্রকাশনা সম্পাদক আমিন উল্যাহ সৈকত (মোরসালিন), মোহাম্মদ হোসাইন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম, সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মামুন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক তাহমিনা আক্তার, সহ-মহিলা বিষয়সম্পাদক ফজিলুতুননেছা (লাকী), তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আমিন রসুল ছোটন, সহ-তথ্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ নূর, কার্যনির্বাহী সদস্য শাহ আলম, আব্দুল ওয়াদুদ, বাবুল চৌধুরী, ওমর ফারুক, খালেক আখন্দ, মায়ুন কবির, মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর আহসান উল্যাহ মিন্টু, আবুল কাশেম, সাধন কর, কামাল উদ্দিন, সেলিম জাহিদ, মোঃ সেলিম হোসাইন শামীম, মাসুদ রানা, আলমগীর হোসাইন, হারুনুর রশিদ মামুন, সাইফুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, হেলাল আহমেদ, আলী আহমেদ মাসুদ, মোকাররাম হোসাইন সোহাগ, আকাশ হোসাইন, এবি এম মেহেদী হাসান, জিয়াওস শামস জনি ও গোলাম মাহমুদ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বেসিক ইসলামিক সেন্টারের সাধারণ সভায় নতুন কমিটি গঠিত

নিউইর্য়ক: বেসিক ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)'র সাধারণ সভা গত ২৬ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল খালেক। সভা পরিচালনা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম মিয়া। অর্থ সম্পাদকের রির্পোট পেশ করেন হামিদুল হক।

সভায় সাধারণ সম্পাদক তার প্রতিবেদনে বৈশ্বিক মহামারীতে বিপদগ্রস্থ ভাইদের সহযোগিতা, মৃত ব্যক্তিদের জানাজা ও দোয়া, কুরআন ক্লাশসহ নিয়মিত বৈঠনের বিবরণ দিয়ে বলেন, প্রবাসে তথা নিউইয়র্কে ব্যস্ততম সময় পার করে স্ত্রী-সন্তানদের সময় দেওয়ার পর যতটুকু সময় একজন সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া দরকার তা আমি দিতে পারিনা। তিনি তার সকল ব্যর্থতা ও ভূলের জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা এবং সংগঠনকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ প্রতিবেদনের উপর প্রশ্ন ও পরামর্শ দিয়ে বক্তব্য রাখেন গোলাম সারোয়ার, শেখ এস আলী, মোস্তফা কামাল, রুহুল আমিন সিদ্দিকি, খবির উদ্দিন ভূইয়া, মো: ফখরুল ইসলাম মাছুম, শামীম কাদেরী, একেএম তারেক, আবুল খায়ের মোল্লা, আব্দুল্লাহ আল মুমন, কামাল হোসেন, তরারক আহমেদ, জামাল হোসেন, আবুল কালাম, সামসুদ্দীন, আলম প্রমুখ। এছাড়া বাফেলো থেকে জুমে সভাপতি নাজমুল হক সাধারণ সম্পাদক আল আমিন লিপুসহ প্রায় ৪০জন সদস্য অংশগ্রহন করেন।

সাধারণ সভা শেষে বিগত কমিটির সভাপতি আব্দুল খালেক ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম মিয়া সহ ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







ব্রিটেনের সেরা সুন্দরীকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হলো না!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২০ সালে ব্রিটেনের সেরা সুন্দরী লি ক্লাইভকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার অনুমোদন বা ভিসা দেয়নি দেশটির ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা। লাস ভেগাসে মিসেস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা রয়েছে তার। রোববার ৫৭টি দেশের সুন্দরীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন।

লি ক্লাইভ মিস ব্রিটেন নির্বাচিত হলেও তার জন্ম হয়েছিল সিরিয়ার দামাস্কাসে। তার ধারণা সিরিয়াতে জন্ম বলেই তাকে ভিসা দেওয়া হয়নি। কারণ, তার স্বামী ও মেয়ে একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করেছিল। তাদের ঠিকই ভিসা দেওয়া হয়েছে। কারণ তাদের জন্ম হয়েছিল ব্রিটেনে।

লি ক্লাইভ বলেন, আমি ব্রিটিশ পাসপোর্ট দিয়ে ভিসার আবেদন করি। আমি ব্রিটেনকে প্রতিনিধিত্ব করছি। আমি একজন ব্রিটিশ নাগরিক। তাই কখনো ভাবিনি যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে বাধা দেওয়া হবে। আমার স্বামী ও মেয়েকে ভিসা দেওয়া হয়েছে। আমারটা প্রত্যাখান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আমার একমাত্র পার্থক্য হলো আমার জন্মস্থান।

গণমাধ্যম বিবিসির কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করে লি ক্লাইভ জানান, তিনি হয়তো এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না। তবে তিনি আশাবাদী দ্রুত সময়ের মধ্যে বিষয়টি সমাধান হবে। যদিও হাতে সময় খুবই কম।

নির্বাচনে আলোচনায় শামীম ওসমান পরিবার

তাকে সাপোর্ট না দিলে আমি কী করব : তৈমূর

তৈমূর জনগণের না, গডফাদারদের প্রার্থী : আইভী

ঢাকা ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের বিভক্তি এখন অনেকটাই স্পষ্ট। শামীম ওসমান এত দিন আকারে-ইঙ্গিতে নৌকার পক্ষে আছেন বলা হলেও শনিবার (৮ জানুয়ারি) আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী সেলিনা হায়াৎ আইভী স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'শামীম ওসমান গডফাদার। স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী তৈমূর আলম খন্দকার জনগণের না, তিনি শামীম ওসমান ও সেলিম ওসমানের প্রার্থী।'

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তিই শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে নন এবং কোনো অবস্থায় অপরিহার্যও নন। নৌকার প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নিশ্চিত হওয়া গেলে শামীম ওসমানের বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'



আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সেলিনা হায়াৎ আইভী শনিবার সকালে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড ও বিকালে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারণা চালান। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা তৈমূর আলম খন্দকার সকালে সিদ্ধিরগঞ্জের ৯ নম্বর ওয়ার্ডসহ আশপাশের এলাকায় প্রচারণা চালান। সেলিনা হায়াৎ আইভী নৌকার পক্ষে বন্দরে প্রচারণাকালে শামীম ওসমানকে গডফাদার আখ্যায়িত করে বলেন, তৈমূর আলম খন্দকার শামীম ওসমান ও সেলিম ওসমানের প্রার্থী। উনি বিএনপির প্রার্থী নন, স্বতন্ত্র প্রার্থীও নন। তৈমূর আলম শুক্রবার বন্দরে সেলিম ওসমানের জাতীয় পার্টির চার জন চেয়ারম্যানকে নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন। এতেই সারা নারায়ণগঞ্জে যে গুঞ্জন ছিল 'তৈমূর আলম খন্দকার গডফাদার শামীম ওসমানের ক্যান্ডিডেট' তা প্রমাণ হয়েছে।'

অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী তৈমূর আলম খন্দকার বলেন, নৌকার প্রার্থী আমার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে আবোল-তাবোল বকছেন। আমি কারো পায়ে হাঁটি না। তাকে (আইভী) নাকি কেউ সাপোর্ট দেয় না, এখানে আমি কী করব। তাদের এমপি, দলের নেতাকর্মীরা যদি তাকে সাপোর্ট না দেয় সেটা আমার করার কিছু নেই।

এদিকে শনিবার ছাত্রলীগের নারায়নগঞ্জ মহানগর কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রলীগ শুধু মেয়াদোত্তীর্ণের বিষয়টি উল্লেখ করলেও সিটি নির্বাচনে মহানগর ছাত্রলীগ নৌকার প্রার্থীর পক্ষে কাজ না করায় কমিটি বিলুপ্তি করা হয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য। যদিও কয়েক দিন যাবত মহানগর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নৌকার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাব ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন, 'নৌকা নিয়ে যারা এমপি হয়েছেন তারা নৌকার পক্ষে কাজ না করলে তা নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। নৌকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে।' বিকালে সিদ্ধিরগঞ্জ পুল এলাকায় যুবলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ ফজলে শামস্ পরশ নৌকার পক্ষে প্রচারণাকালে বলেন, 'উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে নৌকার বিজয়ের যেমন বিকল্প নাই, তেমনি সেলিনা হায়াৎ আইভীর কোনো বিকল্প নাই।'

এসময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুল হোসেন খান নিখিল, জেলা যুবলীগ সভাপতি শাহদাত হোসেন ভূঁইয়া সাজনুসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সেলিনা হায়াৎ আইভী শামীম ওসমানকে গডফাদার বলার পর তার অনুসারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। দুপুরে নাসিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যরা প্রেসক্লাব ভবনে অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এতে আব্দুর রহমান ছাড়াও বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীর কবির নানক, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম, এস এম কামাল, বি এম মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

আইভির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়া আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন, আইভীর সাহসিকতার কারণে নগরবাসী তাকে গ্রহণ করেছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইভী আপসহীন। নৌকা মার্কায় জয়লাভ করে এখন নৌকার বিরোধিতা করছে এমন এমপির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জাতীয় পার্টির এমপি প্রধানমন্ত্রীর দয়ায় এমপি হয়েছেন। প্রয়োজনে আমরা আলোচনা করে জোটগত অবস্থান পরিবর্তন করব। তবে দলে কোনো বিভক্তি নেই। নারায়ণগঞ্জের সব নেতাকর্মী ঐক্যবদ্ধ।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৬ জানুয়ারি নাসিকের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ২৭টি ওয়ার্ডে ১৪৬ জন কাউন্সিলর প্রার্থী ও ৩৪ জন নারী কাউন্সিলর প্রার্থী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে শামীম-আইভীর বিরোধ আবারও প্রকাশ্যে আসায় মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বিব্রত বোধ করছেন।





শাপলার বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েট নিউইয়র্ক ইন্ক আয়াজিত বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধা ৭ ঘটিকায় জ্যাকসন হাইটস্থ ইটজি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ওয়াসীম উদ্দিন ভূঁইয়া। উপস্থাপনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন। বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে সংগঠনের বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শুরুতেই বার্ষিক বিবরনী পাঠের মধ্য দিয়ে বিগত বৎসরের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরেন। সাংগঠনিক সম্পাদক সদস্যদের মাঝে শাপলার নতুন মেম্বার ডাইরেক্টরী প্রদান করেন।

অডিট কমিশনার মোঃ আলমগীর হোসেন ২০২১ সালের অডিট রিপোর্টের কপি উপস্থিত সকল সদস্যদের নিকট বিতরণ করেন এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ভুল ও সুন্দরভাবে সদস্যদেরকে বুঝিয়ে দেন।

সভায় ২০২২ সালের জন্য সবার সম্মতিক্রমে তিন (৩) সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি গঠন করা হয়। তারা হলেন- মোঃ আলমগীর হোসেন (অডিট কমিশনার) সদস্য নং ২৯০, জাবেদ চৌধুরী (অডিট কমিশন সদস্য) সদস্য নং ২৬৭, মোঃ রফিকুল ইসলাম (অডিট কমিশন সদস্য) সদস্য নং ২৯৩। নির্বাচন কমিশনার মীর এইচ জামান নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটিকে ২০২২-২০২৩ শপথ পাঠ করান এবং সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য পরামর্শ দেন। পরিশেষে সংগঠনের সভাপতি ওয়াসীম উদ্দিন ভূইয়া বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদেরকে ধন্যবাদ ও ইংরেজী বছরের শুভেচ্ছা এবং কমপক্ষে একজন করে নিয়মিত সদস্য করার জন্য আহবান জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কেআইবি নেত্রী ড. বিলকিস বেগমকে সবংর্ধনা দিল শেরেবাংলা এলামনাই

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র সফররত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (কেআইবি) নেত্রী ও বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি বিলকিস বেগম পিএইচডি-কে সবর্ংধনা দিল শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিশেন, আমেরিকা। গত ০১ জানুয়ারী শনিবার কুইন্সের জামাইকাস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মীর ফরিদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে এ সবর্ংধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী। সভার শুরুতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিলকিস বেগমকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্ট প্রদান করেন। তাকে উপহার হিসেবে সংগঠনের স্যুভেনীর ২০২১ ও সংগঠনের নাম খচিত মগ প্রদান করা হয়। তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন প্রফেসর কৃষিবিদ ফারুকুজ্জামান স্বপন ও ফেডারেল সরকারের এমপ্লয়ই কৃষিবিদ বিদ্যুৎ রায়।

সভায় বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন। বিলকিস বেগম বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষিবিজ্ঞানীরা কিভাবে ভূমিকা রাখছেন তা ব্যাখ্যা করেন।

বিলকিস বেগম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কানেকটিকাট ও নিউইয়র্ক সফর করেন। তিনি বর্তমানে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাকে দেয়া এ সবর্ংধনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন রেজাউল হক মানিক, বিদ্যুৎ রায়, তপতী রায়, প্রভাত বোস, এম এ মামুন, জিয়াউল ইসলাম জিয়া ও মনোয়ারুল ইসলাম। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউজ পোর্টাল এডিটরস ফোরাম গঠিত

সভাপতি দর্পণ কবীর, সা. সম্পাদক শাহ জে. চৌধুরী

নিউইয়র্ক: নতুন বছরের প্রথম দিনে নিউইয়র্কে 'নিউজ পোর্টাল এডিটরস ফোরাম' গঠিত হলো। ১ জানুয়ারী (২০২২ সাল) দুপুরে নিউইয়র্ক শহরের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে এক সভা করে নিউজ পোর্টালের সম্পাদকরা এই ফোরাম গঠন করেন। এই ফোরাম বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মুক্ত সাংবাদিকতায় উৎসাহ সৃষ্টিতে কাজ করবে। সাংবাদিকতার পেশাগত



মান উন্নয়নেও সভা-সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা করবে বিভিন্ন সময়ে। নিপীড়িত এবং আইনী অধিকার বঞ্চিত সাংবাদিকদের জন্য জনমত সৃষ্টিতেও ফোরাম ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবে। এই লক্ষ্যে সংগঠনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় এদিন। প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী কমিটির সভাপতি হলেন দেশকণ্ঠ ডটকমের সম্পাদক দর্পণ কবীর এবং সাধারণ সম্পাদক রূপসী বাংলা ডটকমের সম্পাদক শাহ জে. চৌধুরী। এ ছাড়া কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন গোচরে ডট ইউএস-এর সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন দিপু এবং নির্বাহী সদস্যরা হলেন দেশইউএসএ ডটকম-এর সম্পাদক মিজানুর রহমান ও বাংলানিউজ ইউএসএ২৪-এর সম্পাদক পুলক মাহমুদ।

এ ছাড়া সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন বিজয় ডটকমের সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.কে.এম. ফজলুল হক। সংগঠনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন (সম্পাদক, প্রথম আলো এনওয়াইডটকম), মোহাম্মদ সাঈদ (সম্পাদক, প্রবাসএ-নওয়াই ডটকম), শওকত ওসমান রচি (সম্পাদক, বাংলাখবর ডটনেট), মোহাম্মদ মশিউর রহমান মজুমদার (সম্পাদক, খবর ডটকম), গোলাম মোস্তফা সংগ্রাম (সম্পাদক, বাংলা মেট্রো ডটকম), হোসনে আরা চৌধুরী (সম্পাদক, হিন্দুস্থান সুরখিয়ান ডটকম) ও সানজিদা আক্তার (সম্পাদক, চলমান নিউইয়র্ক ডট কম)।

এই সংগঠনের বিভিন্ন দেশে শাখা কমিটি বা চ্যাপ্টার খোলা যাবে, তবে সংগঠনটির প্রধান কমিটি ও অফিস থাকবে নিউইয়র্কে। ভবিষ্যতে সাংবাদিকতার বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দেশে সভা-সেমিনার করা এবং কর্মশালা করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংগঠনটি আত্মপ্রকাশের সময় নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন। নিউইয়র্ক শহরের জ্যাকসন হাইটস এলাকার একটি পার্টি হলে সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়। - প্রেসবিজ্ঞপ্তি।







ছায়া
মেহেদী ইকবাল

আমাকে ভালো করে দেখতে দাও
মাঠ থেকে রাস্তায়
দেখি ছায়া দাঁড়িয়ে থাকে
আমি থাকি ছায়ার পেছনে
আর ছায়া পেছনে আমার
এতো আলো এতো আলো তবু অন্ধকার
ছায়া গোপনীয়তার কথা ভাবে
সবাই কি দেখতে পায় সবকিছু?
আমি ভাবি অন্ধদের কথা
অন্ধেরও ছায়া থাকে
অন্ধ কি দেখতে পায় তার ছায়া?

ছায়ার পেছনে ছুটি
অন্ধকার
গোপনীয়তা পছন্দ করে ছায়া
নরকের বাসিন্দা আমি
বিকল্পের জন্য বিদ্রোহ বিস্তর রক্তপাত
নরকে অভ্যস্ত হয় কারা!
থাকার জন্য আমি বেছে নিয়েছি নরক
ছায়া থাকে অদৃশ্য ভেতরে আমার
তার কোনো পছন্দ নেই
আমরা দুজনেই থাকি একসাথে

ক্রীতদাস!

ভোরের প্রসব বেদনায়
ফজলুল হক তুহিন

একটি প্রাণজ ভোরের প্রসব বেদনায় দেখো
আকাশ কেমন রক্তিম হয়ে ওঠে
যেভাবে আমার মা আমাকে নিয়ে আসেন আলোয়
আমি সেই ভোরে আকাশের দিকে
তাকিয়ে একটি পূর্ণ দিনের আশায় ছিলাম
আমার বয়স সময়ের সিঁড়ি বেয়ে জাগ্রত ও লুপ্ত
সব সভ্যতা ছেড়ে আগামীর পথে গতিমান
গ্রিক, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত–
সব সভ্যতা পেয়েছিলো আলোকিত ভোর
কেবল আমার গ্রাম জনপদ গঞ্জ শহর
পেলো না একটি প্রার্থিত প্রাণময়
সকালের সাক্ষাৎ!

আমি ছটফট করছি মরছি অন্ধকারের গহীন গর্ভে
ধল প্রহরের অপেক্ষা কবে শেষ হবে জানি না কেউ

জানি না আরও কতোটা শতক অনন্ত রাত্রির গহবরে
ভাসতে থাকবো একটি ভোরের জন্য
আলোহীন প্রাণ দেখবে কি কখনও
বিপুলা পৃথিবী?

নীল যমুনার ঢেউয়ের মতো বহমান মহাকাল
একটি ভোরের কুসুম ফোটাতে আমরাই চলো তুলে দিই

সাহসের পাল ।

অণুগল্প ও একটি লালট্রেন
শিউল মনজুর

গল্পটি করতে চেয়েছিলাম গুচ্ছগুচ্ছ চুলের-
দীর্ঘকালো চুলের
যে চুল ছুঁয়ে বহে যায় হাডসনের ঝড়ো হাওয়া প্রতিদিন
না, শেষ পর্যন্ত তাও পারিনি...

গল্পটি করতে চেয়েছিলাম
ভ্রু পল্লবীর নিচে লুকানো দীপ্র দুপুরের
রোদ শেষে যে চোখের কার্ণিশে
বৃষ্টির মতো ঝরে সন্ধ্যার অবিরল স্নিগ্ধতা
না, শেষ পর্যন্ত তাও পারিনি...

গল্পটি করতে চেয়েছিলাম মধুমাখা হাসির
যে মুখের হাসিতে গোলাপ ফুটে গল্পের ঠাস বুননে
না, শেষ পর্যন্ত সহজ সরল অণুগল্পটিও করতে পারিনি...

আসলে, কথা শিল্পের দাড়িকমা চিহ্নের প্ল্যাটফর্মে
আজো আমি দাঁড়াতে পারিনি-
কোনো কারণ ছাড়াই, সময়ের আগেই
একটি লাল ট্রেন এসে উঠিয়ে নিয়ে যায় আমাকে
অন্যকোনো দূরের জংশনে...

অস্তিত্বের অর্ধশত বছরে দাঁড়িয়ে
হাবিব ফয়েজি

আমার এই বলিরেখাগুলো, অন্য কিছু নয়
জীবন সায়ের সায়াহ্ন দুশ্চিন্তার ঢেউ
স্বদেশের রক্তাশ্রু দেখে; শিরা-উপশিরায়
চাপ বেড়ে যায় প্রচন্ডরকম
মনেহয়- অনায়াসেই হাত অপবিত্র করে ফেলি
ঘাতক-দালাল আর বেইমানের রক্তে

চাঁদ-সূর্য যৌবন ফিরে পাবার আজ পঞ্চাশ পূর্ণ হলো
অথবা আমার অস্তিত্বের আজ অর্ধশত বছর
অথচ দেখো কী আশ্চর্যের কথা
এখনও সঠিক ইতিহাস লিখা হয়ে ওঠে নি
এরচেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে বলো
নতুন প্রজন্মের কাছে কী জবাব দেবো আমরা?

তবে কি আরেকটা যুদ্ধ অনিবার্য...?

দোলনা
সৈয়দ আহমদ জুয়েদ

পথ ছেড়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছি
যদি তুমি হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফের ।

ঘাসের ডগায় যেমন ঝিলিক দেয় সকালের শিশির
দুপুর রোদে যেমন এক ফালি ছায়া দেয় বটের পাতা
তেমনি উষ্ণ প্রেমে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে নিবে সুখ ।

আমি দাঁড়িয়ে আছি, পথ ছেড়ে-
তুমি এসো, দেখো কেমন চুপসে গেছে তোমার অপেক্ষায় থাকা পথ ফুল ।

তুমি এসো, দেখো কেমন তৃষ্ণার্ত এই চোখ ।
তোমার অপেক্ষায়, একটি প্রেম বারবার দোল খায় ।

উন্মনা সন্ধ্যের ছায়া
আশরাফ হাসান

কুয়াশা ভেঙ্গে যখোনই তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে চেয়েছি
রোদের সাহস দিয়ে বুনতে চেয়েছি দিনের মুখাবয়ব
পাখিদের কণ্ঠ থেকে তুলে দিতে চেয়েছি সুরানন্দ
ফুলের সুবাস কিংবা ঈষৎ ভেজা পাপড়িদৃশ্য
তুমি তখোনই নিজেকে আOাল করে নিয়েছো উন্মনা সন্ধ্যের ছায়ার ভেতর

বৃক্ষের পল্লবিত বাতাসে ঝুলিয়ে দিয়েছো অহেতুক লকডাউন
নদীর ভাঙ্গনের মতো প্লাবিত হয়েছে আমার শ্যামল গ্রাম
আর সাইবার ঝড়ের ন্যায় নেমে এসেছে ক'টি অদৃশ্য আঙ্গুল ।

বিষাদের ফসিল কুড়ানো মহরত থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম দুহাত
দীর্ঘ রাত্রির ঔরসে জমেছিল যে অন্ধকার ছায়াপথ
আমি সেখানে থেকে প্রত্যুষের বাঁধা চোখ-মুখ-হাতপা
সমস্ত শরীরের মুক্তি চেয়েছিলাম রাজবন্দির মতো

অথচ তুমি কী নির্লিপ্ততায় থেকেছো স্বেচ্ছাচারি
মামলার জাল বিছিয়ে দেওয়ার মতো
ধোঁয়াশায় আটকে দিয়েছো আমার অনিবার্য জামিনের নোটিশ ।

আসে কি তেমন আর
আনিসুর রহমান অপু

উচ্ছেদের আগে ইচ্ছেগুলো আর একবার পাশ ফিরে শোয়,
একদিন এখানেও ছিল নদীগান, জলের জ্যামিতি
চুমুর আবেশ লাগা নীলখাম অনুভূতি ।
বিধ্বস্ত ডানার পাখি ভুলে থাকে মেঘস্মৃতি,
বাতাসহীন ভালোবাসার ফুসফুস
ইনহেলার নির্ভর যেখানে জীবন;
মধ্যরাতে ঘরে ফেরা রাতগুলি এখনো সেভাবে
একা তড়পায়-
মনে পড়ে এস্কিমোদের কুটির
সীলের চর্বির বিনম্র উষ্ণতা;

আসে কি তেমন আর বিহঙ্গকথা! বাজারী দালালের
মতোন যেখানে মধ্যস্থতা করে স্বার্থ সুনিপুণ,
নীল মাছি ঠিক চিনে নেয় উপচানো ক্ষতের উৎসমুখ
অন্যদের কথা থাক, মানুষ হিসেবে আয়নায়
নিজেকে কীভাবে দেখ?
রোদভীরু কুষ্ঠ রোগীর মতোন তোমার সংসর্গ
এড়াতে সবাই কেন চায়!
কেন ভাবে সবে, তুমি নেহাত কথার কারবারী!

অন্তিম জীবন
শারমিন সুলতানা রীনা

সুখের সমুদ্রে কেউ ভাসে চিরদিন
আনন্দ আলোক রেখা রাঙায় জীবন

মানুষে মানুষে থাকে কতো ব্যবধান
যেনবা রেসের ঘোড়া জীবন জুয়ায়

প্রভাত কিরণে কারো ব্যথিত জীবন
ভোরের শিশির ভাসে চোখের অশ্রুতে

আলোর মশাল জ্বেলে নিভৃত অন্তরে
পায়ের তলায় ঠেকে বিদগ্ধ আগুন

বেদনা সুধায় ভরে নিয়তি লিখন
দুখের সীমানা ওই অন্তিম জীবন ।

অবশেষে মুক্ত পৃথিবীতে প্রতিবাদী রাজকুমারী বাসমা বিনতে সৌদ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোনো অভিযোগ ছিল না তাঁর বিরুদ্ধে। তবুও তাঁকে এবং তাঁর মেয়েকে প্রায় তিন বছর আটক করে রাখা হয়েছিল। ৫৭ বছর বয়সী রাজকুমারী বাসমা বিনতে সৌদ মুক্তি পেয়েছেন। একটি মানবাধিকার সংস্থা বিষয়টি আজ শনিবার নিশ্চিত করে। রাজ পরিবারের এই সদস্য ছিলেন সৌদিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও নারী অধিকারের প্রবক্তা এবং একজন উচ্চকণ্ঠ। তিনি ২০১৯ সালের মার্চে কারাবন্দি হন। ২০২০ সালের এপ্রিলে তিনি কিং সালমান এবং ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের কাছে তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে কারামুক্তির আবেদন জানান। মানবাধিকার সংস্থাটি টুইটে লেখে, বাসমা বিনতে সৌদ আল সৌদ এবং তাঁর কন্যা সুহৌদ এখন মুক্ত। তিনি কারাবন্দি ছিলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল এবং জীবন সংশয় ছিল। আর এই কারাবন্দির সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। এ ব্যাপারে সৌদি কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তাঁর পরিবারের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, সুইজারল্যান্ডে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার অল্প কদিন আগে তাঁকে আটক করা হয়। তবে তিনি কি ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন, তা কখনো জানানো হয়নি। রাজকুমারী বাসমাকে আল-হাইর কারাগারে রাখা হয়। যেখানে আরো অনেক রাজবন্দিকে রাখা হয়েছে ৬তিনি একজন স্পষ্ট সমালোচক, তাই তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল্ল বলে ২০২০ সালে জাতিসংঘের কাছে লিখিতভাবে জানায় তাঁর পরিবার। এএফপি এমন একটি চিঠি দেখেছিল। তাকে মোহাম্মদ বিন নায়েফের সহযোগী হিসেবেও গণ্য করা হয়েছিল বলে জানানো হয় ওই চিঠিতে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • লিফটে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • স্লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফ্রক ডিজিক/বালেয় গিয়ে "বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা" দেওয়া হয়।
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

কেমন হবে নতুন বছরের রাজনীতি

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সরকারি দলের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ২০২২ সালে সরকারের আচরণ হবে অন্যরকম। এ বছর বিরোধী দলগুলো মরিয়া হয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি আদায়ে সক্রিয় হবে। কারণ, দলগুলো জানে, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী-এমপিদের ক্ষমতায় রেখে, জাতীয় সংসদ না ভেঙে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আর ওই নির্বাচনে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে নেওয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। ক্ষমতা না ছেড়ে এমন নির্বাচন করায় আমলারাও সরকারকে সহায়তা করবেন।

কারণ, সরকারের হাতেই তাদের পদোন্নতি-বদলিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকে। এ জন্য আমলারা নিজেদের স্বার্থেই সরকারের বিরাগ-ভাজন হবেন না। এমতাবস্থায় নিজস্ব মনপছন্দ লোকজন দিয়ে ইসি গঠন করলে সে কমিশন যে সরকারের অঘোষিত ডিকটেশন অনুযায়ী কাজ করবে, তা অনুধাবন করা যায়। অনুসন্ধান কমিটি গঠনের নামে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কতিপয় দলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠনের যেসব শ্রুতিশোভন কথা বলছেন, তা তার ভদ্রতার পরিচায়ক। বাস্তবে তার পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বাইরে গিয়ে যুগপৎ সার্চ কমিটি বা নির্বাচন কমিশন গঠন করা সম্ভব হবে না।

এমন পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে বিরোধী দলগুলোর সামনে একটি মাত্র পথ খোলা থাকবে। আর এ পথটি হলো, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি আদায় করা। আন্দোলন না করে যে এমন দাবি আদায় করা যাবে না, সে সম্পর্কে বিরোধী দলগুলো ওয়াকিবহাল। এ জন্য দলগুলো সরকারের ওপর তাদের এমন দাবি মেনে নিতে যুগপৎ স্বদেশি ও বিদেশি চাপ বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর এ উদ্যোগ জোরালো করতে ২০২২ সালকে বিরোধী শিবির থেকে উপযুক্ত সময় বিবেচনা করা হচ্ছে। বিএনপি মহাসচিবের 'মাঠেই ফয়সালা হবে' শীর্ষক সাম্প্রতিক বক্তব্যে রাজপথের আন্দোলনের আভাস সুস্পষ্ট। এখন দেখার বিষয়, বিএনপি সমমনা দলগুলোকে নিয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন জমাতে পারে কিনা। তবে সরকার চেষ্টা করবে যাতে বিএনপি এমন আন্দোলন করতে না পারে। সেক্ষেত্রে আবারও পুরোনো 'ধরপাকড়' ও 'মামলা' অস্ত্রের সঙ্গে নতুন 'করোনা' বা 'ওমিক্রন' অস্ত্র ব্যবহৃত হয় কিনা, তা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভাবার বিষয়। এমন লক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয়, ২০২২ সালে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে।

নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার বিরোধীদলীয় দাবির পক্ষে ইতোমধ্যে বহির্বিশ্বের চাপ সৃষ্টিতে বিরোধী দলগুলো কিছুটা এগোতে পেরেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে গণতান্ত্রয়নের জন্য একটি অবস্থান গ্রহণ করেছেন বলে বিভিন্নভাবে জানান দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক আলোচনায় বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানো তারই প্রমাণ। জাতিসংঘসহ অন্য কয়েকটি বড় দেশও বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান চায়। এমতাবস্থায় সরকারকে চাপে ফেলে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী করিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করার জন্য ২০২২ সালকে সব বিরোধী দলই সঠিক সময় বলে গণ্য করছে।

অন্যদিকে আ স ম আব্দুর রব ও কিছু ছোট দল রাজনৈতিক সংকট সমাধানে ২ বছরের জন্য একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করেছেন। তবে সরকার কোনো দাবিই মেনে নিতে চাইছে না। কাজেই যে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে সরকারি উদ্যোগ সমাজে সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়াবে। বাড়বে ধরপাকড় এবং হয়তো নতুন করে উজ্জীবিত করা হবে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ঝিমিয়ে পড়া মামলাগুলো। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, ২০২২ সালে রাজনীতির মাঠে যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে। তবে সরকার চাইলে এ নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনার অবসান ঘটাতে পারে। কারণ, সরকারের সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সরকার একটি সাংবিধানিক সংশোধনী করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সব আন্দোলন প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিতে পারে। তবে গত দুটি সংসদ নির্বাচনের ঘটনা আমলে নিয়ে বলা যায়, সরকারের তেমন কোনো পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। সরকার গতানুগতিক ভঙ্গিমায় প্রশাসন, পোশাকধারী বাহিনী এবং ইসির সহায়তা নিয়ে অন্য কোনো নতুন ফন্দি-ফিকিরে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে চাইবে। সে চেষ্টায় গত দুটি নির্বাচনের মতো এবারও সরকার সফল হতে পারবে কিনা, তা সময়ই বলে দেবে। এ ক্ষেত্রে কতিপয় পরাশক্তিধর দেশ সরকারের এসব উদ্দেশ্য হাসিলে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই রাজনৈতিক অঙ্কে মেধাবী প্রশাসকরা যে সব সময় একইভাবে সরকারের সব নির্দেশনা মানবেন, এ কথা বলা যায় না।

এসব দেখেশুনে এবং ২০২২ সালের পরিস্থিতি অনুধাবন করে শিক্ষিত যুবসমাজের স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসছে। তারা ভাবছেন, চলমান সেশনজট এ বছর রাজনৈতিক অস্থিরতায় পড়ে আরও বাড়তে পারে। একে তো করোনার কবলে পড়ে তারা লেখাপড়া ও ক্লাস-পরীক্ষা সময়মতো দিতে পারেননি। ফলে কর্মজীবনে প্রবেশের সোনার হরিণ তাদের কাছে অধরাই রয়ে গেছে। তা ছাড়া চাকরির বাজারের দুরবস্থার কথা তাদের অজানা নয়। লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার চাকরির অপেক্ষায় দিন গুনছেন। অনেকে স্বপ্নহীন হয়ে বিপথগামী হচ্ছেন। এ হতাশা ও নিরাশার মধ্যে না থেকে এদের অনেকেই দেশের বাইরে চলে যেতে চাইছেন। বেশি যোগ্যদের অনেকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ যোগ্যতায় বৃত্তি নিয়ে এবং সক্ষমদের অনেকে বেতন দিয়ে পড়তে যাচ্ছেন। আর যেসব দেশে বেতন ছাড়া লেখাপড়া করা যায়, অধিকাংশ অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা সেসব দেশে পড়তে যেতে চাইছেন। এ কারণে এখন অনেক শিক্ষার্থী জার্মানি, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে পড়তে যাচ্ছেন। বিদেশে শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা থাকায় সেখানে পড়ার সুযোগ পেলে আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীরা দেশ ছাড়ছেন; এ বিদেশ যাওয়ার গতি দেশের রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশের শিক্ষাঙ্গনে যদি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায়; সেইসঙ্গে নির্ধারিত সময়ে ক্লাস, পরীক্ষা, রেজাল্ট প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষিত যুবশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

এমন 'ব্রেইন ড্রেইন' রোধ করতে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। না হলে দেশ ক্রমান্বয়ে মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। কারণ, যারা দেশের শিক্ষাঙ্গনের বিশৃঙ্খলায় বিরক্ত হয়ে বিদেশে লেখাপড়া করতে যাচ্ছেন, তারা সেখানে প্রায় সবাই ভালো ফলাফল করবেন। এদের অনেকেই সেখানে থেকে যাবেন। এর ফলে দেশ হারাবে মেধাবী যুবশক্তি। দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারাঙ্গন, শিক্ষাঙ্গন হারাবে মেধাবী লোকবল। শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এ সংকট দূর করা যেত। কিন্তু রাজনীতির কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। আসলে রাজনীতি হলো একটি দেশের মস্তিষ্ক বা স্নায়ুকেন্দ্র। রাজনীতি অসুস্থ হলে সবকিছুতে তার প্রভাব পড়ে। নাগরিক সমাজ ভেবেছিলেন, করোনার কারণে শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্ষতি হয়েছে, করোনা হ্রাস পেলে শিক্ষকরা বাড়তি শ্রম দিয়ে সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু কই? শিক্ষক সমাজের পারফরম্যান্সে কি সে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে?

শিক্ষাসহ সব সমস্যা সমাধানের জন্য দেশ পরিচালনায় একটি শক্তিশালী সরকার থাকা দরকার। ওই সরকারকে অবশ্যই একটি গ্রহণযোগ্য ও অবিতর্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে হবে। এমন একটি দেশপ্রেমিক সরকার যদি আন্তরিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাহলে শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন গঠিত হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের মনপছন্দ লোকজন দিয়ে। ফলে এমন ইসি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। দলীয়করণকৃত প্রশাসন তো সরকারের আজ্ঞাবহ হবেই। কারণ, এসব প্রশাসকদের পদোন্নতি ও বদলি যে সরকারের হাতে, সে সরকার না ভেঙে নির্বাচন হবে। কাজেই সরকারি দল ক্ষমতায় থেকে যেভাবে দলীয় সরকারাধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে, তাতে এ নির্বাচনে কেবল ক্ষমতাসীন দলই বিজয়লাভ করবে। ফলে সমস্যার সমাধান হবে না।

এ দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়ার উপায় এখন সরকারের হাতে। কারণ, তাদের জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। সরকার চাইলে একটি সাংবিধানিক আইন পাশ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারে। সাংবিধানিক সুযোগ কাজে লাগিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই তারা নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্যও একটি আইন পাশ করতে পারে। এ কাজ দুটি করলে নির্বাচনের ওপর নাগরিক সমাজ আস্থা ফিরে পাবে। আর গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত দেশপ্রেমিক সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটিয়ে ব্রেইন ড্রেইন কমাতে পারবে। ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার ফন্দি-ফিকির ত্যাগ করে কবে সরকার দলপ্রেমের পরিবর্তে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন উদ্যোগ নেবে, তা সরকারকেই নির্ধারণ করতে হবে। আর এ ব্যাপারে সরকার কোনো উদ্যোগ না নিলে ২০২২ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও 'ব্রেইন ড্রেইন' বাড়বে।

অন্যদিকে আ স ম আব্দুর রব ও কিছু ছোট দল রাজনৈতিক সংকট সমাধানে ২ বছরের জন্য একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি উত্থাপন করেছেন। তবে সরকার কোনো দাবিই মেনে নিতে চাইছে না। কাজেই যে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে সরকারি উদ্যোগ সমাজে সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়াবে।

লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

২০০ কোটি টাকার লেনদেন : স্ত্রীসহ জাপার রুহুল আমিনকে দুদকের তলব

(প্রথম পাতার পর)

টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের ব্যাখ্যা চাইতে আগামী ১০ জানুয়ারি রাজধানীর সেগুনবাগিচা দুদকের কার্যালয়ে জাপার রুহুল আমিন ও তার স্ত্রীকে ডাকা হয়েছে। সম্প্রতি দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ও অনুসন্ধান কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান একটি তলবি নোটিশ দিয়েছেন।

তলবি নোটিশে বলা হয়েছে- গত ১০ নভেম্বর রুহুল আমিন হাওলাদারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য প্রদানের জন্য দুই মাস সময় দেওয়া হয়। দুই মাস সময় দেওয়ার পর কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১০ জানুয়ারি কমিশনে উপস্থিত হয়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার নিকট বক্তব্য প্রদানের জন¨ মাস সময় দেওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো তলব করা হলো।

এর আগেও দুদকের তরফ থেকে কয়েকদফা তলব করা হয়েছিল রুহুল আমিন হাওলাদারকে, কিন্তু কখনই তিনি হাজির হননি। ২০১৯ সালের ২০ মে এমন একটি তারিখে ওমরাহ হজে যাওয়ার প্রস্তুতির কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে যান তিনি।

সরকারি সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমে শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে ২০১৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রুহুল আমিন হাওলাদারকে প্রথম দফায় তলব করে দুদক। কিন্তু সে সময় নির্বাচনের প্রস্তুতির কারণ দেখিয়ে দুদকে হাজির না হয়ে তিনি হাজিরা থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন।



অনুরোধ করা হলো।

দুদকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে প্রায় ২০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারিতে সন্দেহজনক লেনদের তথ্য ধরা পড়লে, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দুদককে অনুরোধ করা হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান পর্যায়ের প্রথম ধাপে গত বছরের আগস্টে প্রথমবার তলব করা হলে তখন হাজির হননি জাপা নেতা ও তার স্ত্রী। তারা সময় চেয়ে আবেদন করেন। তাদের আবেদন আমলে নিয়ে দুই ২০১৯ সালের ২৮ মার্চ রুহুল আমিন হাওলাদারকে সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে হাজির হতে বলা হয়। ওই নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাওলাদার রিট আবেদন করলে আদালত প্রাথমিক শুনানি নিয়ে চার সপ্তাহের জন্য দুদকের তলব স্থগিত করে দিয়েছিলেন।

এরপর সে স্থগিতাদেশটি ২০১৯ সালের ২৮ এপ্রিল স্থগিত করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর ফলে হাওলাদারকে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে আর কোনো আইনি বাধা না থাকায় তলব করে ফের নোটিশ দেওয়া হয়।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মুল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49/lb
লাইভ বাকেলো $3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99/lb
দেশী রুই $1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49/lb
Porgy $1.49/lb
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
ছোলার বাসমতি রাইস $18.99
শাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুপারকোয়া বাসমতি রাইস $12.99
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রোস্কোপ ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকোজি, স্পাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেষ্ট, কান পরিষ্কার করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

166-32 Highland Ave. Jamaica, NY. ফ্রম 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ড়রধ খড়ঢ়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝধবরহধু ঝধবরবহ,
অংড়ড়রধ, ঘঢ
ঘ ঃবৎরহ ঃড় ৩০ অব. ঝধবরড়হ
প্রবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

718-475-5686

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা

(প্রথম পাতার পর)

রাজধানী ঢাকা। শনিবার সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটে ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স(একিউআই) ১৯৭ রেকর্ড করা হয়েছে। যার অর্থ হলো জনবহুল এ শহরের বাতাসের মান 'অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে। চীনের শেনিয়াং ও উহান যথাক্রমে ১৭৯ ও ১৭৬ কিউআই সূচক নিয়ে পরবর্তী দুটি স্থানে অবস্থান করছে।

একিউআই স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে নগরবাসীর প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। একইভাবে একিউআই স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ তা জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোনো ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়। বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি ধরনকে ভিত্তি করে- বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২ দশমিক ৫), এনও২, সিও, এসও২ ও ওজোন (ও৩)। ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে বায়ু দূষণে ভুগছে। এর বাতাসের গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয়।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ু দূষণের তিনটি প্রধান উৎস হল, ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলা।

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, নির্মাণ কাজ, রাস্তার ধুলা ও অন্যান্য উৎস থেকে দূষিত কণার ব্যাপক নিঃসরণের কারণে শহরের বাতাসের গুণমান দ্রুত খারাপ হতে শুরু করে।

বেশ কয়েকটি গবেষণা অনুসারে, বায়ু দূষণ ক্রমাগত বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও অক্ষমতার জন্য ঝুঁকির কারণগুলোর মধ্যে একটি। দীর্ঘদিন দূষিত বায়ুতে শ্বাস নেয়ার ফলে একজন ব্যক্তির হৃদরোগ, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ফুসফুসের সংক্রমণ ও ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বায়ু দূষণে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর মূলত স্ট্রোক, হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী পালমোনারি রোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার ও তীব্র শ্বাসকষ্টের ফলে আনুমানিক ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।

স্মার্টফোনের ধারণাই বদলে দেবে 'পাই

(প্রথম পাতার পর)

তো রয়েছেই। এবার সেটিও দূর করতে মাঠে নেমেছেন প্রযুক্তি খাতের নামি উদ্যোক্তা 'ভিনগ্রহের মানুষ'খ্যাত ইলন মাস্ক। তার প্রতিষ্ঠান টেসলা এমন 'সুপার ফোন' আনছে-যাতে 'স্মার্টফোন' নিয়ে আপনার ধারণাই বদলে যেতে পারে। প্রযুক্তি বাজারে ছড়িয়ে পড়া গুঞ্জন সত্যি কি না-এবার সেটিই দেখার অপেক্ষা। দ্য গার্ডিয়ান।

পরবর্তী প্রজন্মের এ ডিভাইসটির নাম 'পাই' (টেসলা মডেল পাই)। ফাইভজি প্রযুক্তির ফোনটি চলবে স্যাটেলাইটেও। অর্থাৎ স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া সংকেত ব্যবহার করেই এটি কাজ করবে। সেটি হলে পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই হবে প্রথম স্মার্ট স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন।

স্যাটেলাইট দুনিয়ায় এমনিতেই রাজত্ব টেসলারের। আর তাদেরই নেটওয়ার্ক স্টারলিংকের সংকেত মঙ্গলগ্রহেও মিলবে বলে এ ফোন ব্যবহার করা যাবে মঙ্গলেও। আর পৃথিবীর বুকে যেখানেই হোক কথা বলা যাবে নির্বিঘ্নে। বন, পাহাড়, সাগর যে কোনো দুর্গম এলাকায় এটি থাকবে সক্রিয়। স্যাটেলাইটকে পৃথিবীর আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা পোহাতে হয় না বলে দিনরাত ঝড়-বৃষ্টির তফাতেও কোনো হেরফের হবে না এ যোগাযোগে। এমনকি বাজ পড়লেও সচল থাকবে নেটওয়ার্ক। ২১০ এমবিপিএস পর্যন্ত ডাউনলোড সুবিধা মিলবে এ ফোনে। ফোনটিতে থাকতে পারে নিউরালিংক প্রযুক্তিও। নিউরালিংক হচ্ছে মস্তিষ্কের সঙ্গে কম্পিউটারের সংযোগ। অর্থাৎ এ প্রযুক্তি থাকলে অনেক কাজের জন্য কেবল চিন্তা করেই নির্দেশ দেওয়া যাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কেউ চাইল ইউটিউবে ভিডিও দেখে সময় কাটাবেন-এজন্য হাতে অপারেট করতে হবে না, ইউটিউব চালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেই ফোনে চলতে থাকবে। টেসলার মডেল পাই সুদর্শন। এর ওপর ফোনটির শরীরে এমন একটি বিশেষ আবরণ আছে, যা পরিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে মিল রেখে রং পরিবর্তন করবে। চার্জ হবে সূর্যকিরণে। এর চার হাজার রেজুলেশনের সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লের স্ক্রিনটি হবে সাড়ে ৬ ইঞ্চির। ফোনের স্টোরেজ বা মেমোরি হবে ২ টেরাবাইট! মোটামুটি গড়পড়তা বলা যায় দুটি কম্পিউটারের সমান স্মৃতিশক্তি থাকবে ফোনটিতে। এতে প্রসেসর হিসাবে থাকছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের ৮৯৮ বা তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন চিপসেট।

পাই ফোনের পেছনে থাকবে ৪ লেন্সের ১০৮ মেগা পিক্সো ক্যামেরা। বিশেষ ক্ষমতার এ ক্যামেরায় তারাভরা আকাশের ছবি তোলা যাবে কোনো ধরনের লং এক্সপোজার ছাড়াই। এমনকি মহাকাশে ছায়াপথের ছবি তোলাও এর কাছে নস্যি। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানমনস্ক কিংবা শৌখিন ফটোগ্রাফারদের জন্য এটি হবে 'হাতের মুঠোয় সোনার হরিণ'।

তবে ফোনটি কিনতে গাঁটের পয়সা ভালোই খরচ করতে পারে। প্রচলিত স্মার্টফোনের চেয়ে এর দাম একটু বেশিই পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে, এর দাম হবে ২৫০০ থেকে ৪০০০ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় সোয়া দুই লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা)। তবে ফোনটি নিয়ে এখনো কোনো ঘোষণা দেয়নি টেসলা। কবে বাজারে ছাড়া হবে, আসেনি সে তথ্যও। তবে নেটিজেনরা বলছেন এ বছরের মধ্যেই মানুষের হাতে আসবে তা।

আটলান্টায় মুসলিম যুবক হত্যায় ৩ শ্বেতাঙ্গের যাবজ্জীবন

(প্রথম পাতার পর)

আদালতের বিচারক টিমোথি ওয়ালমসলে এই রায় দেন। খবর বিবিসির।

রায়ে বলা হয়, ট্র্যাভিস ম্যাকমাইকেল (৩৫) ও তার বাবা ৬৬ বছর বয়সী গ্রেগরি ম্যাকমাইকেলকে বাকি জীবন কারাগারে কাটাতে হবে। অপর আসামি তাদের প্রতিবেশী উইলিয়াম ব্রায়ানকে (৫০) যাবজ্জীবন কারাদ- দেওয়া হলেও তিনি ৩০ বছর পর প্যারোলে মুক্তি পেতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে হত্যার জন্য অনুমোদিত ন্যূনতম সাজা এটি। শুক্রবার ব্রান্সউইকের গ্লিন কাউন্টি আদালতে শুনানিতে ওয়ালমসলে বলেন, ভিডিওতে দেখা 'নিষ্ঠুর' আচরণ ও বার্তার জন্য ম্যাকমাইকেল ও তার বাবাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। মাত্র ২০ ফুট দূর থেকে আরবেরিকে হত্যাকে ঠা-া মাথার খুন বর্ণনা করে বিচারক বলেন, তাকে হত্যার মাধ্যমে হত্যাকারীরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। সাজা শুনানির সময় আরবেরির আত্মীয়রা বিচারককে তিনজনের প্রতি কোনো দয়া না দেখানো অনুরোধ করেছিলেন। অপরদিকে আসামিদের আইনজীবীরা দাবি করেছিলেন, তিনজনের কেউই আরবেরিকে ইচ্ছা করে হত্যা করেননি। ট্র্যাভিস ম্যাকমাইকেলের আইনজীবী বলেন, সেদিন কোনো অপরাধ করা বা কাউকে হত্যা করা তার লক্ষ্য ছিল না। প্যারোল ছাড়া জেলে থাকা সবচেয়ে খারাপ। আরবেরির বোন জেসমিন আরবেরি তার ভাইকে বড় মনের ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি একজন স্পষ্টবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গত বছরের নভেম্বরে জর্জিয়ার বিচারকরা আহমেদ আরবেরি হত্যায় এই তিনজনকে দায়ী করেন। ২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জর্জিয়ার ব্রুনসউইক শহরে সকালে হাঁটতে বের হওয়ার সময় ২৫ বছর বয়সী আহমদ আরবেরিকে চোর ভেবে তাকে ধাওয়া করা হয়। এক পর্যায়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। এতে মারাত্মক আহত অবস্থায় আরবেরিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে মৃত্যু হয়। মামলার ময়নাতদন্তে বলা হয়, আরবেরিকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি ছোঁড়া হয়, এর মধ্যে দুটি গুলি তার বুকে ও একটি হাতে লাগে। শ্বেতাঙ্গদের হাতে নিরস্ত্র আরবেরির মৃত্যুর ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এরপর অভিযুক্ত তিনজনকে আটক করে পুলিশ। ম্যাকমাইকেলের ব্যাপারে অভিযোগ ছিল হত্যা ও নির্যাতনের। ব্রায়ানের ব্যাপারে অভিযোগ ছিল হত্যা ও অবৈধভাবে আটক করার।

৬৭ বছর গোসল করেননি এই ব্যক্তি!

(প্রথম পাতার পর)

চার দিন! উত্তরটা 'হ্যাঁ' হলে ইরানের এক বৃদ্ধের কাছে একদমই হেরে গেলেন আপনি। ইরানের এই বৃদ্ধ নাকি টানা ৬৭ বছর ধরে গোসল করেননি। দেশটির সংবাদমাধ্যমে তার এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি এই বৃদ্ধই দুনিয়ার সবচেয়ে 'নোংরা, অপরিষ্কার' ব্যক্তি?

'তেহরান টাইমস' নামে ইরানের একটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কেরমানশাহ প্রদেশের দেজগাহ গ্রামের বাসিন্দা আমো হাজি প্রায় সাত দশক ধরে গোসল করেননি। দিব্যি বেশ ভালো রয়েছেন বৃদ্ধ! তবে গায়েমাথায় নিয়মিত সাবান-শ্যাম্পুর ঘষামাজা না হওয়ায় একটু অন্য রকমের Ôরূপ' হয়েছে তার।

তার 'রূপ' দেখে অনেকেই বলছেন, বৃদ্ধ যেন বাইবেলের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্রের মতো দেখতে হয়ে গিয়েছেন। ঠিক যেন রান্নাঘরের চিমনি বেয়ে নেমে আসা মোজেস। তেমনই গোঁফদাড়িতে ঢাকা গোটা মুখ। অর্ধেক টাকমাথায় উস্কোখুস্কো চুল। গায়েমাথায় ছাইমাখা, নোংরা!

কেন গোসল করেন না এমন প্রশ্নের জবাবে ৮৭ বছরের আমো হাজি বলেন, "পানি দেখলে ভয় হয়। মনে হয় গোসল করলেই অসুস্থ হয়ে পড়ব!" তিনি জানান, গোঁফদাড়ি বড় হলে নাপিতের কাছে দৌড়ন না । বরং আগুন জ্বালিয়ে তাতে মুখটা এগিয়ে দেন। গোঁফদাড়ি আপনা থেকেই 'ট্রিম' হয়ে যায়।

গোসল না করা বা অপরিচ্ছন্ন থাকা ছাড়াও তার খাদ্যাভ্যাসও বেশ 'উদ্ভট'। তার খাবারদাবারে হামেশাই মৃত পশুপ্রাণীর পচা মাংস থাকে। বিশেষ করে সজারুর মাংস বেশ জমিয়ে খান তিনি। আর নেশা বলতে ধূমপান। তবে তামাক খেতে একেবারেই পচ্ছন্দ করেন না। বরং পশুর মল শুকিয়ে ফুটিফাটা পাইপে ঢুকিয়ে তাতে সুখটান দেন আমো হাজি। মরচেধরা টিনের ক্যান থেকে প্রতি দিন পাঁচ লিটার জল ঢক ঢক করে গিলে ফেলেন তিনি।

সাজপোশাকেও সতন্ত্র হাজি। যেন যুদ্ধে যাচ্ছেন, এমন হেলমেট মাথায়। তবে যুদ্ধে নয়, ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতেই এমন সাজ। সাজপোশাক বা খাবারদাবারের মতোই হাজির থাকার জায়গাও কম অভিনব নয়। যেন কবরখানায় ঢুকছেন, এমন গর্তে থাকেন তিনি। বসবাসের আরও একটা জায়গা রয়েছে তাঁর। বৃদ্ধের থাকার জন্য ইটের সারি দিয়ে খোলা ছাউনি গড়ে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসীর দাবি, যৌবনে মনে ব্যথা পাওয়ার পর থেকেই জনশূন্য জায়গায় বসবাস শুরু করেন তিনি। নিজের যাপনও বদলে ফেলেন বৃদ্ধ!

ফ্রান্সে নতুন ধরনের করোনা

(প্রথম পাতার পর)

জানা গেছে, ফ্রান্সে এ পর্যন্ত ১২ জন আইএইচইউ এ আক্রান্ত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার ফ্রান্সের সংবাদ মাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে এনডিটিভি জানিয়েছে, ২০২১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত রোগী হিসেবে শনাক্ত হন। দেহে করোনার উপসর্গ আছে কিনা জানতে স্থানীয় একটি ল্যাবে আরটিপিসিআর টেস্ট করিয়েছিলেন ওই ব্যি³। টেস্টের জন্য যে নমুনা তিনি দিয়েছিলেন, সেখানেই ধরা পড়ে নতুন ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতি। পরে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণায় করোনাভাইরাসের নতুন এই ধরনটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় আইএইচইউ মেডিটেরানি। এ বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদনে সংস্থটির বিজ্ঞানীরা জানান, মূল করোনাভাইরাসের ৪৬ বার মিউটেশনের পর উদ্ভব হয়েছে নতুন এ ভ্যারিয়েন্টের।

যেসব কারণে বেশি ছড়াচ্ছে অমিক্রন

(প্রথম পাতার পর)

প্রথমত, করোনার নতুন ধরন অমিক্রন বহুবার তার জিনগত রূপ পরিবর্তন করেছে। এ কারণে এই ধরনটি মানুষের দেহকোষে খুব সহজেই ঢুকে পড়তে পারছে।

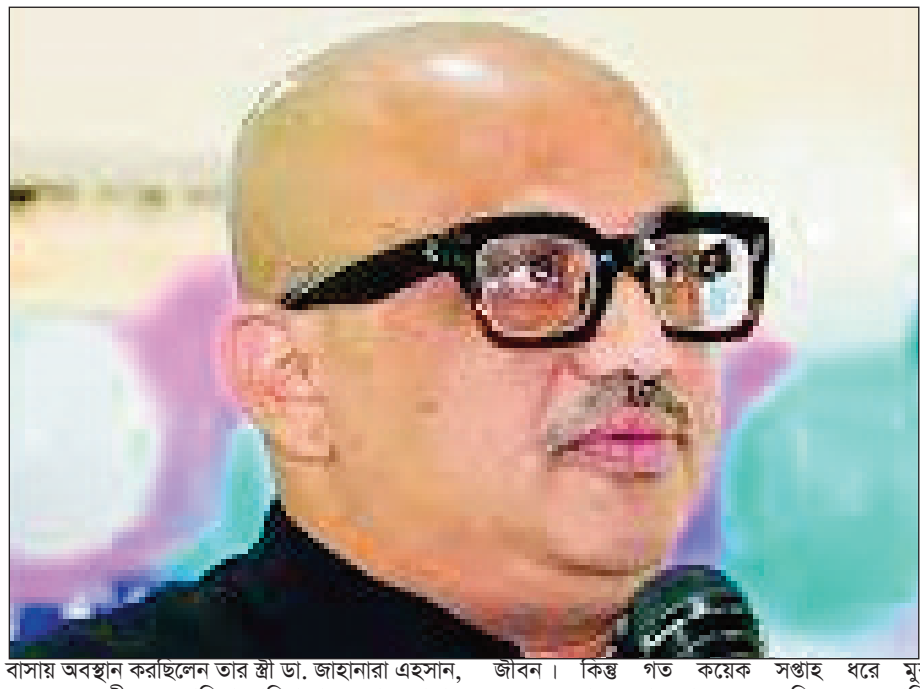
মারিয়া ভ্যান কারকোভে বলেন, 'দ্বিতীয় কারণ হলো, আমরা যেটাকে বলছি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়া। এর মানে, করোনাভাইরাসে আগে আক্রান্ত হওয়া ও করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়া মানুষজনও আবার ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হতে পারেন।'

মারিয়া ভ্যান কারকোভে আরও বলেন, শ্বাসতন্ত্রের ওপরের দিকে ডেলটা ও করোনার অন্যান্য ধরনের তুলনায় ভিন্নভাবে ছাড়াচ্ছে অমিক্রন। এসব কারণ ছাড়া মানুষের আরও বেশি মেলামেশা করা, শীতকাল হওয়ায় উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে মানুষের বদ্ধ জায়গায় আরও বেশি সময় কাটানো ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো বিষয়গুলো মেনে না চলার কারণে ভাইরাসটির বিস্তার বাড়ছে।

গত সপ্তাহে বিশ্বে প্রায় ৯৫ লাখের করোনা শনাক্তের রেকর্ড হওয়ার কথা জানিয়েছে ডব্লিউএইচও। এর আগের সপ্তাহের তুলনায় শনাক্ত ৭১ শতাংশ বেড়েছে।



এবার ডা. মুরাদের বিরুদ্ধে জিডি করলেন স্ত্রী



ঢাকা ডেস্ক: চিত্র নায়িকা মাহিয়া মাহি ও নায়ক ইমনের সঙ্গে কথোপকথনের একটি অডিও ভাইরালের পর থেকে দেশে-বিদেশে আলোচনার শীর্ষে ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা ডা. মুরাদ হাসান। ওই অডিও ফাঁসের পর প্রতিমন্ত্রীর আসন থেকে সরে যেতে হয়েছে মুরাদকে। তোপের মুখে পড়ে দেশ ছেড়ে স্থায়ী বসবাসের জন্য কানাডাও গিয়েছিলেন। কিন্তু কান-াডার সচেতন বাংলাদেশিদের প্রতিবাদের মুখে বিমানবন্দর থেকে তাকে দেশে ফিরতে হয়েছে। আলোচনা এখানে থেমে যায়নি। বৃহস্পতিবার তিনি আবারো আলোচনায় এসেছেন। এবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী ডা. জাহানারা এহসান। স্বামীর বিরুদ্ধে মানসিক-শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি হত্যার হুমকি অভিযোগ এনেছেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ বাসায় গিয়ে জাহানারার বক্তব্য নিয়েছে। অভিযোগ শুনে পুলিশের পরামর্শে থানায় জিডি করেছেন জাহানারা। এখন জিডির তদন্ত করবে পুলিশ। তদন্তের অনুমতির জন্য আজ আদালতে আবেদন করবেন পুলিশের তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, শারীরিক, মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে করতে স্বামীর কাছ থেকে হত্যার হুমকি পেয়ে ঘাবড়ে যান ডা. জাহানারা। সন্তানদের নিয়ে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বিকালে স্ত্রী ও সন্তানদের বকাবকি করে তাদের মারতে উদ্যত হন মুরাদ হাসান। পরে তার কাছ থেকে সন্তান ও নিজেকে রক্ষা করে জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ ফোন করেন জাহানারা। পুলিশ তাদের বাসায় গিয়ে হাজির হয়। ততক্ষণে বাসা ছেড়ে চলে যান মুরাদ।

জিডির তদন্ত কর্মকর্তা ও ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক রাজিব হাসান বলেন, মুরাদ হাসানের স্ত্রী ডা. জাহানারা এহসানকে বাসায় গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। পরে তার বক্তব্য শুনে তারই অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি জিডি নিয়েছি। এখন তদন্তের অনুমতির জন্য আদালতে আবেদন করবো। তারপর বাদী-বিবাদী উভয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো।

ধানমন্ডি থানা পুলিশসূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ৯৯৯ এর মাধ্যমে জানতে পেরে পুলিশের সাত সদস্যের একটি টিম ধানমন্ডি-র নতুন ১৫ নম্বর সড়কের ৩০/এ বাসার ডি-১ ফ্ল্যাটে যায়। বাসায় যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে মুরাদ হাসান ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যান। ওই মুহূর্তে বাসায় অবস্থান করছিলেন তার স্ত্রী ডা. জাহানারা এহসান, ১৬ বছর বয়সী মেয়ে রামিসা ফারিহা রাজকন্যা ও হাসান আবরার মাহির যুবরাজ (১১)। পুলিশ অভিযোগকারী জাহানারার বক্তব্য জানতে চায়।

জাহানারা পুলিশকে জানান, ১৯ বছর ধরে তিনি আর মুরাদ হাসান সংসার করছেন। সংসার জীবনে তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। মেয়ে ও-লেভেলে আর ছেলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। ভালোই কাটছিল তাদের সংসার জীবন। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মুরাদ অন্যমনস্কভাবে চলাফেরা করছেন। বিশেষকরে মাহি ও ইমনের স‡½ ফোনালাপের অডিও ফাঁস হওয়ার পর থেকে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে পরিবারে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছেন। মুরাদ তাকে সহ্য করতে পারছিলেন না। সবসময় তাকে ছোট করে কথা বলতেন। জাহানারা কিছু বললে তিনি তার উল্টো ভাবতেন। সন্তানরা কিছু বললেও খারাপ আচরণ করতেন। মুরাদ ভাবতেন জাহানারাই সন্তানদের এসব শিখিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া পারিবারিক অন্যান্য বিষয় নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল তাদের মধ্যে। অডিও ফাঁসের পর মুরাদ স্ত্রী সন্তানের সঙ্গে সংসার না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কানাডায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। কানাডা প্রবেশ করতে না পেরে দেশেই ফিরে আসেন।

জাহানারা পুলিশকে আরও জানান, প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করার পর মুরাদের আচরণে ভিন্নতা আসে। আগে তিনি এরকম আচরণ করতেন না। মন্ত্রীত্ব হারানোর পর তার মধ্যে একটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি সবাইকে নানা রকম হুমকি-ধমকি দিতে থাকেন। বিশেষকরে আমাকে ও সন্তানকে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি করতেন। তাকে শারীরিক মানসিক নির্যাতন করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে কারণে-অকারণে ঝগড়া করতেন। ঝগড়া লাগলে অকথ্য ভাষায় বকাবকি করতেন। প্রতিবাদ করতে গেলে আরও ক্ষেপে যেতেন। প্রায়ই হত্যার হুমকি দিতেন। সন্তানদেরও সহ্য করতে পারতেন না। গত বৃহস্পতিবার তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে যায়। বকাবকির একপর্যায়ে তিনি স্ত্রী-সন্তানদের মারধরের জন্য উদ্যত হন। পরে ভয় পেয়ে জাহানারা ৯৯৯-এ ফোন করে সাহায্য চান। সন্তান এবং তার নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য তিনি পুলিশের সাহায্য নিয়েছেন। ধানমি- থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাইফুল ইসলাম বলেন, জিডির তদন্ত আইনি প্রক্রিয়ার করা হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতির জন্য কালকে আবেদন করা হবে। অনুমতি দিলেই তদন্ত শুরু হবে। এ ছাড়া প্রাথমিকভাবে আমরা বাদীর সঙ্গে কথা বলেছি। ওনার বক্তব্য শুনেছি। জিডিতে তিনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন বাসায় যাওয়ার পর আমাদের কাছেও সেই কথা বলেছেন। তিনি মানসিক ও শারীরিক নিয©াতনের শিকার হচ্ছেন বলে আমাদের কাছে বলেছেন। বিবাদী ডা. মুরাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গে তার কথা হয়নি। আমরা বাসায় গিয়ে তাকে পাইনি। আমরা থাকাকালীন সময়েও আসেননি। পরে বাসায় এসেছেন কিনা সে বিষয়ে বাদী আমাদের কিছু জানাননি।

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান ও ডিএমপি'র অতিরিক্ত কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বলেন, জিডির তদন্ত থানা পুলিশ করবে। আমরা আপাতত কিছু করছি না।



সফল ক্যারিয়ার গড়তে মাথায় রাখুন এই ৫ বিষয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সবাই একটি সফল ক্যারিয়ার চায়। তবে এর জন্য লাগে দৃঢ় সংকল্প, কঠোর পরিশ্রম ও ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু সবাই বড় স্বপ্ন দেখতে পারে না আবার দেখলেও অনেক প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে, একজন ব্যক্তি অধ্যবসায় করতে পারেন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারেন, যা একজন সফল মানুষ হওয়ার জন্য তাকে প্রেরণা দিতে পারে। নিজে একটা সফল ক্যারিয়ার পেতে চাইলে প্রথমে নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করুন, যা আপনাকে একটি ভালো ক্যারিয়ার দিতে সাহায্য করবে।

নিজের নীতিতে চলুন

একেকজনের কাছে সফলতার সংজ্ঞা একেক রকম। কারো কাছে সফলতার মানে সুনাম বা খ্যাতি হলে আপনার কাছে হতে পারে অন্য রকম। এ জন্য আপনার সফলতার জন্য সমাজকে দায়িত্ব দেবেন না। জীবনে আপনি কী হতে চান সেই লক্ষ্য নিজেই ঠিক করুন।

নিজের আদর্শে চলুন

আপনার জীবন অন্যদের নিয়মে চলবে না, বিষয়টা মাথায় রাখবেন। আপনি কখনোই সত্যিকারের সুখী এবং সফল হতে পারবেন না যদি আপনি অন্যরা কী চায় তা পূরণের চেষ্টা করেন। 'আপনি কী চান? নিজেকে এটি জিজ্ঞেস করুন এবং তা অনুসরণ করুন।

লক্ষ্য ঠিক করুন

নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিন যে আপনি সর্বদা নিজের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন, যা আপনাকে নিজেকে সেরা হিসেবে উপস্থিত করতে সাহায্য করবে। নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করলে সে অনুযায়ী আপনি নিজের জীবনে এগোতে পারবেন।

একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন অনুসরণ করুন

একটি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করা সবার জন্য খুবই প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন, একটি রুটিন অনুসরণ করুন এবং আপনার পথ থেকে দূরে সরে যাবেন না। এর মাধ্যমে আপনার সফল জীবনের পথে আপনি এগিয়ে যাবেন।

ব্যথা এবং আঘাত এড়াবেন না

জীবনে বাধা, আঘাত আসবেই। তিক্ত এবং মিষ্টি অনুভূতি, উভয়ই আপনার জীবনের অংশ। প্রতিটি মুহূর্ত আপনাকে কিছু না কিছু শেখাবে, যা আপনাকে পরবর্তী যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করে। বাধা এড়ানো আপনাকে শুধু দুর্বল করে তুলবে। কিন্তু এর সঙ্গে লড়াই আপনাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে।







রুচি বদলাতে খেতে পারেন মিডল ইস্টার্ন ফুড

(শেষের পাতার পর)

একাধিক গবেষণায় প্রমান পাওয়া গেছে যে, একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করলে 'সোস্যাল এ্যাডেসিভ' এর কাজ করে। যেমন একই অফিসের সহকর্মীরা যদি লাঞ্চ টাইমে একই সাথে মাঝে মধ্যে বসে খান তাহলে তাদের মধ্য বোঝাপড়া বাড়ে। একে অপরের মধ্য সম্পর্ক সহজ হয়।

প্রাচীনকাল থেকে পরিবারের সদস্যরা একসাথে বসে খাবার গ্রহনের রীতি প্রচলিত ছিলো। এতে পারিবারিক বন্ধন শক্ত হতো। কিন্তু আধুনিক যুগে পরিবার ছোট হয়ে যাওয়ায় পারস্পরিক বন্ধন অনেকটা ঢিলেঢালা বলে অনেকে মনে করেন। বিজ্ঞানীরা আরো মত প্রকাশ করেছেন যে, বাচ্চারা বাবা মায়ের সাথে নাখেয়ে একা খেলে তাদের মধ্য জাঙ্কফুড খাওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সবাই একত্রে বসে গল্পগুজব করে খাওয়া-দাওয়া করলে পারিবারিক মুল্যবোধ বাড়ে বলেও সমাজ-বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বাঙালী আর ভুরিভোজ একটি অপরের পরিপূরক। সেই প্রাচীন আমল থেকেই বাঙালীর ইতিহাস আছে খাওয়ার। বাঙালীর নিত্যদিনের খাবারে থাকতো নানা পদ। আর পালা পার্বনেতো অগুনতি খাবারের ব্যবস্থা। সেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের আমল থেকেই ভোজনে বাঙালীর নাম রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে বসতো 'বিদ্বজ্জনসমাগম সভা'। রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃনালিনী দেবীর হাতে তৈরি দইয়ের মালপো, মানকচুর জিলাপির মত অদ্ভুত খাবারের আত্মপ্রকাশও এই আসরেই ঘটেছিলো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ছিলেন ভোজন রসিক। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গঠন করেছিলেন "ভোজন সভা" নামে একটি সংগঠন। এই সংস্থার সদস্যরা হঠাৎ দলবেঁধে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে খেতে চাইতেন। তাই প্রত্যেকেই সবসময় তটস্থ থাকতেন ভোজনসভার সদস্যরা কখন না এসে হানা দেয়!

প্রখ্যাত লেখক শিব্রাম চক্রবর্তীতো সব সময় বলতেনই, তার জীবনের লক্ষ্য দুটো-খাই আর শুই।

একসময় স্বচ্ছল বাঙালীর বাড়িতে নাকি এক বেলাতেই ৬৪ পদের তরকারী রান্না হতো। বৃস্টি নামলে রান্না হতো খিচুরি মাংস। আর শীত মানে শব্জীর নানা পদ। আর খাওয়া শেষে মিস্টির নানা পদ, পায়েশ, পিঠাপুলি। আহারে বাঙালী!

জনপ্রিয় বাঙালী লেখক, সিলেটের সৈয়দ মুজতবা আলী পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরেছেন। নানা দেশের নানা খাবার খেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রাণ কাঁদতো পটল ভাজা, সিংগি মাছের ঝোল আর একবাটি সোনামুগ ডালের জন্য।

চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং তার বইয়ে লিখেছেন, দই আর রাই সরিশা দিয়ে রান্না করা তরকারীর পদের কথা। যা খেয়ে অতিথিরা তীব্র ঝালের কারণে মাথা চাপড়াতো। বাংলা সাহিত্যেও ভোজন রসিক বাঙালীর কথা উল্লেখ রয়েছে। বিভূতিভুষনের পথের পাঁচালী উপন্যাসের অপু তার বাবার সাথে মোহনভোগ আর হালুয়া খেয়েছিলো। জীবনানন্দ, তারাশংকর, বনফুল প্রমুখের লেখাও ভোজন রসিক বাঙালির খাবারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙালী খাদকদের দুইভাগে ভাগ করেছেন। ভোজনপটু ও ভোজন বিলাসী। যারা ভোজন বিলাসী তারা খাবার বেছে বেছে খায়। আর যারা ভোজনপটু তারা হাতের কাছে বা সামনে যা পায় তাই টপাটপ গলাধকরণ করে। আর আমি কিন্তু এই শেষের তালিকায়।

তবে আজকাল বাঙালী শুধু টিপিকাল বাঙালী খাবার আর চাইনিজে সীমাবদ্ধ নেই। ভিনদেশী খাবারও এখন চেখে দেখছে। আর ক্রমেই তালিকার শীর্ষে উঠে আসছে মিডল ইস্টার্ন এবং এরাবিক ফুড।

আর জিভে জল আসা খাবার কে না খেতে চায় বলুন? এতক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা টানলাম। অথবা বলতে পারেন-ধান ভানতে শিবের গীত। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িতে আপনাদের নিয়ে যাই খাবারের নতুন ঠিকানায়। দোকানটির নাম-"ওয়াদি অব দ্য ওয়েসিস" (Wadi of the Wasis) হরেক রকম এরাবিয়ান খাবার পাবেন এখানে। সিক্স ট্রেনে পার্কচেস্টার স্টেশনে নেমে ৩৯ বাসে অথবা ক্যাসলহিল স্টেশনে নেমে ২২ নাম্বার বাসে দোকানের সামনে নামতে পারবেন। আর গাড়িতে জি-পএস লাগিয়ে সরারসরি চলে আসতে পারেন। রেস্টুরেন্টের পার্টি হলও আছে। চাইলে এরাবিয়ান খাবার গিয়ে জম্পেশ পার্টিরও আয়োজন করতে পারেন। রেস্টুরেন্টের ভেতরে আছে ১৫০ জনের বসার ব্যবস্থা। প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা।

সম্মেলন উত্তর উদীচীর সাংবাদিক সম্মেলন

সুধী সাংবাদিক বন্ধুগণ

সকলকে উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সুধী বন্ধুগণ,

উদীচী অরো দশটা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মতো কেবল গান শেখানো, অনুষ্ঠান করা বা আনন্দ উপভোগের সংগঠন নয়। উদীচী একটি গণসাংস্কুতিক সংগঠন। উদীচীর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ রয়েছে। সংস্কৃতি হলো রাজনীতির পরিপূরক। তাই উদীচী রাজনৈতিক দল না হলেও প্রগতিশীল রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে রাজনীতির পরিপূরক হিসেবে উদীচীর প্রতিষ্ঠা। সেই চিন্তা-চেতনার লক্ষ্য থেকেই দেশে বিদেশে আমরা উদীচীর কর্মী ভাই-বোনেরা সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ করে চলেছি। যুক্তরাষ্ট্র উদীচী সেই কর্মযজ্ঞেরই অংশ।

১৯৯৬ সালে একই আদর্শের সমমনা আমরা কিছু বন্ধু মিলে যুক্তরাষ্ট্র উদীচী প্রতিষ্ঠা করি। সেদিনের সাথী বন্ধুদের অনেকেই আজ যুক্ত নেই। নানা প্রতিকুলতা ও বাধাবিপত্তি সত্বে আমরা কিন্তু হাল ছাড়িনি। শুরুর পর দীর্ঘ পচিশ বছরে উদীচী নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা শেখা, বাংলা কৃষ্টি-সংস্কৃতির চর্চা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এই দীর্ঘ সময়ে কয়েক হাজার নতুন প্রজন্মের মাঝে আমরা বাংলা কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি বলে মনে করি।

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আগামী ১০,১১ ও ১২ মার্চ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর জাতীয় সম্মেলন। স্বাভাবিকভাবে জেলা সংগঠনগুলোর সম্মেলন করা অত্যাবশ্যক। এদিকে উদীচী যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কিছু সমস্যার কারণে সম্মেলন করা আরও জরুরি হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর অভ্যন্তরে সাংগঠনিক অচলাবস্থা চলে আসছিল। অচলাবস্থা নিরসনে কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ ব্যর্থ হলে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যকলাপ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি, সাংগঠনিক স্থবিরতা সহ আটটি অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১০ই অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর কার্যকরী কমিটি বাতিল করে দেওয়া হয়। একইসাথে ছয়মাসের মধ্যে সম্মেলনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি গঠনের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়। তারই প্রেক্ষিতে আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্থানীয় জুইস সেন্টার বুকিং সহ পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলি, পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান সহ সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে করোনার প্রকোপ দ্রুতহারে বেড়ে যাওয়ায় প্রকাশ্যে জনসমাবেশ করে সম্মেলন করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের নেতাকর্মীদের অনেকেও আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সম্মেলনে অংশগ্রহণ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অন্যদিকে করোনার বিধিনিষেধের কারণে দেশ থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আসার ব্যাপারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে শারীরিকভাবে হলে অনুষ্ঠান করার কর্মসূচী আমাদেরকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়। আমরা সিদ্ধান্ত নেই ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলার। সে মোতাবেক নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ আজকে সকালে কেন্দ্রীয় উদীচীর সাধারণ সম্পাদক জমশেদ আনোয়ার তপন, সাংগঠনিক সম্পাদক কংকন নাগ, সহসভাপতি ডা. রফিকুল হাসান জিন্নাহ ও কেন্দ্রীয় সদস্য আজিজুল মালিকের অংশগ্রহনে ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে নিয়েছি। তাদের অংশগ্রহণে সাংগঠনিক নিয়মনীতি অনুসরণ করে আগামী দুই বছরের জন্য ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকুল হলে নতুন কমিটি যথাশীঘ্র পাবলিক পরিসরে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহনে গঠিত আজকের কার্যকরী কমিটিই যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর বৈধ কার্যকরী কমিটি। এই নবগঠিত কমিটিই কেন্দ্রীয় উদীচীর একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি। আমাদের সম্মেলনের বিষয়বস্তু আপনাদের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরার অভিপ্রায়ই আপনাদেরকে আমাদের এই আমন্ত্রণ। আমাদের পক্ষ থেকে উদীচী কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জমশেদ আনোয়ার তপন ভার্চুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কমিটি বাতিল,আজকের সম্মেলন, নতুন কমিটি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান ও বক্তব্য রাখবেন। পরিশেষে করোনা প্রকোপের প্রতিকুল পরিস্থিতির বৈরি পরিবেশ উপেক্ষা করে আমাদের আমন্তণে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য উদীচী যুক্তরাষ্ট্র চিরকৃতজ্ঞ। সকলকে ধন্যবাদ।

সুব্রত বিশ্বাস
সভাপতি, উদীচী যুক্তরাষ্ট্র সংসদ

০১/০৯/২০২২

নতুন কার্যকরী কমিটি ঃ

সভাপতি ঃ সুব্রত বিশ্বাস
সহসভাপতি ঃ
কাশেম আলী
শরাফ সরকার
বিশ্বনাথ চৌধুরী বিষু
আব্দুল্লাহ চৌধুরী
ডা. আবুল খান সামাদ
সৈয়দ রেজাউল করিম

সাধারণ সম্পাদক ঃ আলীম উদ্দীন
সহ-সাধারণ সম্পাদক ১) লিলি মজুমদার
২) কল্লোল দাশ
কোষাধ্যক্ষ ঃ ১) সুলেখা পাল

সদস্য ঃ ১) সৈয়দ উত্বা ২) ক্লারা রোজারিও ৩) গোলাম মর্তুজা ৪) জেবু চৌধুরী ৫) আশীষ রায় ৬) বাবুল আচার্য ৭) জাকির হোসেন বাচ্চু ৮) আব্দুল হাফিজ চৌধুরী ৯) সাগর রায় ১০) ইলা চন্দ্র ১১) মুর্শেদুল হাকিম শুভ্র ১২) মোতাহার শফিয়াত রুবেল ১৩) মিলটন বড়ুয়া ১৪) ডা. মানস দাস ১৫) সালেহ আহমদ মনিয়া ১৬) সার্ব্বির আহমদ ১৭) ডা. রফিকুল ইসলাম ১৮) সনতুষ বড়ুয়া ১৯) গোলাম মস্তফা ২০) সুমন দে ২১) হিরো চৌধুরী

৩৫ বিশিষ্ট কমিটির মধ্যে ৩০ জনের কমিটি হয়েছে, বাকী ২ জনকে পরে যুক্ত করা হবে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372



গুয়ানতানামো বে কারাগার বন্ধে বাইডেনকে চাপ দিলো অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিতর্কিত গুয়ানতানামো বে কারাগার বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে চাপ দিলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। ২০২০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে এ কারাগার বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বাইডেন। এখন ক্ষমতায় আসার পর তার ওই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি।

ডয়চে ভেলের খবরে জানানো হয়েছে, এই কারাগারটি যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব ভূমির বাইরে কিউবার গুয়ানতানামো বেতে নির্মিত হয়েছে। ২০০১ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিও বুশের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান শুরুর পর কিউবায় গুয়ান্তেনামো বেতে অবস্থিত দেশটির সামরিক ঘাঁটিতে এই কারাগারটি তৈরি করা হয়। দুই দশক ধরে চলমান যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-এর সময়ে যেসকল বিদেশি নাগরিক দেশটির সামরিক বাহিনীর হাতে ধরা পড়তেন তাদেরকে এখানে আটক রাখা হতো। কিন্তু কারাগারটিতে আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কঠোর প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় এমন অভিযোগে বিশ্বব্যপী সমালোচনার মুখে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সমালোচকদের দাবি, যে প্রক্রিয়ায় আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তা বন্দিদের উপর 'নির্যাতনের শামিল'।

এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যশনালের নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার প্রোগ্রামের পরিচালক ডাফনে এভিয়াটার বলেন, এই আটককেন্দ্র যতদিন চালু থাকবে ততদিনই এটি বিশ্বব্যপী মানবাধিকার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ৭৮০ জনকে সেখানে বন্দি করে রাখা হয়। আটক হওয়া অনেকের বিরুদ্ধেই অপরাধে যুক্ত থাকার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়নি। বর্তমানে কেন্দ্রটিতে ৩৯ জন সন্দেহভাজন আটক আছেন বলে জানা গেছে। এর মধ্যে টুইন টাওয়ারে হামলার সন্দেহভাজন পরিকল্পনাকারী খালিদ শাইখ মোহাম্মেদও রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে যে, আটক হওয়ার প্রায় দুই দশক পরও মোহাম্মেদ ও তার সাথে আটক আরো চারজন বন্দির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিভিন্ন কারণে বিচারপূর্ব অবস্থায়ই আটকে রয়েছে। ৯/১১ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে সামরিক আদালতে তাদের বিচার হওয়া কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিচারের কোনো তারিখই নির্ধারণ হয়নি।

জার্মানির অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মাথিয়াস শ্রাইবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইন প্রয়োগের অভাব এবং সেখানে সংগঠিত মারাত্মক মানবাধিকার লংঘনের দায়মুক্তির কারণে গুয়ানতানামো বে একটি বিপজ্জনকক নজির হয়ে আছে। সেখানে আটক ব্যক্তিরা সুষ্ঠু বিচারের সুযোগ পাচ্ছেন না। পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ আটককেন্দ্রটি বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানান।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্টিশন
এভিডেন্সিটি অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপাস
ডিভিডেন্ট, এসাইলম, গ্রীনকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ট্রেডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যে দেশে করোনায় বাবা-মাকে হারালো এক লাখ শিশু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পেরুতে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের হানায় প্রায় এক লাখ শিশু তাদের বাবা-মাকে হারিয়েছে। গত ৬ জানুয়ারি দেশটির সরকার এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটিতে করোনাভাইরাসের মৃত্যুর হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। দ্য ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত তথ্যকে উদ্ধৃত করে পেরুর নারীকল্যাণ মন্ত্রী আনাহি ডুরান্ড বলেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক করোনায় আমাদের দেশের ৯৮ হাজার শিশু তাদের বাবা, মা বা তাদের অভিভাবকদের মধ্যে যে কোনও এক জনকে হারিয়েছে। দশটির সরকার বর্তমানে প্রতি দুইমাসে ১৮ হাজারের বেশি পরিবারকে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা করে পেনশন দিচ্ছে। ডুরান্ড বলেন, এমন বহু পরিবার রয়েছে যারা আমাদের কাছে পেনশেনের জন্য আসছেন। সে সব পরিবারের অনেকেই কোভিডের প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ে বাড়িতেই মারা গিয়েছেন। কিন্তু কোনও ভাবে ওই পরিবারগুলো করোনার মৃত্যু সার্টিফিকেট দেখাতে পারছে না। তাদের সেই পরিস্থিতিও নেই। আর পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডুরান্ড জানান, ৮৩ হাজার শিশুর শিক্ষার বিষয়ে সরকারি সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে। তিন কোটি ৩০ লাখ জনসংখ্যার দেশটিতে বর্তমানে করোনার তৃতীয় ঢেউ চলছে। এবং দেশটিতে ইতোমধ্যে ২০ লাখের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। দশটিতে করোনা হানার পর থেকে এখন পর্যন্ত দুই লাখ দুই হাজার ৯০০ লোকের মৃত্যু হয়েছে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

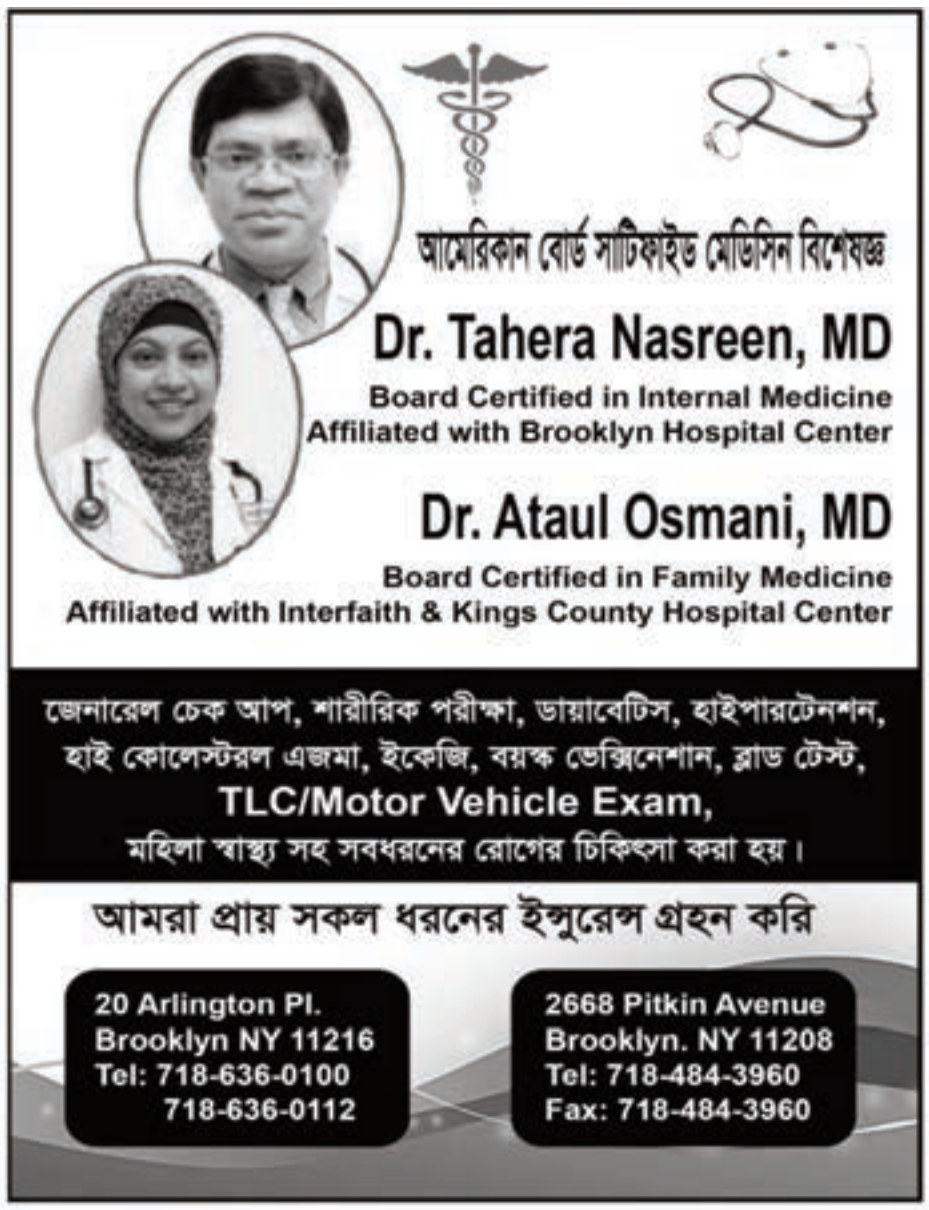
আমেরিকা বাংলাদেশ

(৩ পাতার পর)

লাবলু আনসার। কার্যকরী কমিটির অপর কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- তপন চৌধুরী ও সুব্রত চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক- জামান তপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- শাহ ফারুকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক- আজিমউদ্দিন অভি, প্রচার সম্পাদক- শহিদুল্লাহ কায়সার, নির্বাহী সদস্য যথাক্রমে লাবলু আনসার, কানু দত্ত ও রাজুব ভৌমিক।

এবিপিসির কর্মকর্তারা জানান, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। সেই কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন না করতে পারায় কমিশনের সদস্য পপি চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এ অবস্থায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিশুক সেলিম একটি কমিটি ঘোষণা করলেও তা 'গঠনতন্ত্র সম্মত হয়নি' বলে সাধারণ সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন সদস্যরা। তারই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার ডাকা পুনরায় এ সাধারণ সভায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সাধারণ সভায় সদস্যদের বার্ষিক ফি ১০০ ডলারের পরিবর্তে ৫০ ডলার পুন:নির্ধারণ করা হয় এবং কর্মরত সাংবাদিকগণকে যথানিয়মে আবেদনের পরই সদস্য পদ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।







বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

পাত্র চাই

বাংলাদেশে অবস্থানরত ৫২ বছর বয়সী নি:সন্তান পাত্রীর জন্য একজন সমবয়সী পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮৬-৪৬৪৬
জা-১০/১৭

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

রুমমেট আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়ে স্ট্রীট সাবওয়ের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পহেলা ডিসেম্বর থেকে তিনজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৩৪-২১৬-৫২০৬
ন-২২/২৯

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন, বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

সোফা বিক্রি

উডসাইড এলাকার বাসা বদলের প্রেক্ষিতে একটি বড় সোফা বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৮৬-৪৫৭৭
ডি-১৩/২০

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর একটি রেষ্টুরেন্টে কাজের জন্য কাউন্টার পার্সন ও কিচেন হেলপার আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯২৯-৪৭১-৫৭৪৩
ডি-১৩/২০

রুম ভাড়া

সানিসাইডের ৪৪ স্ট্রীট-এ সেভেন ট্রেন এর ৪৬ স্ট্রীট ষ্টেশন থেকে দুই মিনিটের দূরত্ব) একটা বড় রুম শুধুমাত্র একজন অধুমপায়ী ও কর্মজীবি'র কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৮০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯
ডি-১৩/২০

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১
অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ২১০ প্লেস এবং ৯৩ এভিনিউ-তে একটি বড় এবং একটি ছোট রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হচ্ছে চারটি বাসের সযোগ আছে। কিউ-১১০, কিউ-৭৭, কিউ-৩৬, কিউ-১।
যোগাযোগ: ৯১৭-২২৬-৪৪২৩ (বাবলু)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮
ন-৮/১৫

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

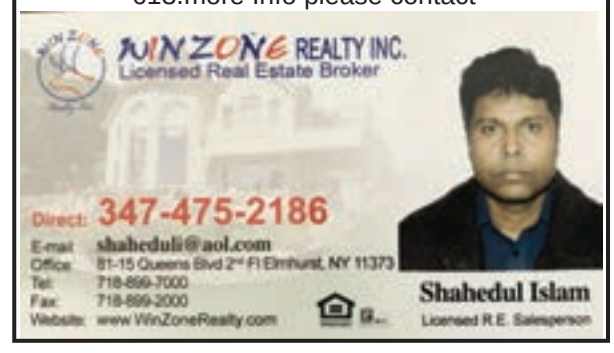
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



স্বপ্নবান তরুণ সাইফুলের স্বপ্ন পূরণ হলো না

(শেষের পাতার পর)

বর্তমানে ২১ বছর বয়সী সাইফুল ৫ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। দেড় বছর আগে তাদের বাবাও মারা যান। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বাংলাদেশ থেকে রওয়ানা দিয়ে বিভিন্ন দেশ ও পানামা পাহাড় পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় আসে সে। তার লাশ নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার সামারকিল গ্রামে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

সিটির কমিউনিটি বোর্ডে বাংলাদেশীদের হাতছানি

(শেষের পাতার পর)

থাকে এই কমিউনিটি বোর্ডের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে প্রায় ২৫ জন বাংলাদেশি সিটির বিভিন্ন ব্যরোতে কমিউনিটি বোর্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুর রহীম হাওলাদার, মোহাম্মদ আলী, ফাহাদ সোলায়মান, শাহ নেওয়াজ, আনহ আলম, নুরুল হক, এন এম মজুমদার, আহসান হাবিব, আমিন মেহেদী, তরিকুল ইসলাম, শাহ-জাহান শেখ, আখতারুজ্জামান টিপুসহ অনেকেই।

দুই বছর মেয়াদী এই পদের জন্য ইতিমধ্যে জনসাধারনের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে মোট ৫৯টি কমিউনিটি বোর্ড রয়েছে। প্রত্যেকটি বোর্ডে ৫০ জন করে সদস্য নির্বাচিত হন। গেল বছর যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের ২০২২ সালে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাদের মেম্বারশীপ নবায়ন করতে হবে ২০২৩ সালে। তবে অবশ্যই তা ব্যরো প্রেসিডেন্ট বা স্থানীয় সিটি কাউন্সিল মেম্বারের অনুমোদনে হতে হবে। আর নতুনদের সরাসরি আবেদন করতে হবে। প্রত্যেকটি বোর্ডে মেম্বারশীপ প্রদানে ব্যরো প্রেসিডেন্টের ৫০% ও স্থানীয় কাউন্সিল মেম্বারদের জন্য ৫০% কোটা রয়েছে। বোর্ডের মেম্বার নির্বাচিত হতে হলে অবশ্যই উল্লেখিত ২ জনের মধ্যে এক জনের আর্শীবাদ লাগবে। কুইন্সে রয়েছে ১৪টি কমিউনিটি বোর্ড।

গত ৪ জানুয়ারী কুইন্স ব্যরো প্রেসিডেন্ট ডোনাভ্যান রিচার্ড শূন্য কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার পদে আগ্রহীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহবান করেছেন। নির্বাচিতরা ১ এপ্রিল ২০২২ থেকে দায়িত্ব পালন শুরু করবেন। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি আবেদনের শেষ তারিখ। অন লাইনে আবেদনের সুযোগ রয়েছে। ব্রুকলীনে রয়েছে ১৮টি কমিউনিটি বোর্ড। সেখানে আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ জানুয়ারী। ম্যানহাটনে রয়েছে ১২টি কমিউনটি বোর্ড। আবেদনের শেষ দিন ১০ ফেব্রুয়ারি। ব্রংকস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে কমিউনিটি বোর্ড রয়েছে যথাক্রমে ১২ ও ৩টি। এ দুটি ব্যরো এখনও আবেদনপত্র আহবান করে নি।

কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ১২ এর সদস্য ও বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী বলেছেন, কমিউনিটি বোর্ডে নতুন করে আবেদন নেয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশীদের উচিত এতে বেশি করে অংশ নেয়া। কেউ আগ্রহী হলে আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছি। যারা মূলধারায় রাজনীতি করতে চান এটি হচ্ছে তাদের জন্য প্রথম পদক্ষেপ। নির্বাচিত হয়ে প্রত্যেকর উচিত সকল মিটিংগুলোতে অংশ নেয়া। এসবের মধ্যদিয়ে মূলধারায় বাংলাদেশীদের গুরুত্ব বাড়বে।

রাস্তার গাড়ী ঢুকলো স্টোরে

(শেষের পাতার পর)

এতে কেউ আহত না হলেও স্টোরটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

জানা যায়, বাংলাদেশী এক নারী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্থানীয় 'এন ওয়াই বাংলা' স্টোরে গাড়িটি ঢুকিয়ে দেন। এই স্টোরের মালিকও এক বাংলাদেশী। এই ঘটনায় দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। গাড়িটি পার্কিং থেকে বাহির করার সময় ব্যাক গিয়ারে না দিয়ে, ড্রাইভে দেওয়ায় এই দুর্ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে পুলিশ এসে দোকান থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৬

(শেষের পাতার পর)

শরীর খারাপ হোক না কেন বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতেই হয়, হবে।

লন্ডনে একদিন আন্ডারগ্রাউন্ডে এমনই এক বরফ ঢাকা হিম শীতল ঠান্ডার মধ্যে কাজে যাচ্ছিলাম, অনেক ভোরে। আজকের মতোই ভারী কাপড় চোপড় পড়ে, ব্যাগ প্যাক নিয়ে। সিড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ থেমে গিয়েছিলাম ক্লান্তিতে। তখন পেছন থেকে অনেক বয়স্ক এক বুড়ো ব্রিটিশ ভদ্রলোক লাফ দিয়ে এসে আমার ব্যাক প্যাক ধরলে আমি পড়ে গিয়ে ব্যাথা পাওয়া থেকে রক্ষা পাই। সিড়ি বেয়ে নীচে নামার পর উনি বলেছিলেন, 'ইয়াং লেডি, ডোন্ট স্টপ, থেমে গেলেই হেরে যাবে, কিপ মু-ভিং'। ওনার কথা খুব খুব মনে হয়, যখন ক্লান্ত হই বা হই না তখনও।

যেমন আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল প্রচন্ড তৃষ্ণায়। অন্ধকারে হাতড়িয়ে পেতলের গ্লাসে রাখা পানি খেয়ে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। আমি যে বাসায় থাকি সেই বাসায় আমার বেডরুমটা আর তার জানালা ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভীষণ প্রিয়। ওই জানালার পাশে বসে এমন দিনে প্রিয় বই হাতে কিংবা কবিতা পড়ে বা লিখে সারাদিন দিব্যি খাটিয়ে দেয়া যায়।

আসলে কবিতা পড়ার জন্য একটা জীবন ভীষণ ভীষণ ছোট। ভালোবাসবার জন্যও, এত্ত যে ভালোবাসি তাও তৃষ্ণা মেটে না!!

শাওয়ার শেষে রেডি হবার আগে কতটুকু ভারী কাপড় পড়ব ভাবতে বসার ঘরের জানালা খুলে কিচ্ছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম ৪/৫ বছর বয়সী একটা কিউট মেয়ের হাত ধরে মা হেটে যাচ্ছে, এক পর্যায়ে মা বৃষ্টি ভেজা সেঞ্চুরি পাতায় পা পিছলে পড়ে যাবার উপক্রম হতেই, মেয়েটা প্রায় চিৎকার করে বলল, মম কেয়ারফুল। মা বলল, আই এ্যাম ওকে বেবি। মেয়েটা আরও শক্ত করে মায়ের হাতটা ধরল।

কী অসাধারণ দৃশ্য!! আমরা প্রায় সবাই চাই এরকম পিচ্ছিল পথে কেউ আমাদের হাতটা শক্ত করে ধরে রাখুক সারাজীবন, কখনো যেন ছেড়ে আসতে বা ছেড়ে দিতে না হয়। আমরা চাই, আমরাও কারো হাতটা শক্ত করে ধরে রাখতে, তাকে বলতে বি কেয়ারফুল কিন্তু দিন শেষে অনেকেই একলা, পা পিছলে পড়ে গেলে হাত ধরে রাখার কেউ থাকে না।

মা মেয়ের এই ভালোবাসা সকাল বেলা মন ভালো করে দেয়ার মতো হলেও বেদনাহত করল। মা হওয়া সত্যি অনেক অনেক আনন্দের গর্বের খুশির। নিজের মধ্যে ভালোবাসার মানুষের অস্তিত্ব ধারণ করা, তার জন্য অপেক্ষা করা, তার জন্য বেঁচে থাকা না জানি কতো সুখের!! কিন্তু সবাই মা হবার সোভাগ্য নিয়ে জন্মায় না, মা ডাক সবাই শুনতে পায় না!

কেন যে প্রকৃতি কারো একান্ত খুব গভীর আর্তনাদ শুনে না জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনটা যদি অদলবদল করা যেত অথবা রিউয়াইন্ড ফরোয়ার্ড করা যেত!! আফসোস তা করার কোন সুযোগ নেই!!

পুনশ্চঃ সাবওয়ে স্টেশনে যাবার পথে এক বুড়ো ভদ্রলোক প্রায়ই রাস্তায় দাঁড়িয়ে একা শুকনো খাবার দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেন। উনাকে আজও দেখলাম, একদিন লিখব উনাকে নিয়ে।

বাংলাদেশ সোসাইটির মামলা আবার পিছালো

(শেষের পাতার পর)

কিন্তু তারা আদালতের কাছে ২ সপ্তাহ সময় চান। আগামী ২১ জানুয়ারির মধ্যে তাদের কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির আইনজীবি এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, সাত দিন আগেই আমরা ক্রস মোশানের জবাব সাবমিট করেছি। বাদী পক্ষ সময় নিয়েছে। মাননীয় আদালত দু পক্ষের কাগজ পত্র দেখে সিদ্ধান্ত দেবেন। প্রয়োজনে আদালত উভয় পক্ষকে হেয়ারিং এর জন্য ডাকতেও পারেন। তবে প্রক্রিয়াটি কবে নাগাদ শেষ হবে তা বলতে পারছি না। আমাদের চেষ্টা থাকবে দ্রুত নিস্পত্তির জন্য।

অপরদিকে সোসাইটর সাবেক কর্মকর্তা ওসমান চৌধুরীর একটি মামলা আদালতে পেন্ডিং রয়েছে। তিনি ২০১৪ সাল থেকে সোসাইটির এ যাবৎকালের আর্থিক হিসেব চেয়ে আদালতের তিনি শরণাপন্ন হয়েছেন।

ব্রুকলীন টু জ্যাকসন হাইটস নতুন ট্রেন লাইন হচ্ছে

(শেষের পাতার পর)

হাইটস পর্যন্ত ১৪ মাইল দীর্ঘ ট্রেন লাইন চালুর ঘোষণা দেন। এ জন্য তিনি পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও রুট নির্ধারনে মেট্রোপলিটন ট্রানজিট অথরিটিকে (এমটিএ) তাৎক্ষনিক নির্দেশ প্রদান করেন। এ রুট চালু হলে ব্রুকলীন ও কুইন্সের হাজার হাজার বাসিন্দাকে ম্যানহাটন পাড়ি দিয়ে এক ব্যরো থেকে অন্য ব্যরোতে যেতে হবে না। প্রতিদিন কুইন্স থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে ব্রুকলিন টেক, ব্রুকলীন কলেজ, সিটি টেক ও এনওয়াইইউ ব্রুকলীন ক্যাম্পাসে যেতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপচয় করতে হয়। ম্যানহাটন হয়ে যেতে লাগে প্রায় দেড় থেকে ২ ঘন্টা। অন্যদিকে ব্রুকলীন থেকে কুইন্সে আসতেও হয়রানির শেষ নেই। দীর্ঘদিন ধরেই ইন্টার ব্যরো রেললাইন সংযোগের এই দাবি উঠছিল। এই ট্রেন লাইনের সাথে সংযোজিত থাকবে মালামাল বহনের গাড়িও।

১৪ মাইলের এই ট্রেন লাইনের প্রস্তাবে ক্ষেপেছে ব্রঙ্কস ব্যরোর বাসিন্দারা। ১৯৯০ সালে নেয়া প্রস্তাবে ছিল ২৪ মাইল দীর্ঘ ট্রাইব্যরো ট্রেন লাইন। যাতে সরাসরি ব্রুকলিন-কুইন্স-ব্রংকস ট্রেন লাইনের প্রস্তাব ছিল। যা শুরু হতো বেরিজ ব্রুকলিন। আর শেষ হতো ব্রংকসের কো-অপ সিটিতে। মূল প্রস্তাব থেকে ব্রংকস অংশ বাদ দেয়ায় ব্রঙ্কসের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। ব্রঙ্কস বাসিন্দারও এটি মেনে নিতে পারছেন না।

এদিকে এমটিএ চেয়ারপারসন জানো লাইবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইন্টারব্যরো এই প্রোজেক্ট বাস্তবায়নে ফেডারেল, স্টেট ও সিটির সাথে সমন্বয় রেখে আমরা কাজ করবো। এই নতুন পথ চালু হলে কুইন্স ও ব্রুকলীন বাসিন্দারাও এক ব্যরো থেকে অন্য ব্যরোতে যেতে পারবেন মাত্র ৩০ থেকে ৪০ মিনিটে। আর এতে ম্যান-হাটন লাইনের ওপরও চাপ কমবে।

যে ৫ লক্ষণে বুঝবেন নিঃশব্দে আসছে ঘাতক কিডনি রোগ

(শেষের পাতার পর)

গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মুশকিল হলো, অনেক ক্ষেত্রেই কিডনির সমস্যার উপসর্গগুলো এতটাই মৃদু হয় যে অসুখ গভীর না হলে বুঝে ওঠা যায় না। জানুন কী কী লক্ষণ থাকলে আগে ভাগেই হতে হবে সতর্ক।

১। সব সময় ক্লান্ত লাগা

কাজ কর্মের উদ্যম হারিয়ে ফেলা কিডনি বা বৃক্কের সমস্যার অন্যতম প্রধান একটি লক্ষণ। বৃক্কের মূল কাজই হলো রক্তকে পরিশুদ্ধ করা। কাজেই কিডনি সঠিকভাবে কাজ না করলে রক্তে বিষাক্ত ও অপ্রয়োজনীয় উপাদান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ক্লান্ত লাগে আক্রান্তের। এমনকি, দেখা দিতে পারে রক্তাল্পতার সমস্যাও। রক্তাল্পতার অন্যতম প্রধান লক্ষণই হলো স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ক্লান্তি।

২। অনিদ্রা

কিডনি ঠিকঠাক না কাজ করলে মূত্রের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থগুলো দেহের বাইরে বেরোতে পারে না। এটি অনিদ্রার অন্যতম কারণ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত মানুষদের ঘুম না আসার সমস্যা সুস্থ মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি।

৩। ত্বকের সমস্যা

মানবদেহে প্রয়োজনীয় লবণ ও খনিজ পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখাও কিডনির অন্যতম প্রধান কাজ। ত্বকের সজীবতা বজায় রাখতে ও হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় এই উপাদানগুলোর বড় ভূমিকা থাকে। ফলে শুষ্ক খসখসে ত্বক, ত্বকের ঘা ও হাড়ের সমস্যা কিডনির অসুখের অন্যতম লক্ষণ হতে পারে।

৪। মূত্রের সমস্যা

যদি আপনাকে বারবার মূত্রত্যাগ করতে হয় তবে তা কিডনির অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে। বিশেষত রাতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশিবার মূত্র ত্যাগ করতে হলে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মূত্রের সঙ্গে রক্ত বের হওয়া বা মূত্রে অতিরিক্ত ফেনা হওয়াও কিডনির সমস্যার লক্ষণ। মূত্রে অ্যালবুমিন বেশি থাকলে অতিরিক্ত ফেনা তৈরি হয়।

৫। পা ফুলে যাওয়া

কিডনির সমস্যায় সোডিয়ামের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলে পা ফুলে যায়। অনেক সময় খনিজ লবণের ভারসাম্যের ফলে শরীরের পেশিতে টান লাগার সমস্যা তৈরি হয়। মূলত ক্যালশিয়াম ও ফসফরসের সমস্যায় এমন ঘটনা ঘটে।

শাকিবের বিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের আবেদন!

(শেষের পাতার পর)

প্রশ্ন এখন চলচ্চিত্রাঙ্গণে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে শাকিব যখন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করছেন, তখন তার এই অবস্থানকে কেন্দ্র করে এমন নানা প্রশ্ন উঠেছে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে শাকিবের এই দীর্ঘ অবস্থানের কারণ হচ্ছে, দেশটির নাগরিকত্ব লাভ। সাধারণত নাগরিকত্ব লাভের জন্য দেশটিতে একটানা ছয় মাস বসবাস করতে হয়। শাকিব নাগরিকত্ব লাভের জন্যই নাকি এত দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করছেন। শুধু তিনি নন, তার ছেলে আব্রামের নাগরিকত্বের জন্যও নাকি তিনি আবেদন করেছেন। এ খবরে তার সাবেক স্ত্রী চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস অবাক হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমার ছেলে আমার কাছে আছে, ও আমার কাছেই থাকবে। আমার ছেলের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা হবে, আর আমি জানব না, এটা হতে পারে না।

তবে চলচ্চিত্রাঙ্গণের লোকজন এ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেনি। তাদের কেউ কেউ এখন বলছেন, ভিন্ন কথা। কথাটি আরেক নায়িকার সঙ্গে শাকিবের বিয়ে এবং ঐ নায়িকার মা হওয়ার খবর। প্রায় দুই বছর আগে হালের নায়িকাটির মা হওয়ার খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অন্ত:সত্ত্বা অবস্থায় তার শুটিং করার ছবিও পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। তবে নায়িকাটি এসব খবর উড়িয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীতে আবারও গুঞ্জণ ছড়ায় তিনি নাকি মা হয়েছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আকারে-ইঙ্গিতে অনেকে তার মা হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে। এখন ঐ নায়িকার সঙ্গে শাকিবের গোপনে বিয়ে হওয়া, তার মা হওয়া এবং এই পরিবারের জন্যই নাকি শাকিব নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন বলে চলচ্চিত্রাঙ্গণের লোকজন বলাবলি করছেন। তাদের কথায় এ বিষয়টিও এসেছে যে, শাকিব যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরপরই ঐ নায়িকাও গিয়েছিলেন। সেখানে তার কাগ-জপত্র ঠিকঠাক করে তিনি দেশে ফিরলেও শাকিব এখনও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

জ্যাকসন হাইটসে ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

(প্রথম পাতার পর)

রক্তপাতে তিনি মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনা তদন্তে পুলিশ বাড়ীটি সীল করে রেখেছে। নিহতের বাবা মা কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে নিহত সরকারের লাশ নিউজার্সীর মাউন্ট প্রসপেক্ট গ্রেভইয়ার্ডে সাফন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং তার মরদেহ পার্ক ফিউনেরাল হোমে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত সালমান-কে রোববার জামিন দেয়া হয়েছে।

সৌদিতে বাংলাদেশী উদ্যোক্তার সাফল্য

(প্রথম পাতার পর)

সৌদি আরব গেলে তাঁকে স্বাগত জানান বীনা ফুডসের চেয়ারম্যান হাফেজ জিয়াউর রহমান। এ সময় তিনি বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে বীনা খেজুর তুলে দেন।

সৌদি আরবের উন্নত মানের খেজুর উৎপাদন ও বিপণনে সাফল্য পেয়েছেন বাংলাদেশী উদ্যোক্তা হাফেজ জিয়াউর রহমান। তাঁর প্রতিষ্ঠান বীনা ফুডস ভালো মানের খেজু-রসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য বহির্বিশ্বে বাজারজাত করে ইতিমধ্যেই পরিচিতি পেয়েছে।

ঢাকার দোহারের দক্ষিণ শিমুলিয়ার বাসিন্দা হাফেজ জিয়াউর রহমান ১৯৯১ সালে সৌদি আরবে পাড়ি জমান। ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পানি প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় ছয় বছর আগে তিনি গড়ে তোলেন বীনা ইন্টারন্যাশনাল। জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান।

তিনি বলেন, 'আমরা খেজুরের জন্য এক নম্বর। পবিত্র মদিনায় আমাদের বাগান সংরক্ষিত করা আছে। এ খেজুর আমরা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে থাকি।'

বীনা ফুডসের বাজারজাতকৃত খেজুরে কোনো ধরনের রাসায়নিক থাকে না উল্লেখ করে জিয়াউর রহমান বলেন, 'ভেজালের ভিড়ে খাঁটি মানের খেজুর নিয়ে আমরা ভোক্তাদের পাশে আছি।'

বীনা ফুডসের চেয়ারম্যান বলেন, 'মদিনার খেজুরবাগানে রয়েছে আমাদের নিজস্ব লোক। ফলে আমাদের প্রতিটি খেজুর থাকে সেরা সাইজের বাছাইকৃত; সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত। ময়লা কিংবা অবাঞ্ছিত উপাদানের মিশ্রণমুক্ত। কোনো রকম কেমিক্যাল কিংবা প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয় না। নিজস্ব তত্ত্বাবধানে গ্রাহকদের জন্য প্যাকেজিং করা হয়।' তিনি আরো বলেন, 'বীনা ফুডস শতভাগ খাঁটি পণ্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ভালো না লাগলে পণ্য ফেরত দিতেও পারেন ক্রেতা।'

বীনার খেজুর বাংলাদেশেও পাওয়া যায় জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জানান, ঢাকার উত্তরায় আছে বীনা ইন্টারন্যাশনাল কম্পানির কার্যালয়।

জিয়াউর রহমান বলেন, সৌদি আরবের আজোয়া, সাফ-াওয়ি, আমবার, মাবরুম, মারিয়াম, মাশরুক, মাজদুল, সুগাইসহ বিভিন্ন ধরনের মানসম্মত খেজুর তাঁরা বহির্বিশ্বে বাজারজাত করে থাকেন। বীনা ফুডসের বিপণনকৃত পণ্যতালিকায় আরো আছে শুকনা ফল, জুস, মধু, মিল্ক পাউডার, নুডলস, বাদাম, ড্রিংকসসহ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যসামগ্রী।

বীনা ইন্টারন্যাশনালের ব্যাবসায়িক সহযোগী হিসেবে কাজ করছে ঢাকার ট্র্যাভেল এজেন্ট স্কাই ট্র্যাভেলস।

















জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মেয়র এরিক অ্যাডমস

(শেষের পাতার পর)

সময় তিনি মেয়র হিসেবে প্রথমবারের মতো জেএমসি-তে আসেন এবং জেএমসি'র কর্মকর্তাসহ উপস্থিত মুসল্লীদের সাথে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনময় করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু হিসেবে পরিচিত এরিক গত ১ জানুয়ারী মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি জেএমসি পরিদর্শনে আসলেন। খবর ইউএনএ'র।

মেয়র এরিক অ্যাডমস জেএমসিতে আসার পর জেএসসি পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান। মেয়র জেএমসিতে আসার পর উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলায়োত করেন ইমাম শামসী আলী। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান জি জিনারো, নিউ-ইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন, জেএমসি প্রেসিডেন্ট ডা. সিদ্দিকুর রহমান।

জেএমসি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর আহদে চৌধুরীর সঞ্চালনায় এসময় নিউইয়র্ক সিটির কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স কমিশনার রবার্ট পেরেজ, মূলধারার রাজ-নীতিক মোর্শেদ আলম ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোজাফফর, জয়েন্ট সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ বাবুল মজুমদার, সদস্য মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন এবং শাহরিয়ার রহমান, আমি-নুল ইসলাম চুন্নু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র অ্যাডাম তার বক্তব্যে বলেন, মেয়র হিসেবে শপথ নেয়ার ছয়দিনের মধ্যেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি কথা ও কাজে আস্থা রাখতে চাই। আপনাদের কাছে দেয়া ওয়াদা ভুলিনি, আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে চাই। তিনি বলেন, আমরা যদি গ্রেটেষ্ট সিটি গড়তে পারি তবেই না গ্রেটেস্ট কান্ট্রি গড়তে পারবো। তিনি মুলিম কমিউনিটির কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, ইসলামী ফোবিয়া নয়, বরং মুসলিম কমিউনিটিও গ্রেটেষ্ট হবে। সিটিরও পরিবর্তন আসবে। তিনি বলেন, আমি আপনাদের মেয়র নই, বন্ধু। আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকবো।

মসল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে পর মেয়র এরিক পরে জেএমসি অফিসে যান এবং সেখানে কার্যকরী কর্মকর্তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিয় করেন। এসময় তিনি আধা ঘন্টার মতো অবস্থান করেন।



শাহজালাল মসজিদের সাবেক সভাপতি

(শেষের পাতার পর)

সভাপতি ছমির উদ্দিন আহমেদ আর নেই। তিনি গত ৭ জানুয়ারী শুক্রবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বর তার হার্ট অ্যাটাক হলে মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মরহুমের নামাজে জানাজা পরদিন ৮ জানুয়ারী শনিবার সকাল ১১টায় শাহ-জালাল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এস্টোরিয়ার ৪৫ স্ট্রিটের বাসিন্দা ছমির উদ্দিন আহমেদের গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজারের গ-াহরি গ্রামে। তিনি নিউইয়র্কে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে বসবাস করতেন। তার মৃত্যুতে এস্টোরিয়া আল আমিন জামে মসজিদের সভাপতি জায়নাল আবেদীন শোক প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর পক্ষ থেকে সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন প্রবীণ প্রবাসী ছমির উদ্দিন আহমেদের মৃত্যুতে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নিউইয়র্কে 'টু গো এলকোহল' বিক্রি চালু হচ্ছে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক স্টেটে 'টু গো এলকোহল' বিক্রি স্থায়ীভাবে চালু হচ্ছে। এতে রেষ্টুরেন্ট ও বারগুলো এলকোহল ও তার মিক্সার সরাসরি কাস্টমারদের কাছে বিক্রি করতে পারবেন। তারা টেক আউট হিসেবে বাসায় নিয়ে যেতে পারবেন। করোনা-১৯ শুরু হবার পর অস্থায়ীভাবে সাবেক গর্ভনর এন্ড্রু কুমো 'টু গো এলকোহ-ল'বিক্রির অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুমতি গত জুন ২০২১ মাসে শেষ হয়ে গেছে। গত বুধবার বর্তমান গর্ভনর ক্যাথি হোকল তা স্থায়ীভাবে চালু করার ঘোষণা দেন। আহবান জানান স্টেটের উভয় চ্যাম্বারে আইনটি পাস করানোর জন্য। তিনি বলেন, এতে লোকাল রেষ্টুরেন্ট ও বারগুলো লাভবান হবে। নিউইয়র্ক সিটি হসপিটালিটি এলায়েন্স গর্ভনরের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ আইনটি পাস হলে নিউইয়র্ক অন্য ২০টি সেটেটের সাথে যোগ দিবে যারা ইতোমধ্যে 'টু গো এলকোহল' বিক্রি স্থায়ীভাবে চালু করেছে। সংশ্লিষ্ঠরা বলছেন, উভয় চ্যাম্বারে আইনটি পাস হতে সময় লাগবে। এ বছরের শেষ নাগাদ আইনটি আলোর মুখ দেখতে পারে।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 3 // 2022

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

রাশেদ সভাপতি, কাশেম সাধারণ সম্পাদক





বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের (এবিপিসি) নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। চ্যানেল আই-এর রাশেদ আহমেদ-কে সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর মো. আবুল কাশেমকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন এ কমিটি গঠন করা হয়। গত ৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের সাধারণ সভায় ১১ সদস্যের এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। শাহ ফারুকের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

কমিউনিটির কাছে সেবার ফেরীওয়ালা জাবেদ উদ্দিন





এমদাদ চৌধুরী দীপুঃ স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় সবাই ব্যস্ত টাকা কামানোর জন্য। নিজের একটা বাড়ি,সুন্দর গাড়ি আরো কত শখ নিয়ে প্রবাসীরা অতিবাহিত করেন ব্যস্ত যাপিত জীবন। এখানে বলা হয় টাইম ইজ মানি। দ্রুত সম্পদ গড়ার নানা উপায় রয়েছে এখানে।তবে কেউ কেউ এর ব্যতিক্রম। আর এই ব্যতিক্রমের তালিকায় আছেন কমিউনিটির প্রিয় মুখ জাবেদ উদ্দিন। ভোগের প্রবাস জীবনকে ত্যাগের জীবন হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি। বহুমাত্রিক সেবা কর্মকান্ড তাকে দিয়েছে সেবার ফেরিওয়ালার পরিচিতি।

নিউইয়র্ক এর এস্টোরিয়া এলাকার বাসিন্দা জাবেদের গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার খলিলপুর ইউনিয়নের কেসবচরে । খলিলপুর ইউনিয়ন এখন সারা দেশের মানুষের কাছে পরিচিত। কারন এখানে গড়ে উঠছে সিলেটবাসীর স্বপ্নের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা স্পেশাল ইকোনমিকজোন। জাবেদের বাবার নাম গিয়াস উদ্দিন,আর মায়ের নাম রানী বেগম। ১৯৮৮ সালে চাচার সাথে ১৪ বছর বয়সে আমেরিকা আসেন জাবেদ। বেড়াতে এসে তিনি থেকে যান আর দেশে ফিরে যান তার চাচা। কিশোর বয়সে প্রবাস জীবনে মানুষের কাজের জন্য যুদ্ধ করা,বাসস্থানের সমস্যা জাবেদকে ভাবিয়ে তুলে। আজো নতুন করে আসা প্রবাসীদের মাঝে খোজেন নিজের কষ্ঠ যন্ত্রনার উপাখ্যান। একান্ত আলাপচারিতায় প্রবাস জীবনের যুদ্ধের দীর্ঘ বর্ননা দেন জাবেদ।

মৌলভীবাজারের সরকারী কেসবচর প্রাথমিক বিদ্যালয়,পরবতীতে আউশকান্দি রশিদিয়া পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া করে একপর্যায়ে ঢাকায় চলে যান জাবেদ, সেখানে শিক্ষাজীবন অব্যাহত ছিল আমেরিকা পাড়ি জমানোর আগ পর্যন্ত। তিনদশকের প্রবাস জীবনে নিজে যে সব সমস্যা মোকাবেলা করেছেন সেই উপলব্দি থেকে মনে করেন দেশ থেকে আসা প্রবাসীদের পাশে দাড়ানো দরকার। তাই প্রবাস জীবনকে কমিউনিটির সেবায় উৎসর্গ করার সিদ্বান্ত নেন তিনি। কমিউনিটির সেবায় সদা ব্যস্ত জাবেদ ইতিমধ্যে পেয়েছেন এই দেশের সরকারের বিভিন্ন দফতরের ৯টি উল্লেখ করার মত স্বীকৃতি এবং সনদ। মানুষের ভালোবাসা তার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন, পাশাপাশি মুলধারার অব্যাহত স্বীকৃতি এবং সহযোগিতা এই সব কাজের প্রেরনা বলে মনে করেন জাবেদ। তার প্রবাসী বান্ধব সমাজ কল্যানমূলক কাজে সহযোগীতা করেন স্ত্রী কোকিলা আহমেদ,এই দম্পতির রয়েছে তিন বছর বয়সী একমাত্র সন্তান নিহাল উদিদন।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটর সাধারন সম্পাদক এর দায়িত্বপালন করেছেন জাবেদ উদ্দিন, দায়িত্ব পালন করছেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির। তার প্রবাসীবান্ধব নানা কর্মসুচী নজর কেড়েছে সকল মহলের,প্রশংসিত হয়েছে বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি মুলধারা জনপ্রতিনিধিদের মাঝে। মহামারী করোনার ভয়াবহতার সময় জাবেদ দাড়িয়েছেন বিপদাপন্ন প্রবাসীদের পাশে, এছাড়া প্রবাসী কল্যান মূলক নানা উদ্যোগ বাস্তাবায়ন করে চলেছেন জাবেদ। এখানকার জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনের সময় বাংলাদেশী আমেরিকান প্রার্থীদের বিজয়ী করতে প্রচারনায় অংশ নেন জাবেদ। আর এসব করছেন কাজের ফাকে ,নিজের পেশাগত কাজকে বহাল রেখেই। কমিউনিটিকে সব ধরনের সেবা দেয়ার জন্য জাবেদ এদেশের সরকারী অফিসে যোগাযোগ করেছেন এবং প্রত্যাশিত সহযোগিতা পেয়েছেন বলে তিনি দাবী করেছেন।

সমাজকল্যানমূলক কাজ করে জাবেদ এ পর্যন্ত যে সব স্বীকৃতি পেয়েছেন সে তালিকায় আছে কনগ্রেশনাল রেকর্ড,কনগ্রেস ওমেন কেরোলিন বি মেলোনি কতৃক এওয়ার্ড,স্টেইট এসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী কতৃক প্রক্লিমেশন, স্টেইট সিনেটর মাইকেল জেনারেশ কতৃক কোভিড হিরো এওয়ার্ড প্রাপ্তি। এছাড়া সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকা জাবেদ উদ্দিনকে এওয়ার্ড প্রদান করে সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে। দুই যুগের অধিক সময় কমউিনিটির সেবায় নিয়োজিত জাবেদ মনে করেন শত ব্যস্ততা এবং কাজের মাঝেও চাইলে মানুষের সেবা করা যায়।

ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে ধর্মীয়মুল্যবোধ ভুলে না যায়,তারা যেন নৈতিক মুল্যবোধ সম্পন্ন হয়,দেশের প্রতি দরদী এবং প্রবাসীদের মুখ উজ্জল করার জন্য তৈরী হয় সে লক্ষ্যে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন জাবেদ উদ্দিন।

বাংলাপত্রিকার সাথে আলাপচারিতায় জাবেদ জানান ১৪ হাজার মাইল দুরে থাকা দেশকে তিনি কখনো ভুলে যাননা। সাহায্য করে যাচ্ছেন এলাকার দরিদ্র সমস্যাপীড়িত মানুষকে,এছাড়া আত্নীয়-স্বজনের নানা আয়োজনে তিনি পাশে থাকেন সব সময়। বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন দরকার বলে মনে করেন জাবেদ,তার মতে দুর্নীতি কমানো সম্ভব হলে বাংলাদেশের অনেক সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে।

সাম্প্রতিক কিছু কর্মকান্ডের বিবরন দিতে গিয়ে জাবেদ বলেন শুভ বড়দিনে ১৫০ জন শিশুর মধ্যে খেলার উপহার সামগ্রি বিতরন করা হয়েছে তার ই কর্মসুচী প্রশংসিত হয়েছে মূলধারার গণমাধ্যমে। একজন বাংলাদেশী কতৃক এই আয়োজনকে হিস্টোরি মেকিং গিফট ডিস্ট্রিবিউশন শিরোনামে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে,আইডা, হারিকেনে আক্রান্ত ৪০ পরিবারের মাঝে বিতরন করা হয়েছে নগদ অর্থ,থ্যাংগসগিভিং দিবসে ৫০০টি পরিবারের মাঝে বিতরন করা হয় হালাল চিকেন। এস্টোরিয়ায় সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য দুটি ফ্রিজ বরাদ্দ করা হয়েছে এমন তথ্যদিয়ে জাবেদ বলেন এই ফ্রিজে রাখা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার বিনামুল্যে নিতে পারবেন বাংলাদেশী কমিউনিটির লোকজন। চলমান কর্মসুচী করোনার টেস্টকিট বিতরনসহ করোনা মহামারীর সময় ব্যাপক সেবার বিবরন দিয়েছেন জাবেদ উদ্দিন। সবমিলে কমিউনিটিতে সেবার অনন্য দৃস্টান্ত স্থাপন করেছেন জাবেদ,অব্যাহত আছে তার সেবামূলক কর্মকান্ড। মুলধারা এবং বাংলাদেশী কমিউনিটিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন জাবেদ। হয়েছেন অনেকের মধ্যে একজন। সব ধরনের মানুষের দোয়া,ভালোবাসা নিয়ে সফল হচ্ছেন জাবেদ। জাবেদ হাঠছেন তার স্বপ্নের পথে। অতীত কাজের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ নিয়ে জাবেদ সৃস্টি করছেন একের পর এক ইতিহাস। মানুষ মানুষের জন্য এই দীক্ষায় জাবেদ এগিয়ে চলেছেন তার স্বপ্নের পথে। যার জন্য তার পরিচিতি হয়ে উঠেছে সেবার ফেরিওয়ালা হিসেবে।



বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের সাধারণ সভায় মনানীত সভাপতি মিসবা আবদীন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রশীদ রানা সংশ্লিস্ট সবার সাথে টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে কাউন্সিলের দুই বছরের (২০২২-২০২৩) পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ চুড়ান্ত করেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে সভায় মিলিত না হয়ে সংশ্লিস্টরা সর্বশেষ গত ৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে স্পোর্টস কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ চুড়ান্ত করেন বলে রশীদ রানা বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান।

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা'র ঘোষিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মিসবা আবদীন (পুন: মনোনীত), সিনিয়র সহ সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, সহ সভাপতি- জহির উদ্দিন জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ রশীদ রানা, যুগ্ম সম্পাদক- ইমরুল আলম ও রুমেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ- জাহাঙ্গীর হোসেন জয়নুল, সাংগঠনিক সম্পাদক- আব্দুল কাদের লিপু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক- সুহেল আহমেদ, অফিস সম্পাদক- জাকির হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- হাসান আহমেদ, মিডিয়া সম্পাদক- সবলু উদ্দিন, গ্রেটিং সম্পাদক- শফিকুল রহমান শাফাত এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে সাইকুল ইসলাম, আবু তাহের আসাদ, দেলোয়ার হোসেন, শফিকুল আলম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সয়ফুল আলম, হারুন অর রশীদ, ময়নুল উদ্দিন, শাহ সেলিম, সালাহউদ্দিন আহমেদ, আলতাফ হোসেন ও মুকিত রিমন।

উপদেষ্টা পরিষদ: আব্দুর রহীম বাদশা, মোহাম্মদ আব্দুন নূর ভূইয়া, আনোয়ার হোসেন, আতাউর রহমান সেলিম, জুনেদ চৌধুরী, আযম চৌধুরী, দুলাল মিয়া (হাজী এনাম), আব্দুল হাসিম হাসনু, সাদ উদ্দীন নূর, সামসুল আবদীন, সৈয়দ এনায়েত আলী, আব্দুল মান্নান, মস্তফা কামাল, মিসবাহ আহমেদ, মহিউদ্দিন দেওয়ান, এমদাদ চৌধুরী এবং মখন মিয়া।

এছাড়াও কাউন্সিলে ভলেন্টিয়ার কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদষ্যরা হলেন: খায়রুল ইসলাম খোকন, মামুনুর রহমান মামুন, সাঈদী, ফেরদৌস বিপ্লব, সাব্বির (মাথিউরা), রুমি, তোফায়েল, আশরাফুল লিটন, শেখ সবলু মিয়া, শহরিয়ার, অপু সাকিল, রেজাউল অপু, গোলাপ, ববলা, মীর জাকির ও জামান হোসেন।

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)
IATA Accredited Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
We Provide
• Individual Tax
• Corporation Tax
• Partnership Tax
• Non-profit Tax
• Gift Tax
• Sale & Payroll Tax
• IRS & State Tax audit Representation
• Immigration
• Accounting
• Bookkeeping
• Business License
• Business Incorporation
সিস্টাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International


Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

রুচি বদলাতে খেতে পারেন মিডল ইস্টার্ন ফুড

হাবিব রহমান: খাওয়া কি শুধু পেট আর মনই তৃপ্ত করে? উহু,তা কিন্তু নয়। একসঙ্গেবসে ভালোমন্দ খাবার খাওয়া পরস্পরের সম্পর্কের গাঁথুনিকে মজবুত করে ।হৃদ্যতা বাড়ায় । তা স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব যেই হোকনা কেন! **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৬



বৃষ্টিস্নাত মেঘলা দিন। ভীষণ ভীষণ ভীষণ প্রিয় পশ্চিমের জানালা, জানালার বাইরে চুড়ুই পাখির কিচিরমিচির!!
এমন দিনে কার ঘরের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে!!!
কিন্তু জীবন যেখানে যেমন, এই শহরে জীবন বড্ড বেশি কঠিন বড্ড বেশি নির্মম। যতই মন খারাপ হোক, **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



ব্রঙ্কসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহত ১৯

যাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৯জন শিশু সহ ১৯ জনের প্রাণহাণী ঘটেছে। এছাড়াও এই ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছে। রোববার (৯ জানুয়ারী) সকাল ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। মেয়র অফিস হতাহতের ঘটনা স্বীকার করেছে। মেয়র এরিক অ্যাডাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। জানা গেছে, ব্রঙ্কসের ৩৩৩ ইস্ট ১৮১ স্ট্রীটের একটি ১৯তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের তৃতীয় তলা থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ৯জন শিশু সহ ১৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং ৬৬ জন আহত হয়েছে। ভবনটির সিড়িতে হতাহতদের দেহ পাওয়া যায়। সিটির ইতিহাসে এটি অন্যতম অগ্নিকান্ডের ঘটনা। প্রায় ২০০ ফায়ার ফাইটার দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর অগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন বলে বিভিন্ন মিডিয়া সূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটিতে ১৯৯০ সালে ব্রঙ্কসে সংঘটিতে এক অগ্নিকান্ডে ৮৭জনের প্রাণহাণী ঘটেছিলো।

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি বর্ণাঢ্য অভিষেক ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন

বিশেষ প্রতিনিধি: কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে। করোনা মহামারীর কারণে সিডিসি গাইড লাইন মেনেই গত ১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মেয়র এরিক অ্যাডমস



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র এরিক অ্যাডমস জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার (৭ জানুয়ারী) দুপুরে জুম্মার নামাজের **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**

স্বপ্নবান তরুণ সাইফুলের স্বপ্ন পূরণ হলো না



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দেড় বছর বয়সে মাকে হারানো স্বপ্নবান তরুণ সাইফুল ইসলাম ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় গত বছরের জুলাইয়ে মেক্সিকো-টেক্সাস বার্ডার দিয়ে ঢুকেছিলেন আমেরিকায়। কিন্তু হলো না ভাগ্যের পরিবর্তন। মুক্তভাবে আমেরিকায় পা রাখার আগেই মরণব্যাধী ক্যান্সারের কাছে হার মেনে না ফেরার দেশে চলে গেছে সাইফুল। গত তিন জানুয়ারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। সাইফুল ইসলামের কাজিন নিউইয়র্কের ব্রুকলীনের বাসিন্দা মোহাম্মদ কবির জানান, সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর টেক্সাসের একটি ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয় তাকে। সেখানে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে লস-অ্যাঞ্জেলেসের একটি হাস-পাতালে ভর্তি করে ইমিগ্রেশন বিভাগ। সেখানে কয়েক মাস চিকিৎসা চলাকালে মৃত্যু হয় সাইফুলের। মোহাম্মদ কবির আরও জানান, মা মারা যাওয়ার পর চাচির আদর যত্নে বড় হয় সাইফুল। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাংলাদেশ সোসাইটির মামলা আবার পিছালো

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মামলার ভূত নামছে না বাংলাদেশ সোসাইটির ঘাড় থেকে। সোসাইটির নির্বাচন স্থগিতের মামলায় বাদীপক্ষ নীরা রাব্বানীর আইনজীবি আদালতে সময় চেয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার ছিল আদালতে কাগজপত্র উপস্থাপনের দিন। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়**

সিটির কমিউনিটি বোর্ডে বাংলাদেশীদের হাতছানি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন ব্যরোতে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার পদে আগ্রহীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহবান করা হচ্ছে। আমেরিকার মূলধারায় রাজনীতির হাতেখড়ি হয়ে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

রাস্তার গাড়ী ঢুকলো স্টোরে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৬৮ প্লেইসে রাস্তার গাড়ী ঢুকলো স্টোরে। গত ৫ জানুয়ারী বুধবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



মিথ্যা একটি জুলুম

জাফর আহমাদ

মিথ্যা একটি সুস্পষ্ট জুলুম। যেই ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যা সত্য, সেটিই হক এবং সেটিই তার প্রকৃতি। মিথ্যা হককে খর্ব করে। মিথ্যার কারনে সত্য তার সুন্দর প্রকৃতি অনুযায়ী প্রস্ফুটিত হতে পারে না। সত্যের **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

খেলার খবর

সৌরভ গাঙ্গুলীর বাড়িতে ফল-মিষ্টি পাঠালেন মমতা

স্পোর্টস ডেস্ক: করোনায় মুক্ত হওয়া ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীর বাসায় ফল ও মিষ্টি **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

হেলথ টিপস

যে ৫ লক্ষণে বুঝবেন নিঃশব্দে আসছে ঘাতক কিডনি রোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মানব দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর অন্যতম কিডনি বা বৃক্ক। বৃক্কের সমস্যা সময় থাকতে না সামলানো **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বিনোদন

শাকিবের বিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের আবেদন!

ডিলান হাসান: চিত্রনায়ক শাকিব কি আবার বিয়ে করেছেন? সেই ঘরে কি তার সন্তান আছে? এমন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ব্রুকলীন টু জ্যাকসন হাইটস নতুন ট্রেন লাইন হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি: চালু হচ্ছে সরাসরি ব্রুকলীন টু জ্যাকসন হাইটস ট্রেন লাইন। নিউইয়র্ক স্টেট গর্ভনর ক্যাথি হোকল গত বুধবার ব্রুকলীনের বেরিজ থেকে সরাসরি কুইন্সের জ্যাকসন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

শাহজালাল মসজিদের সাবেক সভাপতি ছমির উদ্দিনের ইন্তেকাল



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউ-ইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়া শাহ-জালাল মসজিদের সাবেক **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড শিপিং সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বদিন মূল্যে!
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা নিন
Cell : 917-741-5308
Email : ashif.chowdhury@gmail.com
169-24 Hillside Avenue, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432.
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com